# বাংলা শোককাব্য সংগ্রহ

## (দ্বিতীয় খণ্ড)

সংকলক ঃ প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

ঃ পরিবেশক ঃ

পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

**প্রকাশিকা ঃ**

দেববাণী মুখোপাধ্যায়, এম.এস-সি., বি.টি

প্রৈতি প্রকাশন

পি ৫৭, ব্লক ডি,

বাঙ্গুর এ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৫৫

দূরভাষ : ৫৭৪ ৭২৫২

**প্রথম প্রকাশ ঃ** জুলাই, ২০০১

**প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ** রবীন মণ্ডল



**মুদ্রাকর ঃ**

গুপ্তপ্রেশ

৩৭/৭, বেনিয়াটোলা লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৯

## উৎসর্গ

ভারতবিখ্যাত শিল্পী রবীন মণ্ডলকে

# মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসিক 'বীরবল' (ওরফে প্রমথ চৌধুরী, ৭।৮।১৮৬৮-২।৯।১৯৪১)-এর মতে জীবন হচ্ছে 'জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ছটফটানি'। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসংখ্য গান ও কবিতায় জীবনকে কত মহিমান্বিত (glorify) করেই তা বর্ণনা করেছেন। জার্মান কবি সীলারের (Schiller)-এর মৃত্যুতে মহাকবি গ্যয়টে (Goethe) একটি দীর্ঘ শোককবিতা লিখেছিলেন। অগ্রজকল্প অধ্যাপক ড: শিবদাস চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে শোককাব্য এবং' (৯ই জুলাই, ১৯৮৬) গ্রন্থে শোককাব্যের লক্ষণ নিরূপণার্থে কতকগুলি সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। প্রথমে তাঁর সেই গ্রন্থ থেকে সেই লক্ষণগুলি পরপর উদ্ধৃত করছি।

'প্রিয়জন বিয়োগজনিত বেদনা থেকে যে শোকের উদ্ভব, কাব্যের বিষয় হিসাবে সেই শোকেরই অগ্রাধিকার। মরণ জীবনের অনিবার্য পরিণতি বলে শোকও মানুষের অপরিহার্য নিয়তি।' 'শোকার্তের বেদনা যখন তার স্বকীয় সঙ্কীর্ণ আধার অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হয়, তখনই তা কাব্যের উপাদান হয়ে ওঠে। 'Elegy' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে গ্রীক শব্দ 'Elegas' থেকে— যার অর্থ হচ্ছে শোকের কবিতা। এলিজির ইতিহাস থেকে জানা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর 'Callinus of Ephesus' হলেন শোককাব্যের আদিকবি। (পৃ:১) 'ইংরেজী বিশিষ্ট কলাকৃতিরূপে এলিজির আবির্ভাব ঘটে ষোড়শ শতাব্দীতে। Encyclopaedia Britannia-তে (চতুর্দ্দশ সংস্করণ) স্পেন Daphnaida (1591)-কে আধুনিক অর্থে প্রথম এলিজি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তারও অনেক আগে বাইবেলে শোককাব্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। Saul এবং Jonathan-এর জন্য David-এর বিলাপ শোকের অনাড়ম্বর বাচনিক প্রকাশের নিদর্শন রূপে ইংরেজী সাহিত্য আদৃত। একটি জনাকীর্ণ নগরীর ধ্বংসকে উপলক্ষ্য করে রচিত সমবেত বিলাপ গাথা রূপে বাইবেলের 'Book of Lamentation' একটি অতি বিখ্যাত রচনা। [এই সূত্রে বর্তমান লেখক-সঙ্কলক-এর 'নানাবিধ প্রসঙ্গ' (ডিসেম্বর, ১৯৯৭) গ্রন্থের 'বাংলার দ্বিতীয় শোককাব্য ও কাব্যকার' প্রবন্ধ (পৃ: ৯১-১২০) উৎসাহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন]।

এলিজির প্রথম লক্ষণ শোকবিহ্বলতা। সার্থক এলিজি প্রথমেই পাঠকের মনে বিষাদের ভাব উদ্রিক্ত করে। সর্বাগ্রে মনে পড়ে আইরিশ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে এডওয়ার্ড কিং-এর মৃত্যুর পর 'Pastoral Elegy'-র ঢঙে রচিত মিলটনের 'লিসিডাস'। 'কবিবন্ধু ক্লাউ-এর মৃত্যুশোক উপলক্ষ্য করে রচিত। ম্যাথু আর্নল্ডের 'Thrysis', বন্ধু হালাসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত টেনিসনের ক্ষুদ্রায়ত শোককবিতা 'Break,

Break, Break', টমাস গ্রের 'Elegy written in (? 'on') লেখক-সঙ্কলকের যোজনা 'a Country Churchyard' প্রভৃতি কবিতার সাধ্য এমন একটি ব্যক্তিগত বিষাদের সুর আছে, যা অতি সহজেই পাঠক মনে বিষাদের আবেদন সৃষ্টি করে।' (পৃ: ২)

'এলিজির দ্বিতীয় লক্ষণ ভাবাবেগ এবং প্রকাশভঙ্গির আন্তরিকতা। বিন্দুমাত্র কষ্টকল্পনা থাকলে শোককাব্যের বেদনাঘন মাধুর্যের হানি ঘটে। পিতার মৃত্যুশোকে অভিভূত 'Rug by Chapel', প্রিয় কবিবন্ধু কীটসের অকাল প্রয়াণে রচিত শেলীর 'Adonois' এবং সাধারণ গ্রামীণ মানুষের কবর দর্শনে রচিত গ্রে-র এলিজির মধ্যে ভাবাবেগ এবং প্রকাশভঙ্গির আন্তরিকতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এই শোকের কবিতার মধ্যেই গ্রে যেই অবিস্মরণীয় পংক্তি উপহার দিয়েছেন 'The Pathes of glory lead but to the grave'।

'এলিজির তৃতীয় লক্ষণ দার্শনিকতা ও মননশীলতা। তবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, দার্শনিকতা ও মননশীলতার মাত্রাধিক্য যেন ব্যক্তিগত সুরটি ব্যহত না করে।'

'Rugby Chapel', 'Adonais' কিংবা 'In Memoriam' এর মধ্যে দার্শনিকতা এবং মননশীলতার উপাদান আছে, তবে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে নয়'।

'এলিজির চতুর্থ লক্ষণ মন্ময়তা (subjectivity)। কারণ এলিজি গীতিকবিতারই সগোত্র। ব্যক্তিগত সুরের মাধুর্য্য না থাকলে এর আকর্ষণীয়তা কমে যায়। তবে একথাও স্মর্তব্য যে, সার্থক এলিজির উৎস বিশিষ্ট ব্যক্তিচেতনা হলেও তার সোহানা বিশ্বচেতনা পর্যন্ত প্রসারিত। নইলে তা সার্বজনীন আবেদন স্মৃতি করতে পারে না।' (পৃ: ৩)

'এলিজির শেষ লক্ষণ, কাব্যের শেষভাগে আশাবাদ এবং আত্মসমর্পণের সুর।' (পৃ: ৪)। এখানে আমার প্রশ্ন, কিসের জন্য আশা তথা আশাবাদের সুর ধ্বনিত হবে শোককাব্যে, যেখানে শোক প্রকাশই হোল প্রধান সুর। তাছাড়া আত্মসমর্পণই বা কার কাছে এবং কিসের কারণে আত্মসমর্পণ ?

'গ্রের এলিজির অপরিমেয় জনপ্রিয়তা মেনে নিয়েও জনৈক ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসকার মিল্টনের 'Lycidas', শেলীর 'Adonsis' এবং টেনিসনের 'In Memoriam' কে ইংরেজী সাহিত্যের তিনখানি শ্রেষ্ঠ শোককাব্য বলে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন।' 'একদিক থেকে দেখতে গেলে সাধারণ করুণ রসের কাব্য — যার স্থায়ী ভাব শোক, সেই ভাবের নিরিখে 'রঘুবংশ' কাব্যের 'অজবিলাপ', মদনভস্মের পর 'কুমারসম্ভব' কাব্যে বর্ণিত' প্রভৃতি সংস্কৃত শোকগাথার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।' (পৃ: ৪)

অধ্যাপক ড: শিবদাস চক্রবর্তী যখন লেখেন 'বাংলা শোককাব্যের জনক বিহারীলাল চক্রবর্তী.. বিহারীলালের 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্য (রচনাকাল ১২৬৬, প্রকাশকাল ১২৭৭ বা ১৮৭০) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম শোককাব্য।' (পৃ: ৫) কিন্তু এই সংবাদ

সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের প্রথম শোককাব্যের জনক হলেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৭-১৯০৪)। তাঁর 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৬১ সালে প্রকাশিত) কাব্যটির দ্বিবিধ মূল্য হল এই যে এটি বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের 'প্রথম' শোককাব্য মাত্র নয়, এটি হেমচন্দ্রেরও প্রথম প্রকাশিত রচনা। অনুরূপ ঘটনা ইংরেজি সাহিত্যেও ঘটেছে যেখানে দেখা যায় ইংরেজি সাহিত্যের 'প্রথম' শোককাব্য-রূপে এলিজাবেথীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি স্পেন্সার (Edmund Spencer, 1552-1599) রচিত 'The Shepherd's Calendar' (1579) কাব্য ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের মধ্যে যেমন প্রথম শোককাব্য তেমনি এই কাব্যটি স্পেন্সারের প্রথম প্রকাশিত কাব্য। [আমার 'নানাবিধ প্রসঙ্গ', (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭) গবেষণাগ্রন্থের ৮ম প্রবন্ধ 'বাংলার দ্বিতীয় শোককাব্য ও কাব্যকার' (প্রবন্ধটির প্রাথমিক খসড়া 'বাংলার দ্বিতীয় শোককাব্য ও কবি কেদারনাথ দত্ত নামে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রাবণ ১৩৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল] এটি দেখা যেতে পারে। বাংলার 'দ্বিতীয়' শোককাব্য হোল রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের (৩১।১০।১৮৪৫–১৪।১০।১৮৮৬) 'মিত্রবিলাপ' (১৮৬০)। বাংলার 'তৃতীয়' শোককাব্য হোল বিহারীলাল চক্রবর্তীর (২১।৫।১৮৩৫ ২৪।৫।১৮৯৪) 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭১)।

আমি আমার সুদীর্ঘ গবেষণাকাব্য নানা বিষয়ের সঙ্গে অসংখ্য বাংলা শোককাব্য সংগ্রহ করে গেছি। উপস্থিত প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হোল। ঈশ্বরের ইচ্ছা বাকি স্তূপীকৃত শোককাব্য সমূহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইলো উপস্থিত অসংখ্য ব্যক্তি যাঁদের কাছ থেকে নানা বিষয়ে নানা উপদেশ ও পরামর্শ পেয়েছি তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নিবেদন অংশ শেষ করলাম। তবে এই বই হাতে পেলে যিনি সবচেয়ে বেশি আন্তরিক আনন্দিত হতেন, আমার সেই 'গৃহিনী: সচিব: সখীমিথ: প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ:' পত্নী অধ্যাপিকা ড: প্রীতি মুখোপাধ্যায়, এম.এ (বাংলা ও সংস্কৃত) কাব্যতীর্থ, পি.এইচ.ডি. প্রয়াতা হয়েছেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (২।৮।১৩৪১-১৮৯৯) একদা তাঁর একটি প্রবন্ধে (নাম মনে নেই) তাঁর উচ্চশ্রেণীর নারীদের দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন যাদের চারিত্রিক গুণানুসারে— ১ ব্রহ্মবাদিনী, যেমন–গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রমুখা। তার পরের শ্রেণীর নারীদের তিনি 'বেদপ্রজ্ঞা' বলে নাম দিয়েছিলেন। এমন নারীদের তিনি নামও দিয়েছিলেন, তবে আমার মনে পড়ছেনা। চারিত্রিক ও মানসিক সর্বদিক দিয়ে আমার প্রয়াতা পত্নী প্রীতি এই শ্রেণীতে স্থান পাওয়ার যোগ্যা।

**প্রতাপ মুখোপাধ্যায়**

১লা আগষ্ট, ১৯৯৭
পি ৫৭, ব্লক-ডি, বাঙ্গুর এ্যাভেনিউ
কলকাতা-৫৫

# সূচীপত্র

# সুধা-বিষময়

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম,বি,
অ্যাসিষ্টান্ট সার্‌জন
কর্ত্তৃক
বিরচিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংর বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

ইং ১৮৭৮ সাল।

# উৎসর্গপত্র

সহোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অভিন্ন-হৃদয়েষু।

ভাই অঘোর—আমি শৈশবকাল হইতে সর্ব্ববিষয়ই তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া হৃদয় ভার অপনীত করিয়া থাকি। আজিও আমার বিরচিত "সুধা-বিষময়" তোমাকে প্রদান করিয়া শোকভার কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত করিলাম, কারণ তুমিই আমার দুঃখ নিবারণের স্থল।

তোমার অমৃত

# সুধা-বিষময়

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.
—SHELLEY

(১)

কোথা হ'তে ঘন-ঘটা হৃদয় গগনে,
ব্যাপিয়া ঢাকিল শশী তিমির-বসনে,
এই শশী এই ছিল,
কোথায় লুকায়ে গেল,
আঁধার হৃদয় হলো, বিলুপ্ত কিরণে,
মানস-চকোর ম'লো, সুধাংশু বিহনে।

(২)

কোথা সেই সুখ-শশী উদিল শোভায়,
আর কি দেখিতে তারে নাহি রে উপায়,
তারে যে পাবার নয়,
তবে কেন মনে হয়,
তবে কেন এ হৃদয় মনে পিপাসায়,
তবে কেন দুনয়ন জলে ভেসে যায়!!

(৩)

সতত হৃদয় মত্ত তাহারি চিন্তনে,
সংজ্ঞাহীন মুগ্ধ মন তার অদর্শনে,
কিন্তু, হায়! নাহি আর
পাইবে দেখিতে তার
সুবিমল বিম্বাধর কমল-আননে,
কাল যা রেখেছে লীন কেবল স্মরণে!

(৪)

জানি রে মনেতে জানি দেখিতে পাবে না,
তথাপি অবোধ মন প্রবোধ মানে না,

বিগত বিষয় যত,
ক্রমে হয় সমাগত,
বিপুল বিরহ-স্রোত করে অন্যমনা,
মনেতে বিঁধিতে থাকে মরম যাতনা।

(৫)

কালের কুটিল বশে থাকিতে হইল,
নতুবা প্রণয়পথে যাওয়া ভাল ছিল,
ঘুচিত জনম দুখ,
সন্তোষ পূরিত বুক,
সংসর্গে স্বর্গের সুখ, দেহ সুশীতল,
হইত, ভুঞ্জিয়া চির-প্রেম-পরিমল!

(৬)

ধিক্ মূঢ় মুগ্ধ মন! না পার বুঝিতে,
আশা যে গণিকা প্রায়,
সদা স্তোকবাদ দেয়
হৃদয় ভুলায়ে লয় স্বকার্য্য সাধিতে ;
নানা বেশে হৃদে আসি,
সুহৃদের মত ভাবি,
আশ্বাসে অপার, হাসি--স্ববশে আনিত!

(৭)

কতই আনন্দ-আশা করিতাম মনে
মানস-সন্তোষ-স্থল-প্রেয়সি-রতনে--
হায় ঘোর দুর্ঘটনা,
করিলি রে কি বঞ্চনা,
কাড়িয়া লইলি কি না, হৃদয়ের ধনে,
রাখিলি জীবিত মোরে ভাসাতে নয়নে!

(৮)

নির্ম্মম বিধাতা তোর একি বিড়ম্বনা,
সহে না কঠিন প্রাণে এ ঘোর যন্ত্রণা,
হানি শত বজ্রবাণ,
কেন না নাশিলি প্রাণ,

তোর তবে সুবিধান, যেতো ভাল জানা,
আমারো দিবস নিশি পুড়িতে হ'তো না!

(৯)

কোথা যাই, কোথা পাই তার দরশন,
নয়নে রয়েছে ন্যস্ত—কোথা সে বদন!!
উথলিছে দুখ কেন,
কাঁপিছে পরাণ হেন,
বিভ্রম হ'তেছে যেন, স্মরি প্রিয় জন,
প্রমাদ গণিছে চিত—নাহি সম্বরণ।

(১০)

সে আমার ছিল যে রে হৃদয়-রঞ্জন,
দেখিলে হইত চিত পুলকে মগন,
মানস-তমস যত
সব তিরোহিত হ'ত,
সুখ-পুষ্প বিকাশিত প্রফুল্লে যেমন,
নয়নে নয়ন যম পড়িত যখন।

(১১)

হাসিত সরোজ-মুখী হাসাতো আমায়,
ভাসাতো হৃদয় কত আনন্দ সুধায়,
কালের দুর্গতি যত
স্মৃতি কক্ষ বহির্গত
সুখ সম্মিলনে হতো—দুখ পেত লয়,
পৌর্ণ-মাসী সুখ-শশী হইত উদয়!

(১২)

হায় রে নিয়তি দোষে, হীন ভাগ্যফলে
থাকিতে পারিনি সদা মিলি একস্থলে,
বড় আশা ছিল মনে,
মিলিব তাহার সনে,
অতুল আনন্দ মনে সময় আসিলে,
হৃদয় করিব স্নিগ্ধ প্রণয় সলিলে!!

(১৩)

হায় সে মনের আশা মনেতে রহিল,
প্রদীপ্ত প্রদীপ কাল-প্রবাতে নিবিল,
সুখের সময় এ'ল,
কিন্তু বিধি কাড়ি নিল,
সকল ফুবায়ে গেল—তিমিরে ঢাকিল,
অসার আশার স্রোত কালেতে মিশিল।

(১৪)

হায় রে তাহার তরে,
নয়ন সতত ঝরে,
হৃদয় পুড়িয়া মরে হইয়া আকুল,
সদা প্রাণ জ্বলে যায়,
বাসনা করিয়া তায়,
ঘোর প্রেম-পিপাসায়, হৃদয় ব্যাকুল
তথাপি অবোধ মন নাহি বুঝে ভুল।

(১৫)

করিয়া স্মরণ তার কমল-নয়ন,
করিয়া স্মরণ ভার কিশোর বদন
হৃদয় বিদীর্ণ হয়,
নৈরাশ ঝটিকা বয়,
কোথায় উড়ায়ে দেয়, সুখের কল্পন,
পাগল করে রে চিত বিনা দরশন!

(১৬)

মনকে করিরে মানা,
সতত বোঝাই নানা,
তথাপি মানেনা মানা দোষ দিব কার,
শাস্ত্র আদি আলাপন,
সঙ্গীতে সংযুক্ত মন,
করি বৃথা আকিঞ্চন,—বৃথা চেষ্টা আর,
পতন-উন্মুখ নদী ফিরে কি আবার?

(১৭)

পাইতে হৃদয়ে শান্তি, হইয়া কাতর,
ভুলিতে সম্ভব ভাবি সে চিত্র সুন্দর—
দেখিতে নব রবি শোভা,
লোহিত সুন্দর আভা,
অমনি সে মনোলোভা শোভার আধার,
হৃদয়ে উদয় হয়ে আনে শোকভার!

(১৮)

ভুলি ভুলি মনে করি কই ভুলা যায়,
আপন জনেরে কেবা ভুলেছে কোথায়?
স্মরণ সংযুক্ত যাহে,
জীবন জীবিত রহে,
দুখ দেয় বলে তাহে ভুলা কি রে যায়,
অসাধ্য সাধিতে কেবা পারে রে ধরায়?

(১৯)

যাক্ যাহা হয়ে গেছে আর নাহি হবে,
ভবেতে জীবন আর কত দিন রবে,
যত দিন রবে প্রাণ,
দিক্ সে যন্ত্রণা দান,
পুড়ুক পুড়ুক প্রাণ ভাবি নিশি দিবে,
সুখ নয় দুখ-স্রোতে, এ তরী বহিবে।

(২০)

চির কিছু নয়, জানি চির কিছু নয়,
জগতের সুখ দুখ সব মায়াময়,
তবে কেন মিছে আর,
যাতনার বহি ভার,
মিছা-অনুরাগে তার ভাবি নিরুপায়,
যদ্যপি অলীক সব—ভাবি কেন তায়!!

(২১)

আর তবে কোকিলের গীতে আনন্দিত,
আর তবে কৌমুদীর জ্যোৎস্নায় মোহিত,

কেহ যেন নাহি হয়,
সতর্ক করিব তায়,
প্রতারক সমুদয় নাহি সাধে হিত,
কেহ যেন নাহি হয় প্রণয়ে জড়িত।

(২২)

চম্পক ফুটে রে বটে কাঞ্চন বরণে,
প্রিয়ার বরণ সম তুলিলে শ্রবণে,
কখন সহিত তার,
এই মম অঙ্গীকার,
কহিব না কথা আর জীবন ধারণে,
তাহারাই খায় মাথা পুড়ায় স্মরণে!!

(২৩)

সুধাকর! করযোড়ে এ মিনতি করি,
ফাটাইতে মম বুক,
প্রিয়ার সদৃশ মুখ,
ধরিও না দিতে দুখ, করিয়া চাতুরী!
পূর্ণ হবে যেই দিনে,
বিভূষিতে ত্রিভুবনে,
এই যেন থাকে মনে এ মিনতি করি—
ধরিয়ে হৃদয় পুন সেই প্রাণেশ্বরী।

(২৪)

বৃথা তুমি কমলিনী করিছ যতন,
দেখাইছ মধু হাসি হাসাতে এখন,
আছে কি আমার আর
সে আনন্দ সুধাধার,
উছলি উঠিবে যার প্রমোদ কিরণ,
দেখাইবে হৃদয়ের প্রফুল্ল কেতন!

(২৫)

গিয়াছে সে দিন হায় গিয়াছে সে দিন,
এখন হয়েছি আমি দুখের অধীন,

এখন মল্লিকা কেন,
বিতর সৌরভ হেন,
বুঝ নাকি কি অদিন, করিছে মলিন,
পরদুখে নহ দুখী একি দয়াহীন!

(২৬)

এইবার বুঝা গেছে চাতুরী তোমার,
প্রিয়া-অনুচর, নহ সুহৃদ আমার,
তাহাই নিকটে আসি,
আমার দুখেতে হাসি,
অপার সৌরভ-রাশি করিছ বিস্তার,
তাই কি কাতর-নহ দুখেতে আমার?

(২৭)

ভাল রে তোমারে আজি সুধাই গোপনে,
আমা ছাড়া হয়ে প্রিয়া রয়েছে কেমনে,
তাহার কেমন চিত,
ভাসিছে আনন্দে কত,
করিয়া কাতর এত আমার জীবনে,
জান ত বারতা যদি কহ না ললনে?

(২৮)

বুঝিতে পেরেছি ভাল তব ব্যবহার,
তুমিও কুটিলা নারী স্বরূপ তাহার,
হাসিতে হবে না আর
সম্বর এ বজ্রসার,
এই অস্ত্রে অবলার মহিমা প্রচার,
তুমিও প্রিয়ার হাসি শিখেছ আবার!

(২৯)

হায় কোথা আইলাম প্রশান্ত বিজনে,
সান্ত্বনা করিতে চিত শোভা দরশনে,
দেখি নব কিশলয়,
তবে কেন মনে হয়

কোমল কপোলদ্বয় প্রিয়ার বয়ানে,
বহে রে বিরহ-স্রোত প্রখর উজানে॥

(৩০)

কোথায় প্রকৃতি শোভা হেরিয়া হেথায়
আইলাম জুড়াইতে তাপিত হৃদয়,
কোথা না বসন্তানিল,
নাড়ি চুত-কলি-দল,
গাত্রে রেণু ভরি দিল, কাঁপায়ে পাতায়,
করি কত পরিহাস হৃদয় কাঁদায়।

(৩১)

আবার দ্বিরেফ যত নিভৃতেও হেন,
এসেছে অগ্রেতে মোরে তাড়াইতে যেন,
করি বসন্তেরি গান,
আকুল করিছে স্থান,
ক্ষণ মাত্র স্থির প্রাণ ধরিব কেমন,
নিষ্ঠুর তাদের রব বিদারে শ্রবণ!

(৩২)

হায় রে উন্মাদ প্রাণ কি কব তোমারে!
যে ভাবে না ভুলে, হায়, কেন ভাব তারে?
এ দেখি আশ্চর্য্য অতি,
ধিক্ রে প্রণয়-গতি,
ধিক্ ধিক্ মূঢ়মতি, ধিক্ রে তোমারে,
তোমায় ত্যেজেছে যেবা কেন ভাব তারে!!

(৩৩)

ধিক্ রে স্বভাব তোর একি বিড়ম্বনা,
বোঝাই সতত তোরে তথাপি বোঝ না,
তবু সৃজ আশা শত,
লাগাইছ ধাঁধা কত,
আশা যে মায়ার মত তা তুমি জান না?
তবে বল কেন আন অপার বাসনা?

(৩৪)

এই ত ধিক্কারি মনে আপনা আপনি,
ভাবি, নহে সে আমার সেই প্রণয়িনী,
তবে পরক্ষণে কেন,
মনে হয় সে আপন,
নিস্তার নাহিক যেন, হানিলে অশনি,
এ বড় বিষম দায় অগ্রেতে জানিনি!!

(৩৫)

পুড়ে মরে সদা মন নাহি ছাই হয়,
এ পোড়া প্রাক্তন লিপি খণ্ডিবার নয়,
সদা হৃদে উল্কাপাত,
করিছে মরমে ঘাত,
তথাপি জীবনপাত, কেন নাহি হয়,
সহিতে যন্ত্রণা বুঝি দেহে প্রাণ রয়।

(৩৬)

চরমের ফল হেন অগ্রেতে জানিলে,
কে ভালবাসিতো, যেতো ধরিতে অনিলে?
হ'য়ে নিজ ঘুমে ঘোর,
হইয়া আনন্দে ভোর,
সঁপিলাম প্রাণ মোর বিলাস সলিলে,
হায় প্রাণে নাহি সয় সেদিন ভাবিলে!

(৩৭)

উন্মুক্ত মধুপ-মন ধাইতে কমলে,
বিমোহিত হয়ে যবে প্রেম পরিমলে,
চতুর পতঙ্গ প্রায়,
মিলিতে মুহূর্তে ধায়,
হইবে যে ভস্মকায় অন্তক অনলে,
আনন্দে অস্থির হ'য়ে ভুলে না ভাবিলে!!

(৩৮)

হায় রে! ভ্রান্তির বশে হইয়া ব্যাকুল,
ভাবিলাম শশীমুখী অমেয় অতুল,

মনেতে স্মরিয়া তায়,
অর্পিলাম মন কায়,
কে জানে বিঁধিবে হায় হৃদয়েতে শূল,
জ্বলিবে পাবক তাহে করিবে আকুল।

(৩৯)

তথাপি আশ্চর্য্য এই বলিবার নয়,
নির্লজ্জ বলিয়া যদি দোষী কেহ কয়,
এখনো করিলে মনে,
হরষ বিকাশ প্রাণে,
শুনি সেই বীণা কানে প্রেম সুধাময়,
জীবন জড়িত যাহে, জাগায় হৃদয়।

(৪০)

এখনো প্রণয়-স্রোত সুন্দর হিল্লোলে,
হৃদয়ে আনন্দে বহে মধুর কল্লোলে,
মানস মরাল তায়,
সুখেতে সাঁতার দেয়,
সুধাময় শান্তি প্রায় ডুবি প্রেম জলে,
ক্ষণেক বিস্ময়ে সব আনন্দ বিহ্বলে।

(৪১)

এখনো স্মরিলে তার মধুর নিক্কণ,
বিনোদ বাসনা কোলে
আশার কুসুম দোলে,
প্রদানে পীযূষ ছলে সুখ অগণন,
যন্ত্রণা ক্ষণেক প্রায়,
অজ্ঞাতে স্তিমিত হয়,
সুখ শশী উজ্জলয় হৃদয় গগন।

(৪২)

এখনো প্রমাদ হয় ভাবিলে তাহায়,
সজোরে বক্ষের দ্বারে,
আঘাতে অস্থির করে,
জীবন নির্জ্জীব করে--মোহিত মায়ায়,

দেহ ভাব অবিরত,
ক্ষুভিত পয়োধিমত,
হইয়া ঝটিকাহত ভ্রূকুটি দেখায়।

(৪৩)

এখনো সে চিত্র ছবি স্মৃতির-মুকুরে,
শোভিত সুন্দর অতি প্রেমসহকারে,
ললিত লাবণ্য তার,
জ্যোৎস্নাময়ী সুধাসার,
তুল্যছায়া প্রতিমার রমণী আকারে,
কমনীয় কান্তি প্রভা দেব দীপ্তিহারে।

(৪৪)

মধুর মূরতি খানি সৌম্য কলেবর,
সুযত্নে ফলাতে নারে পটু চিত্রকর,
অধরে ইষৎ হাসি,
বদনে রূপের রাশি,
কপোলে গোলাপ ত্রাসি শোভার আকর,
ললাটে লাবণ্য বিভা সম সুধাকর।

(৪৫)

সরল নয়ন দুটি আকর্ণ বিস্তার,
হেরিলে কটাক্ষ তার না থাকে নিস্তার,
ঘন সূক্ষ্ম পক্ষ্ম যার,
স্বভাব কজ্জল তার,
ধিক্কারে সৌন্দর্য্য যার উপরি ধরার,
কাল তার মাঝে কত শোভা ধরে তার

(৪৬)

বিকচ কমল বটে নয়ন রঞ্জন,
কাল মেঘে পূর্ণ-শশী অতি সুশোভন,
কিন্তু সে বদন খানি,
যেন স্থির সৌদামিনী,
করয়ে চকিত প্রাণী, হৃদয় লোভন, —
বারেক দেখেচে যেবা ভুলেনি কখন।

(৪৭)

কুঞ্চিত কুন্তল দাম এলান তাহায়,
কাল কাদম্বিনী যেন পূর্ণেন্দুর গায়,
সরল রেখার প্রায়,
মধ্যে সিঁতি শোভা পায়,
পার্শ্বেতে গোলাপ চয় গর্ব্বিত শোভায়,
মতিয়া বেলের মালা বেষ্টিত মাথায়!

(৪৮)

কাল রূপে আলো করে চিকুর চিকণ,
পড়েছে ঢাকিয়া কর্ণ কপোল কেমন,
কাল মেঘে পূর্ণ শশী,
দেখ দেখ হেথা আসি,
নাহিক কলঙ্করাশি—রূপসী রতন,
ভাসিছে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বিস্তারি কিরণ।

(৪৯)

নিটোল সুন্দর শান্ত যেমন বদন,
কোমল শিরীষ নিভ বাহু সুগঠন,
সাজান ফুলের হারে,
কোকনদ দুটি করে,
পদ্মে পদ্ম শোভা ধরে দেখ না কেমন,
কোনটি দেখিতে ভাল কে কার শোভন?

(৫০)

ফেন নিভ শ্বেত বস্ত্রে তনু আবরিত,
হিমে যেন হীনপ্রভ শশী বিরাজিত,
আ মরি কেমন শোভা,
ত্রিভুবন-মনে-লোভা,
প্রকাশে মধুর বিভা আনন্দ জনিত,
উজল-লাবণ্য রাশি মানস মোহিত।

(৫১)

আধ আধ বিস্ফারিত চরণ যুগল,
ডুবিছে লড়িছে যেন বাতাসে কমল,

আবৃত বসন তায়,
যেমতি চালিত হয়,
অমনি প্রকাশ পায় সে পদযুগল,
আবার ঢাকিয়া ফেলে অম্বর চঞ্চল।

(৫২)

এমন ললনা যার হৃদয় তোষিণী,
ভাসাইতো সুধাধারে দিবস যামিনী,
মোহিত করিত মন,
নাশি দুঃখ অগণন,
করি শান্তি বিতরণ প্রেম প্রসবিনী,
সুখের সরিৎ স্রোতে ভাসাতো পরাণি!

(৫৩)

কোথা সেই প্রিয়তমা, কোথা সে হৃদয়,
হয়েছে অভাবে তার মরুভূমিময়,
নৈরাশ ঝটিকা তায়,
নিদাঘ গগন প্রায়,,
আশাতরু উত্তোলয়, উপাড়ি তাহায়,
বাসনা শুকায়ে যায় জীবন তৃষ্ণায়।

(৫৪)

তুমি, প্রিয়ে! ছিলে একা আমার সকল,
গৃহিণী, বান্ধব, সখী, জীবন-সম্বল,
কাব্যশাস্ত্র বিনোদনে
ছিলে শিষ্যা সুশোভনে!
হ'রে নিয়ে তোমা ধনে, হরিল সকল,
হায় বিধি অভাগার কি করিলি বল!

(৫৫)

শৈশব হইতে ভালবাসিতে তোমায়
শিখিয়াছি, সহচরি! দিয়াছি হৃদয়,
তুমিও হৃদয়ে রাখি,
তুষিয়াছ, সুধামুখি!

সুখে সুখী দুখে দুখী সতত সদয়—
হইতে, পবিত্রে! সদা বিশ্রাম আশ্রয়।

(৫৬)

হায় কোথা প্রণয়িনি করিলে গমন,
বাতাস বহে না যেথা না যায় নয়ন,
কোন্ অপরাধে বল,
এমন ছলনা ছল,
ভালবাসা একি হলো ত্যজিয়া পরাণ,
ভাল যে বাসিতে তার এই কি প্রমাণ?

(৫৭)

তবে যে বলিতে তুমি ত্যেজিয়া আমায়,
না পায় মনের সুখে থাকিতে কোথায়,
কি করে সে বাক্য তব,
বল মনে বুঝাইব,
জীবন নির্জ্জীব ইব, না হেরি তোমায়,
জানিলে না মম দুঃখ বুক ফেটে যায়।

(৫৮)

কোথা তব প্রেমপূর্ণ প্রফুল্ল নয়ন,
কোথা সেই বিম্বাধরে আনন্দ-বর্দ্ধন,
বিমল মধুর হাসি
প্রকাশি মুকুতারাশি,
প্রকটিতে পৌর্ণমাসী প্রেয়সি রতন,
নয়নে রয়েছে ন্যস্ত এখনো কেমন।

(৫৯)

স্নেহের পবিত্র রসে আদ্রিত তোমার
ছিল যে হৃদয়, শত গুণের আধার,
আজি কেন অকারণে,
এত দুঃখ দিয়া মনে,
বিঁধিছ বিরহ বাণে, করিছ আঁধার,
তুমি না হৃদয় শশী আধার শোভার?

(৬০)

কি ক'রে ভুলিলে প্রিয়ে সে স্নেহ বচন,
কি ক'রে ঢাকিলে প্রিয়ে স প্রিয় বদন,
কি করি সহিলে বল,
বিষম বিরহানল,
কি ক'রে সাধিলে বল, বৈরতা এমন,
এই কি তোমার হলো প্রিয় আচরণ?

(৬১)

নয়নের ছিলে মম অমৃত-দায়িনী,
গেহের সৌভাগ্য লক্ষ্মী, প্রেমে প্রণয়িনী,
সর্ব্ব সুখ ধাত্রী হয়ে,
বিতরিতে সহৃদয়ে,
আজি কেন প্রাণ হয়ে নিগ্রহ এমনি,
হয়েছ কি উন্মাদিনী ত্যেজিয়া ধরণী?

(৬২)

হায় কোথা "রাজলক্ষ্মী" করেছ পয়ান,
আর কি নাহিক হায় দেখিব বয়ান,
সেই কি রে শেষ দেখা,
যবে স· চিত্রলেখা
ধূলায় ছিলে রে মাথা, ধরায় শয়ান,
শমন যখন আসি মুদিল নয়ান?

(৬৩)

সেই কি রে শেষ দেখা তটিনীর ধারে,
যবে সৌম্য মূর্ত্তিখানি চিতার মাঝারে,
মেঘাচ্ছন্ন পূর্ণ-শশী,
প্রকাশি সৌন্দর্য্য রাশি,
চকোরের সুখ নাশি গিয়াছে আঁধারে,
অধীরে কাঁদায়ে কত এই অভাগারে?

(৬৪)

হায় রে তখনো সেই চাঁচর কেশর,
বিনালে ধরিতো শোভা যেন বিষধর,

শোভিত করিতে ছিল
সে বদন সুনির্ম্মল,
যেমন শৈবাল দল, কমল উপর,
প্রভাতি অপূর্ব্ব জ্যোতি শোভার আকর!

(৬৫)

সেই কি রে শেষ কথা শুনিছি শ্রবণে,
এইবার বুঝি নাথ বাঁচিনা জীবনে,
শুনেছি, শিখেছ ভাল,
বাঁচায়ে দেখাও ফল,
তৃষ্ণায় জীবন গেল বাঁচিনা পরাণে,
দাসীরে বাঁচাও নাথ! আজি প্রাণ দানে!!

(৬৬)

কতই প্রেয়সি তুমি হয়েছে কাতর,
তোমার মনের দুঃখ নাহি অগোচর,
মরমে যন্ত্রণা পেয়ে,
হৃদয়ে অস্থির হয়ে,
কতই কেঁদেছ প্রিয়ে, দুঃখেতে বিস্তর,
ভাসায়েছ দুনয়ন হইয়া কাতর।

(৬৭)

হইয়া ব্যাকুল অতি মোর অদশনে
দাসি মুখে সবিস্তারে,
ভাসিয়া নয়ন নীরে,
কতই আক্ষেপ করে, ধরেছ চরণে,
হায় সে বাক্যের শর,
আছে বিদ্ধ বক্ষোপর,
ভুলিব না তাহা আর ঘুচালে মরণে।

(৬৮)

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মোরে করিয়া স্মরণ
জিজ্ঞাসেছ সকাতরে মম আগমন।
প্রতি পলে যুগ যেন,
পেয়েছ যন্ত্রণা হেন,

সুধায়েছ সবে, কেন বিলম্ব এমন,
দেখা নাহি হল বলি করেছ রোদন।

(৬৯)

কিন্তু যবে তব পাশে করিয়া গমন,
সুধালেম কেন, প্রিয়ে! ভাব অলক্ষণ?
তখন ক্রন্দন ক'রে,
কাঁদাইলে অভাগারে,
সরিল না সে অধরে, একটি বচন,
দুঃখ পাব ব'লে দুঃখ করিলে গোপন।

(৭০)

কেবল "এসেছ" বলি চাহিয়া রহিলে,
বলিবে কি হ'লো বোধ নাহিক বলিলে,
কেবল কাতর প্রাণে,
যাচিলে জীবন দানে,
আবার উদাস মনে পার্শ্বেতে ফিরিলে,
আবার কি ভাবি মনে মুখেতে চাহিলে।

(৭১)

আবার শীতল জল অতি ধীরে ধীরে,
বদনে সিঞ্চন করি ভাসি দুঃখনীরে,
চিবুক যতনে ধরে,
কহিলাম সকাতরে,
কি বলিবে বল না রে—কি আছে অন্তরে,
এইত তোমার নাথ তোমার শিয়রে।

(৭২)

কেন তুমি বার বার খুঁজেছ আমায়,
দেখি তব মৌনভাব হৃদয় শুকায় ;
কহ, কান্তে! ছাড়ি ছল,
রহে না নয়নে জল,
চিত্ত শোকে টল টল, প্রাণ বিদরয়,
ছাড়, ছাড়, পরিহাস এ হেন সময়।

(৭৩)

হায় একি কাল ঘাম্ ছুটিল শরীরে,
বরফ করিল দেহ ভিতরে বাহিরে,
নাশিল দেহের তাপ,
শ্বাসেতে ছুটিল হাঁপ,
বিকল হইল সব, একে একে ক'রে,
প্রাণ বায়ু উড়ে গেল সর্ব্ব অগোচরে।

(৭৪)

মাতঙ্গ দলিত সম নব মৃণালিনী,
রহিল পড়িয়া দেহ—ছিন্ন-সৌদামিনী,
অনন্ত আস্তর পাতি,
মেঘে না পাইয়া সাথি,
বিরহে বিধুরা অতি, ধরায় শায়িনী—
ভাতিল উজলি সর্ব্ব প্রভায়, ভাবিনী।

(৭৫)

তখনো অবোধ মন না করি বিশ্বাস,
নাসাগ্রে অর্পিয়া হস্ত দেখে রে নিশ্বাস!
তখনো বুঝিতে নারি,
হৃদয় বিদীর্ণ করি
জীবনের সুখকরী আশার নিরাশ—
শমন ঘুচায়ে গেছে চির-সুখ-আশ।

(৭৬)

কাঁদিয়া উঠিল তবে যত পরিজন,
ভিতরে ফাটিল চিত ভাসিল নয়ন,
কত আর্ত্তনাদ ক'রে
ডাকিলাম সকাতরে,
তথাপি সে শোক স্বরে-নিস্পন্দ জীবন,
নাহিক লভিল সংজ্ঞা—নিশ্চেষ্ট গঠন।

(৭৭)

আহা সেই কোকনদ-লাঞ্ছিত সে কর
কালিমা করেছে যাহা রোগ ভয়ঙ্কর,

যতনে ধরিয়া করে,
ডাকিলাম উচ্চৈঃস্বরে,
ভাসিয়া নয়ননীরে হইয়া কাতর,
নাহি উপজিল জ্ঞান, স্থির, নিরুত্তর।

(৭৮)

রয়েছে সম্মুখে দেখ যত পরিজন,
কিন্তু সে কোথায় লজ্জা মুখ-আবরণ,
একি হীন বিবেচনা
করিতেছ সুনয়না,
আজি কেন লজ্জাহীনা একি আচরণ?
ঢাক ঢাক ঢাক মুখ—দাও আবরণ?

(৭৯)

শিরে করাঘাত করি হৃদয় কাটাই,
তবু কেন তব মনে কিছু দয়া নাই,
এই মম অদর্শনে,
অস্থির হইয়া প্রাণে,
বর্ষিয়াছে সুনয়নে, কিছু মনে নাই,
হায় রে চেতনা বুঝি পলায়েছে, তাই?

(৮০)

কমলনয়নি আজি কেন অকারণে,
নাথের নয়নজল না দেখ নয়নে?
দেখ না চক্ষের জল
পড়িতেছে অবিরল,
সহিতেছ এ সকল, বল না কেমনে,
তুমি ত কখন জানি থাক না এমনে!

(৮১)

হায় রে ভাঙ্গিল আজি সুখের স্বপন,
তামসিকা যবনিকা হইল পতন,
ঘোর কাল বায়ু যেন,
নৈরাশ ত্রাসিল হেন,

তথাপি দেহেতে কেন রহিল জীবন,
আরো কি সহিতে সাধ আছেরে এখন?

(৮২)

স্বপনেও নাহি জানি এত অল্পকালে
তোমারে ছাড়িতে হবে ছিল পোড়া ভালে,
হায় দগ্ধ রে হৃদয়,
ভাগ্যহীন, হতাশয়!
মাণিক্য কি কভু রয় দরিদ্রে পাইলে,
জনম কাঁদিবে যেবা—কোথা সুখ মিলে?

(৮৩)

তোমার পথের পথী হায় কবে হ'ব,
জীবন যন্ত্রণা যাবে— মিলে সুখে র'ব,
স্মরণ পুড়িবে যবে,
মানস নিস্তার পাবে,
যাতনা নাহিক হবে—ভাবনা ভুলিব,
তখন তোমারে বুঝি ভুলিতে পারিব!!

(৮৪)

নিদাঘে নীবদ ছায়া অতি সুশীতল,
তৃষ্ণায় শীতল জল অতি নিরমল,
তোমার মধুর স্বর,
তদপেক্ষা সুখকর,
জীবন সঞ্জীবকর স্নিগ্ধ সুকোমল,
আর না শুনিবে কর্ণ হইবে শীতল।

(৮৫)

আর না, যন্ত্রণা হলে,
ভাসিয়া নয়ন-জলে,
সান্ত্বনা করিবে ব'লে, নিকটে আসিবে,
বীণার ঝঙ্কার করি,
মুছাইতে দুঃখ-বারি,
প্রবোধিবে প্রাণেশ্বরী—কত ভুলাইবে!

(৮৬)

আর না, প্রমোদ কালে,
আনন্দ বিস্ফারি ভালে,
বিতরিবে স্নিগ্ধানিলে—প্রণয় বৈভব,
ভালবাসা প্রকাশিবে,
ভাল নেশা শিখাইবে,
সুখ শশী উদ্ভাসিবে—কহিবে কৈতব!

(৮৭)

আর না, অসুখ হ'লে,
দহি তুমি দুঃখানলে,
শুশ্রূষা করিবে ব'লে, নিয়ত বসিবে,
সতত নিশ্বাস ফেলে,
অধোমুখে বাষ্পাকুলে,
কতই সান্ত্বনাচ্ছলে—হৃদয় তুষিবে!

(৮৮)

প্রণয়ের পরিণাম এই কি, শোভনে!
কিছু দিন পর হয় ঝরিতে নয়নে?
ঘোর মরীচিকা প্রায়,
বিভ্রমে মানস ধায়,
শেষে দুষ্ট নিরাশায়, সংহারে জীবনে,
কাঁদায় কাতরে প্রাণ বৃথা প্রলোভনে?

(৮৯)

কোথা তব ভালবাসা এখন রহিল,
বিমল মধুর হাসি কোথা লুকাইল
কোথা সে নয়ন বল,
মম অদর্শনে জল,
ভাসাইত বক্ষঃস্থল করিয়া চঞ্চল,
আজি কেন শুকাইল সেই নেত্রে জল?

(৯০)

তোমার প্রসঙ্গ কথা বেশ মনে হয়,
বলেছিলে ভালবাসা অচল অজয়!

অধুনা কি করি মনে,
যাতনা দিতেছ প্রাণে,
এই দেখ তোমাবিনে হইয়া নিদয়
সুখ-শশী দুঃখাচলে অস্তমিত হয়।

(৯১)

হায় পূর্ণ বিস্ফারিত প্রণয় কমল,
তব প্রেম মৃণালেতে করিত উজ্জল,
কে ছিঁড়িল সে মৃণাল
কোথা হ'তে এলো কাল,
দলিল কমলদল, বিফল করিল,
মানস-সরস হায় হইল পঙ্কিল।

(৯২)

এই শেষ কথা প্রিয়ে ভুলো না আমায়,
ভাবিও প্রণয়, সদা রাখিও চিন্তায়,
দেবীর মুরতি ধ'রে
এস সৰ্ব্ব অগোচরে,
দেখাইতে হৃদয়েরে অভিন্ন হৃদয়,
স্মরণের খুলি দ্বার করো সুখোদয়।

(৯৩)

অথবা নিদ্রার বশে হয়ে অচেতন,
যখন ঢালিব দেহ করিব শয়ন,
আসিও তুষিতে প্রাণ,
এই ভিক্ষা করো দান
তবুও ক্ষণেক ত্রাণ পাবে দগ্ধ মন,
বিরহ বিগত হবে করি দরশন।

(৯৪)

ভুলনা ভুলনা প্রিয়ে এই ভিক্ষা চাই,
মরণের পরে যদি তব দেখা পাই,
মুছিয়ে মনের কালি,
হৃদয় করিব খালি,

সৰ্ব্ব দুখ যাব ভুলি, ঘুচাব বালাই,
দেখাইব প্রণয়ের কভু শেষ নাই।

(৯৫)

মনেতে সন্দেহ কেন হয় প্রণয়িনী,
তুমি বুঝি ভুলে গেছ প্রণয়-কাহিনী,
নতুবা কি করি বল
সহিছ বিরহ কাল,
কিসে শান্তচিত হ'লো কহ, বরাননি!
কি করি সহিছ তব নাথের কাঁদনি।

(৯৬)

আর প্রিয়ে কাঁদায়ো না, কর সম্ভাষণ,
বাঁচে না জীবন, তব ভাবি অলক্ষণ,
শূন্য করি এ হৃদয়,
কোথায় রহিলে, হায়!
কিসে বল ধৈর্য্য রয়, প্রবোধি কেমন,
সহে না বিরহ-জ্বালা ভাবি চন্দ্রানন।

(৯৭)

হায়! কারে সম্বোধি রে কোথা সেইজন,
হইবে আমার দুখে দুখী তার মন,
প্রাণপাখী গেছে উড়ে,
পিঞ্জর রয়েছে পড়ে,
ডাকিতেছি হায় কারে, কাতরে এমন,
হায় রে নিয়তি তোর একি বিড়ম্বন!!

(৯৮)

প্রাণের প্রেয়সি তুমি ছাড়িয়া আমায়,
গিয়াছ কালের বসে ত্যজিয়া ধরায়,
কিন্তু এ বিরল কাল,
কদিন রহিবে বল,
ভাসাবে নয়ন জল, পোড়াবে হৃদয়,
সত্বর মিলিব প্রিয়ে আসিছে সময়!!!

(৯৯)

মরিতেছ—তবু তব অচল প্রণয়,
নির্ব্বাপিত দীপ প্রায় জ্যোতি বিতরয়,
কি করি ভুলিব তায়,
সেই প্রাণ-প্রতিমায়,
হৃদয়ে জাগ্রত রয় সতত চিন্তায়,
কি দিবা কি বিভাবরী সতত পুড়ায়।

(১০০)

এই শেষ কথা প্রিয়ে! ভুলোনা আমায়,
তোমায় ছাড়িয়া চির রবনা ধরায়,
যদিন নিয়তি দায়ে,
রহিব হে ছাড়া হ'য়ে,
ভাবিও আমায়, প্রিয়ে! ভাবিব তোমায়,
নিয়তি হইলে তুষ্ট—মিলিব দোঁহায়।

**সম্পূর্ণ।**

*(লেখক পরিচিতি পাওয়া যায়নি)*

# বোউ কথাক

অথবা

# বিধবা-বিলাপ

শ্রীঅঘোরচন্দ্র দাস ঘোষ দ্বারা

বিরচিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা

বৃন্দাবন বসাকের লেন ১৯ নম্বর
জ্ঞানোল্লাস যন্ত্রে
শ্রীকালাচাঁদ দাস দ্বারা মূদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

প্রতি সংখ্যা মূল্য অৰ্দ্ধ আনা।

# বোউ কথাক

সরস বসন্ত ঋতু আইল ধরায়।
পিকবর পাপিয়ায় বোসে গান গায়।
কোথা হোতে এলো দেখ বোউ কথাক
বোউ কথাক ডাকে বোউ কথাক॥

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।
বোউ কথাক বোউ কথাক।
বসন্তে কি সয় বিরহ বোউ কথাক বোউ কথাক।
ধাঁ কিটি ধেন্না ধিনি কিটি ধাঁ. তেনা কিটি তেন্না
ধাঁ কিটি তাঁ. পোহালো রজনী চাহিয়ে দেখনা
করনা ছলনা বোউ কথাক॥
বোউ কথাক! বোউ কথাক! বোউ কথাক।

বিধবা বিরহিণীর বিলাপ।

(১)

ষোড়শী যুবতী এক বিধবা রমণী।
জাগিয়া পোহায় রাতি পতি বিরহিণী॥
শুনিয়া পাখির রব হয়ে রয় থ।
বোউ কথাক ডাকে বোউ কথাক॥

(২)

বলে, হায়রে বিধাতঃ তালে এই লিখেছি।
পোড়া দেশে দুঃখিনীরে কেন পাঠাইলে॥
আঁখিনীরে হৃদিপরে হয়ে গেল দ।
শুনে, বোউ কথাক ডাকে বোউ কথাক॥

(৩)

বিধবা বিবাহ রীতি নাহিক হেথায়।
সহমরণ উঠে গেছে কি করি উপায়॥
জ্বলিতে না হোত আর প্রবেশিলে স।
বোউ কথাক ডাকে বোউ কথাক॥

(৪)

হায়রে দারুণ বিধি অবলা বধিতে।
সৃজিয়াছ পাখি কাটা ঘায়ে নুন দিতে॥
ঘরে আছে স্বামী পোষা বোউ কথাক
বোউ কথাক ডাকে বোউ কথাক॥

(৫)

হেনকালে দেখ মজা হইল কেমন।
পিঞ্জর হইতে পাখি ডাকিছে তখন॥
গাতোল গাতোল বলে বোউ কথাক।
বোউ কথাক ডাকে বোউ কথাক॥

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

গা তোল গো ঠাকুরাণী হলো নিশি অবসান।
কুমুদী মুদিত হলো। শশি গেল নিজ স্থান॥
প্রফুল্লিত কমলিনী. সমুদিত দিনমণি।
মধুকরে করে ধ্বনি. পিকবরে করে গান॥

বিরহিণীর খেদোক্তি।

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

উঠিব কি প্রাণ পাখি যে দুঃখে পোহাই রজনী।
সারানিশি তারা গণি হারা হোয়ে গুণমণি॥
আমি নবীনা যুবতী. শর হানে রতিপতি.
কে নিবারে বিনা পতি. কিসে ধৈর্য্য হয় রমণী।
কুটীরে তাব পোষা পাখি. তোমার বা কি জান্তে বাকি.
এখন ভেবে দেখ দেখি কেমন আছ রে আপনি॥

পয়ার।

এতবলি উঠে রামা মরমে মরিয়া।
হরি বলি করাঘাত কপালে করিয়া॥
প্রাতঃক্রিয়া আদি সব করি সমাপন।
মৌনভাবে ভাবে বসি স্বামির চরণ॥
বলে, হা নাথ কোথায় গেলে কোরে অনাথিনী।
হায় কেন না করিলে আমায় সঙ্গিনী॥

কোথায় রাখিয়া গেলে কে আছে আমার।
কে আছে আমার নাথ কি আছে আমার
সবে মাত্র ধন তুমি দুঃখিনীর প্রাণ।
প্রাণ বিনা ওহে প্রাণ রহে কি সে প্রাণ॥
একুল ওকুল মম রহিবে কেমনে।
তাই ভাবি ভেসে যাবে অকুল তুফানে॥
আমি হে রমণী মীন বারি ছিলে তুমি।
বারি ছাড়া হইয়ে কেমনে রব আমি॥
তুমি তরু আমি লতা ছিলাম যেমন।
তোমা বিনে এবে নাথ ধুলাতে শয়ন॥
তুমি দেহ আমি ছায়া কায়া মাত্র ভেদ।
ছায়ার কি গতি বল দেহ হলে ছেদ॥
তুমি হে নয়ন ছিলে আমি তব মন।
নয়ন বিহনে মন কি করে এখন॥
হেনকালে ডেকে ওঠে বোউ কথাক।
বোউ কথাক ডাকে বোউ কথাক॥
কে যেন মারিল হৃদে চটাস্ চাপড়।
মশার কামড় কিবা ডাঁসের কামড়॥
অমনি পড়িল মনে আজি একাদশী।
শনের উপরে যেন প্রহারিল অসী॥
গগণ মাঝারে ভানু এসেছে তখন।
হইতেছে বিরহিণী ক্ষুধার দহন॥
আহা মরে যাই আমি লইয়া বালাই।
বিধবা বিবাহ বাদি-মুখে দেহ ছাই॥
একে শোকে জ্বর জ্বর দুঃখানিলে জ্বলে।
রহিত রমণী তাহে দেখ অন্নজলে॥
কোমল শরীরে এত সয় কি যাতনা।
অবলা সরলা তাহে নবীনা নলনা॥
অঞ্চল পাতিয়া ভূমে করিল শয়ন।
ক্ষুধায় হইবে কেন নিদ্রা আকর্ষণ॥

ছট ফট করি পুনঃ উঠিল বসিয়া।
নয়ন নীরদ নীরে আসিল ভরিয়া॥
ঝর ঝর ঝরে বারি হৃদয় ভূতলে।
সে কি নিবারণ হয় শুধু করতলে॥
অঞ্চল তিতিয়া গেল আঁখি নীর ধারে।
স্বামী বিনা শান্ত করে বল কেবা তারে॥
দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হয়।
অস্তাচলে চলে ভানু এ হেন সময়॥
শর হেন ডেকে ওঠে বোউ কথাক।
বোউ কথাক ডাকে বোউ কথাক॥
হেনকালে উপনীত সুচিত্রা রূপসী।
নবম বর্ষীয়া কন্যা শরতের শশী॥
চাঁদেতে বরং আছে কলঙ্ক নিশানা।
সে মুখ শশির শশী করে উপাসনা॥
আর আর অঙ্গের আমি কি দিব তুলনা।
সে তুলনা কথা কেহ তুলনা তুলনা॥
পুষ্পশয্যা দিনে হইয়াছে সর্ব্বনাশ।
বিধবা বিরহ রাহু করিয়াছে গ্রাস॥
অবলা সরলা নাহি দুঃখ সুখ জ্ঞান।
মরি মরি তার দুঃখে ফেটে যায় প্রাণ॥
হারে দেশাচার তোর পেটে এত গুণ।
এহেন সুবর্ণে তুই ধরাইলি ঘুণ॥
তোরেই মানিনু সাক্ষী তুই বল দেখি।
দুই কুল বাজাইতে পারে কভু সে কি॥
মিছরির ছুরি তুমি ওরে দেশাচার।
এমনি করিয়া তুমি ডুবাও সংসার॥
পুনঃ বিভা দিলে কিরে না হয় সন্তান।
গোপনে হইলে বুঝি বাড়িবেক মান॥
ধন্য ধন্য ধন্য তোরে বলিহারি যাই।
হাড় ছাড় নিজমূর্ত্তি শিবের দোহাই॥

নতুবা জ্বালাবে ওরে বোউ কথাক।
বোউ কথাক ডাকে বোউ কথাক॥
তখন মনেতে কিবা হইবে তোমার।
উথলিবে কিরে তব সুখ পারাবার॥
দেখ দেখি বিরহিণী কত দুঃখ পায়।
স্বামী শোকে জ্বর জ্বর উপবাস তায়॥
সুচিত্রা তখন তারে মৃদুভাষে ভাসে।
নিরখিয়া বিরহিণী আঁখি নীরে ভাসে॥
তাহাতে ডাকিছে ঐ বোউ কথাক।
বোউ কথাক ডাকে বোউ কথাক

সুচিত্রার উক্তি।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

কি মনে অধোবদনে।
ধরাসন কোরেছ আসন হাসি নাইকো চন্দ্রাননে॥
নয়ন নিরখি যেন নবঘন, অনুভাবে বুঝি হবে বরিষণ,
হলো২ যেন হয় হেন মন, হৃদাকাশে হেরি চাতকীগণে।
করে নিরখি খেলিছে পবন ধূলাতে ধূসরা করি নিরীক্ষণ,
মন করি, কেন দুঃখ বারি, এত হলো ধরায় বরিষণে॥

আগো দিদি কেন আজি বিরস বদনে।
মৌনভাবে দেখি বসি আছ নিরাশনে॥
চাঁদমুখে হাসি নাই কিসের কারণ।
নখরে করিছ বসি ক্ষিতি বিদারণ॥
টস্‌টসে ঠোঁট দুটি টেসমারা দেখি।
ছল ছল দুটি আঁখি একি গো নিরখি॥
শুকায়েছে আঁতখানি মাজাখানি ক্ষীণ।
সাদা ঠোঁটখানি পরা তাহাও মলিন॥
এলাইত কেশ গুলি নাহি তার বেশ।
আহা মরি মরি দিদি কেনগো এ বেশ॥
ভাব হেরে অনুভাবে ভাবিতেছি মনে।
সারাদিন বুঝি আজি আছ অনশনে॥

কিম্বা কে কি বলিয়াছে বলগো আমারে।
বিষাদে বিদরে বুক নিরখি তোমারে॥

## বিরহিণীর উক্তি।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

বোলবো কি আর দুঃখের কথা।
মনাগুণে মরছি পুড়ে কারে বোলবো মর্ম্ম ব্যথা॥
একে সখী এই দারুণ বসন্ত, রতিপতি শরে হলো প্রাণ
আজ বিনে প্রাণকান্ত, কে করিবে শান্ত, জ্বলন্ত অনলে আজ যথা॥

তরুণ অরুণোদয়ে বলগো সজনী।
সে তাপে তাপিত কভু হয় কি ধরণী॥
ক্রমে ক্রমে রশ্মি যত তেজস্বিনী হয়।
ততোধিক তাপে তনু তখন তাতয়॥
তাই বলি আলো বোন এবেকি জানিবে।
তরুণ বয়সে টের কি আর পাইবে॥
বিধবা অরুণ তব হৃদয় আকাশে।
হয়েছে উদয় এবে আছে অপ্রকাশে॥
ক্রমে ক্রমে যত তব বয়ঃবৃদ্ধি হবে।
দারুণ তপন তাপে তখন তাতিবে॥
নবমে আছহ কিবা জান দুঃখ সুখ।
নবগ্রহ ঘুরিতেছে দিইবারে দুঃখ॥
দশমে পড়িলে বোন দশাবস্থা হবে।
প্রেম অঙ্কুর অঙ্কুরিত হইবেক যবে॥
একাদশ হোতে একাদশীর পীড়ন।
দিই দগ্ধ নিরন্তর করে জ্বালাতন॥
দ্বাদশে দুপর বাজে টন্‌টন্ কোরে।
দুপুরে ডাকাতি যেন দেশাচার করে॥
বিধবা রবির রশ্মি ঐ তেজস্বিনী।
পোড়াযে ঝোড়ায়ে সারে বিধবা রমণী॥

"মার্ত্তণ্ড ময়ুক মালা মৃত্যুর কিঙ্করী।
মায়াবিনী মরিচীকা যার সহচরী॥"
একেতোলো দেশাচারে জ্বর জ্বর কায়।
স্মরশর তার সখী তাহাতে পোড়ায়॥
বসন্তে কন্দর্পবাণে গুমরি গুমরি।
তৃষিতা হরিণী যেন হেন জ্বলে মরি॥
দুদিন না যেতে তব বিবাহের দিন।
খোলা গেছে দেখ তব আয়ত্তের চিন॥
কোড়ুই রাঁড়ির দুঃখ কি আর শুনিবে।
বয়স হইলে বোন ক্রমে টের পাবে॥
হেনকালে ডেকে ওঠে বোউ কথাক।
বোউ কথাক ডাকে বোউ কথাক॥

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

জ্বালালে ঐ বোউ কথাক।
থেকে২ উঠছে ডেকে বোউ কথাক বোউ কথাক।
গৃহস্থের বোউ আমি বিরহিণী, একেতো শাশুড়ী ননদী বাঘিনী, তাহে স্মর শরে আকুল পরাণী, এ আবার কি করে বোউ কথাক।
বারণ করি পাখি ডেকনারে আর, তোমার রবে প্রাণ বাঁচেনা আমার, দুরন্ত বসন্ত, হইল প্রাণান্ত, কান্ত বিনে ক্ষান্ত হয় কিসে।

**সম্পূর্ণ।**

*(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)*

# কেশব বিয়োগ

(স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পরলোক প্রাপ্তি উপলক্ষে)

শ্রী রাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।

কলিকাতা,

৩৭নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট

বীনাযন্ত্রে শ্রী শরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে

শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

# স্বর্গে

শ্মশানের হৃদয় উপরি
শত শত হৃদয় হইতে
আকাশের হৃদয় ভেদিয়া
'হরিধ্বনি' উঠিল বাতাসে,
শূন্যে শূন্যে গড়ায়ে ঠেকিল
পুণ্যধাম ত্রিদিব দুয়ারে।
অমনি হেমদ্বার খুলিল মহারবে,
ফুটিল জ্যোতিরেখা, ছুটিল দূর নভে।
আঁধার নভতল ;
আলোকে ঝলমল ,
দাঁড়ায়ে দেবদল চাহিয়া দেখে সবে।
দেখিল, নভপর
কে এক যোগিবর
সমীরে করি, ভর, উঠিছে যোগবলে :
যখন করতালি ;
চরণ নাচে খালি,
আপন পর ভুলি বদনে হরি বলে।
হরির নামাবলি শোভিছে কুলেবরে,
হরির গুণগানে বাজিছে বীণা করে।
হরির নাম সুধা করিয়া সুখে পান,
নয়ন যুগ মুদি, ভাবেতে ভোর প্রাণ।
কিরণ রূপ ধরা
কিবন বাস-পরা,
কিরণময় মুখ কিরণ রাশি ঢালে :
কিরণময় নভ,
কিরণময় সব,
হইল তাঁর সেই কিরণ কর-জালে।

শশী ও তারারাজি
সে করে আরো সাজি,
প্রণতি করে তাঁরে আকাশে লুটি লুটি ;
আঁধার ভেদ কোরে :
সুদূরে বহু দূরে
ফুটিয়া কর রেখা চলিল ছুটি ছুটি :
জাত শেষ ভাগে
অমনি ওঠে জেগে
অপর জগতের তারকা কোটি কোটি ;
উজল কর ছুটা
ছুটিল করি' ঘটা
সুদূর জগতের সীমাতে ফুটি ফুটি।
সে সব জগবাসী
হেরি. সে কর রাশি.
পুলকে মেকিয়া চাহিল যোগী পানে.
অমনি যোগিবর
করিয়া হরিধ্বনি.
বিজলী বেগে ছোটে : ধরিল বিশ্ব কোটি ;
মধুর 'হরিনাম'
পশিল স্বর্গধাম :
হরির প্রাণ সম চৈতন্য এস ছুটি'।
ত্রিদিব দ্বার দেশে
কে এক যোগী এসে.
গাহি'ছে 'হরিনাম' চৈতন্য নিরখিল :
অমনি ভার ভোরে
নাচিয়া ঘূরে ঘূরে.
বলিয়া 'হরি হরি' যোগীরে কোল দিল।
হরষে সুরকুল
বরষে ফোটা ফুল.
সঘনে 'হরিবোল' বদনে সবে বলে ;
অমর কোটি কোটি
কখন পড়ে লুটি'

কখন নাচে উঠি, ত্রিদিব দ্বার তলে।
চৈতন্য যোগী সনে
বকতি ভরা মনে
তুলিয়া দুটি বাহু, গাহিল 'জয় হরি'!
অমনি আঁখি দিয়া
পড়ল গড়াইয়া
প্রেমের বারি-ধারা হৃদয়ে ঝর ঝরি।
চৈতন্য প্রেমভরে যোগীর কর ধরে
নাচিয়া ধীরে ধীরে পশিল দ্বার মাঝে ;
ধাইয়া মুণিগণ আইল জনে জন,
কনক করতাল, কনক খোল বাজে।
হরির গুণ গানে সকলে ভোর প্রাণে
আগত যোগিরাজে ঘেরিয়া নেচে চলে ;
অসুত সুরবালা অসুত ফুলমালা,
বলিয়া 'জয় হরি' পরায় যোগিগণে,
শুনিয়া হরিনাম হরষ সুরধুনী
উজানে ধেয়ে এসে, লহরী তুলে নাচে ;
মধুর হরিনাম পাখীরা কানে শুনি,
গাহিল হরিনাম বসিয়া গাছে গাছে,
হরির দাসগণ আইল কোটি জন,
আইল পুনকোটি, আবার বহু কোটি ;
ভরিল দেব-দেশ, পুলক একশেষ,
সঘন 'হরিবোলে' ত্রিদিব গেল ফাটি।
পশিয়া পুরী মাঝ হেরিল যোগীরাজ—
পাবিত হরিনাম লিখিত সব ঠাঁই ;
উড়িছে ধ্বজরাজি হরির নামে সাজি,
শ্রী হরি নাম ছাড়া কোথাও কিছু নাই।
দেয়ালে হরিনাম কপাটে হরিনাম,
কনকে সারি সারি লিখিত হেথা সেথা ;
লিখিত হরিনাম পড়িছে জনে জনে,
ঢালিছে সুধাধারা শ্রীহরি নাম কথা।

হেরিল যোগিবর বিশাল কলেবর
ভবন মনোহর অদূরে শোভা পায় ;
আপনি শোভা আসি ভবনে আছে বসি,
অসূত রবি শশী লুটিছে তার পায়,
চাঁদের হরিনাম ভবন গায়ে লেখা
পলকে কোটি কোটি বিজলী-বালা-রেখা
লিখিছে 'হরিনাম' ভবন চারিধারে ;
অতুল মহাশোভা খেলিছে তারে তারে।
প্রফুল পারিজাত ভবনে ছড়াছড়ি,
মৃদুল সমীরনে সুরভি পড়ে উড়ি।
নারদ আধি ঋষি বসিয়া চারি দিশি ;
অমর সারি সারি, সুতানে গান গায়;
হরির নাম গানে ভকতি ভরা প্রাণে
কি এক প্রেম সুধা বাঁটিয়া সবে খায়।

উজল সহাসনে ত্রিলোকপতি হরি
ছিলেন ধ্যানে বসি' আসন টলি উঠে ;
চাহিয়া দ্বারপানে উথলে স্নেহ প্রাণে ;
পসারি কোটি বাহু, আইলা নিজে ছুটে।
"কেশব! আয় আয়", বলিয়া নিলা পেলে,
বসিল যোগিবর হরির বাম কোলে :
"চৈতন্য! আয় আয়", চৈতন্য ধেয়ে যায়,
বসিল ডান কোলে ; দুজনে হরি বলে।
"চৈতন্য মহাযোগী কেশব মহাযোগী ;
উভয়ে হরিদাস, হরির প্রিয় ছেলে"
বলিলা নিজে হরি, সকলে বলে 'হরি'
ভরিল সুরপুরী মধুর হরিবোলে।

**সম্পূর্ণ।**

# পরিশিষ্ট

## কেশবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

*(উদ্বোধন হইতে উদ্ধৃত)*

বিগত ২৫ পৌষ মঙ্গলবার বেলা ১০ ঘটিকার সময় নির্দয় কাল কেশববাবুর আত্মীয় স্বজনকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ভারতমাতাকে কাঁদাইয়া, তাঁহার ক্রোড় হইতে তাহার প্রিয় পুত্রকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

মৃত্যুর দিন প্রাতে ৫টার সময় হইতে কেশববাবুর নাড়ী লোপ হয়, তারপর পাঁচঘন্টা তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার জামাতা কুচ বেহারের মহারাজা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাব চতুস্পার্শ্বে তাঁহার বহু সংখ্যক শিষ্যবর্গ ও আত্মীয়গণ এবং তাঁহার শিক্ষক বেভারেগু ডল উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যু সময় একজন ব্রাহ্ম যথারীতি প্রার্থনা ভবনে রক্ষিত হইয়াছিল ; এই সময় বহু সংখ্যক দেশীয় বিদেশীয় লোক তাঁহাকে একবার শেষ দেখা দেখিয়াছিল। বহু সংখ্যক স্ত্রীলোকের রোদন ধ্বনিতে দর্শকদিগের মন প্রাণ আকুল হইয়াছিল। এই সময় বোর্ন এবং সেফার্ড নামে দুই জন ফটোগ্রাফার তাঁহার মৃতদেহের প্রতিমূর্ত্তি তুলিয়া লইয়াছিল। অপরাহ্লে প্রায় ৪ ঘটিকার সময় চন্দন কাষ্ঠের খট্টাঙ্গে কেশববাবুর দেহ কয়েকজন শিষ্য নিমতলার ঘাটে লইয়া গিয়াছিলেন। এই সময়কার দৃশ্য আমরা বহুদিন ভুলিতে পারিব না, কখন পারিব কিনা সন্দেহ। রাস্তার দুইধারে অসংখ্য লোক বিষণ্নমুখে হায়! হায়! করিতে করিতে চলিয়াছিল ; অনেকে মধ্যে মধ্যে ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল ; মধ্যে মধ্যে "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হবে" ধ্বনি হইতেছিল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সম্মুখে মৃতদেহ দুই-তিন মুহূর্ত্ত রাখা হইয়াছিল; এই সময়ে এরূপ উচ্চৈঃস্বরে রোদনধ্বনি উঠিয়াছিল, যে নিতান্ত পাষাণ হৃদয় লোক ভিন্ন উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রকেই কাঁদিতে হইয়াছিল। আমরাও কিছুতেই রোদন সম্বরন করিতে পারি নাই। কেশব আমাদের ভাই খুড়া ছিলেন না, অথচ লোকে ভ্রাতার শোকে যেমন কাঁদে, আমরা আকুল হইয়া তাঁহার জন্য তেমনিই কাঁদিয়াছি; তিনি আপনার গুণে আমাদের এমনি প্রিয়তম আত্মীয় হইয়াছিলেন। নিমতলার ঘাটে যখন তাঁহার শবদেহ রক্ষিত হইয়াছিল। তখন কাহার সাধ্য বলিত যে সে স্থান শ্মশানভূমি ? সেখানে এত ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন, যে অন্যান্য মৃতদেহ দাহ করিবার স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন হইয়াছিল। অনেকগুলি খ্যাতনামা ইংরাজ আসিয়া এই সময় টুপী খুলিয়া মৃত-ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্তূপাকার চন্দনকাষ্ঠে প্রায় এক মন ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া

মৃতদেহের সৎকার করা হইল। দেখিতে দেখিতে পাঁচে পঞ্চ মিশাইয়া গেল। যে ভষ্মাবশেষ ছিল। তাহা কমল কুটীরের নিকটবর্তী নূতন সমাজ মন্দিরে রক্ষিত হইবে শুনা যাইতেছে।

## কেশব সম্বন্ধে সাধারণের মনোভাব ও মত ইত্যাদি।

### (Indian Mirror)

In truth and without exaggerate on, we are surrounded on all sides by the triumphs of his lofty intellect and pure, loving soul, we leave to other hands the labor of love to record the touching and instructive history of a man, who, by the common consent of the European and native races, was the foremost Hindu of Modern times It will be our task on the present occasion to pass under hasty review the moral and intellectual qualities, by which he acquired that immense influence, over the minds of men an influence that in many cases acted with the irresistible power of a spell It may be that we may be charged with partiality in our estimate of the value of his life's work, but while the echoes of his calm, earnest voice, are still ringing in our ears, and while the soft, Solemn look of his eyes is still upon us, we feel that the duty we have undertaken, though beyond our strength, must yet be done

****

In his case, it should be borne in mind that he came forward not with a complete revelation to declare to the world, but with a mission to set forth the ancient religion of his Argah fathers, as it was professed and acted up to in prehistoric days His work was necessarily of a progressive character Though he had reached down to the basis of ancient, Hinduism It was necessary for his to seek for truths that still lay hidden among its ruins In the secret searchings of his soul, the idea had struck him that a universal religion, moulded out of a modification and adaptation of prevailing creeds; might be the most suitable from for all races of mankind to worship and serve the one, Universal, and Eternal God. It was this idea, in truth a grand and subtense idea, he unceasingly sought by prayer, and by exhortation in speech and in writing to develop in the New Dispensation His Harge heart and broad mind had embraced the spiritual wants of all humanity; and though he labored in the

east, his labors were carried on with a direct eye to an equal benefit for the west His pure motives and his high aims were appreciated and sympathised with in countries in Europe and America Where India had before been merely a geographical idea, and where the Hindu race and religion had been regarded as parts of a dead and buried history. It was left to Keshub to bring into close contact with the western mind a Hindu race and religion reviving after long ages of torpor and neglect into a new life, fresh with the freshness and strong with the strength of undying youth But in India, itself, his success in awakening the national mind to the necessity of earnestly searching after religious truth and to the hallowing influence of religion has been marvellous

**(Bombay Chronicle)**

His ability, Zeal, and enthusiasm, as the preacher and advocate of the creed and sect of which he was the expounder and leader Were of that high order which to earnest reformers all over the world have always stood in good stead for securing converts and adherents. His career, as a religious preacher of monotheistic doctrines, and an advocate of cosmopolitan social institutions and usages, has been certainly very remarkable In the sort of work undertaken and vigorously prosecuted by him, the deceased keshub had few equals in his time in India

**(Subodh Patrika, Bombay)**

We need not enlarge upon the later doings of the remarkable man whose loss we all rightly deplore They are known to many. He lived though the latter portion of his life almost like a hermit, but for all that his eloquence was as it were ever on the using and his annual Town Hall addresses — which alas! We shall hear no more - served Calcutta as an intellectual treat It must be mentioned that an the address he delivered in the year 1879, Lord Hyllon then Viceroy of India, and lady Lython, were present, and at the conclusion of the Babu's speech, expressed great admiration for his impressive eloquence. If the Brahmo Somaj of India finds itself deprived of the leader who was born with all qualities essential in a religious preacher, the country has lost the one who lived his life almost as "the articulate voice" of its religious need In deploring the loss the country has sustained What need we say more than that it is such men that contribute to a nation's greatness. Let us all express a fervent hope that God may yet raise amongst us leaders

# কবি পরিচিতি

**রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪)** ঃ ১৮৪৯ সালের ২১শে অক্টোবর বর্ধমানের অন্তর্গত সাহানা রামচন্দ্রপুর গ্রামে এক তিলি পরিবারে জন্ম। অতি শৈশবে ১১ মাসে বয়সে মাতৃহীন হয়ে কলকাতায় পিতার নিকট আনীত হন। সেখানে এক রমণীর দ্বারা প্রতিপালিত হন। তাঁহাকে তিনি জননীবৎ দেখিতেন। ১২ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। কলকাতার ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন এ ভর্তি হন। 'প্রভাকর' পত্রিকা পাঠে তাঁর কাব্যানুরাগ জন্মে। অল্পবয়সে গুপ্তি কবিকে দর্শন এবং প্রভাকরে কবিতাদি প্রকাশ করেন। তিনি অনর্গল লিখতে পারতেন এবং সেকালে আর্যদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় সেসকল প্রকাশিত হয়েছিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির 'বিদ্বজ্জন সমাগমে' একবার উপস্থিতও হয়েছিলেন। প্রথমে তিনি একটি ছাপাখানায় চাকুরী নেন। এই সময়ে স্কুল পাঠ্যগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেও তাতে উপকৃত হননি। অতঃপর তিনি 'অ্যালবার্ট প্রেসে' র তত্ত্ববিধায়কের ভার নেন। এতে অনর্গল গ্রন্থ প্রকাশে সুবিধা হয়েছিল। তাঁর 'অবসর সর্বোজনী' পাঠক সমাজে আদৃত হলে তিনি তাঁর প্রথম নাটক 'অনলে বিজলী' রচনা করেন এবং সেটি মঞ্চস্থ হয় 'বঙ্গরঙ্গভূমি' তে। এই নাট্যালয়ের জন্য তাঁর রচিত নাটকাদির সমাদর না হওয়ায় তিনি 'ঘোড়ার ডিম' প্রভৃতি রহস্যগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি 'বীণা', 'সমাজদর্শন', 'গল্পকল্পতরু' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বীণা রচনাকালে তিনি বিবাহ করেন এবং কালে রজনী রঞ্জন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি নানা বিষয়ে অভিনয়ও করেছিলেন, মুকাভিনয়ও ভালো করতেন। তিনি কারুর নিষেধ না শুনে 'বীণারঙ্গভূমি' স্থাপন করেন। সাধারণ থিয়েটারসমূহের কুরুচি দূর করবার চেষ্টা করেন। বারাঙ্গনা দ্বারা তাঁর থিয়েটার চলত না বলে অনেকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়েছিল। তাঁর নাট্যালয়ে অনেকগুলি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে। তবে শেষ পর্যন্ত ঋণগ্রস্থ হয়ে তিনি থিয়েটারটি বন্ধ করে দেন এবং বিলাত ফেরৎ উপেন্দ্রনাথ দাসকে তা বিক্রি করে দেন। কিন্তু ছয় মাস পরে উপেন্দ্রনাথ সেটি আবার রাজকৃষ্ণ বাবুকে বিক্রি করে দেন। এবার অভিনেত্রী নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করার ফলে অনেকে বিশেষ চটে গেল। কিন্তু রাজকৃষ্ণ এতেও কোন আর্থিক সুবিধা করতে পারলেন না। তিনি ঋণের দায়ে সর্বস্বান্ত হলেন। এইভাবে জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তিনি ১৮৯৪ সালের ১১ই মার্চ (২৮শে ফাল্গুন, ১৩০) প্রাণত্যাগ করেন।

সূত্র 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'

# বন্ধু বিয়োগ

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত। (১৮৩৮-১৮৯৪)

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারো ঽয়মতীব বিচিত্রঃ।"

শঙ্করাচার্য্য।

নূতন বাংলা যন্ত্র
কলিকাতা
মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯।
সন ১২৭৭।

(১২৬৬ সালে রচিত)

শ্রীশারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# উৎসর্গপত্র

মাননীয় মিত্র --

শ্রীযুক্ত সূর্য্য কুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের করকমলে উপহার স্বরূপ এই কাব্য প্রীতিপূর্ব্বক সমর্পণ করিলাম।

# বন্ধু বিয়োগ

## প্রথম সর্গ

"Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed eaves of ocean bear
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness on the desert air"

গ্রে

কোথা প্রিয় পূর্ণচন্দ্র কৈলাস বিজয়;
ভোলা মন, খোলা প্রাণ, মিত্র সহৃদয়!
কেটেছে শৈশব কাল তোমাদের সনে;
সরল হৃদয়ে, সুখে, প্রফুল্ল বদনে!
না ভাবিতে ভিন্ন ভাব, না জানিতে ছল;
কহিতে মনের কথা খুলিয়ে সকল!
এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক মন প্রাণ,
একের কথায় কেহ না করিতে আণ।
একের সম্পদ যেন সবার সম্পদ,
একের বিপদে বোধ সবার বিপদ।
মনের দেহের বল সকলের সম;
আমরা ছিনু না প্রায় কেহ বেশি কম।
কেহ যদি কোনখানে পাইত আঘাত,
সকলের শিরে যেন হত বজ্রপাত।
তৎক্ষণাৎ উঠিতেম প্রতীকার তরে,
পড়িতেম বিপক্ষের ঘাড়ের উপরে।
কেহ দিলে কাহাকেও খামকা যাতনা;
সবে মিলে করিতেম তাহাকে লাঞ্ছনা।
স্নানের সময় পড়িতেম গঙ্গাজলে;
সাঁতার দিতেম মিলে একত্রে সকলে।

তূলার বস্তার মত উঠিতেছে ঢেউ,
ঝাঁপাতেছে, লাফাতেছে, গড়াতেছে কেউ।
আহ্লাদের সীমা নাই, হো হো করে হাসি,
নাকে মুখে জল ঢুকে চক্ষু বুজে কাসি।
তবু কি নিবৃতি আছে, ধুম বাড়ে আরো;
ডুবাডুবি লুকাচুরি খেল যত পার।
দিবসের পরিণামে ভাগীরথী তীরে,
ক জনেতে বেড়াতেম পদচারে ফিরে।
ঝুর ঝুর সুমধুর শীতল সমীর—
হিল্লোলে জড়ায়ে যেত অন্তর শরীর।
অস্তাচলে যাইতেন দেব দিবাকর,
হেরিতেম পশ্চিমের শোভা মনোহর।
জাহ্নবী তরঙ্গ রঙ্গে তরী বেয়ে বেয়ে
নাবিকেরা দাঁড় টানে গান গেয়ে গেয়ে।
চিনের বাদাম কিনে মাঝখানে ধোরে,
খেতেম সকলে মিলে কাড়াকাড়ি কোরে।
হেসে খেলে কোথা দিয়ে কেটে যেত দিন,
সে দিন কি দিন, হায় এ দিন কি দিন!
পূর্ণচন্দ্র! ছিলে তুমি পূর্ণ দয়া গুণে;
কেঁদে ভেসে যেতে ভাই পর দুখ শুনে।
তাদৃশ ছিল না কিছু সঙ্গতি তোমার;
কোরে গেছ তবু বহু পর উপকার।
সেই দিন, চিরদিন রয়েছে স্মরণ,
যে দিনেতে নেয়ে এলে উলঙ্গ মতন।
নটার সময় তুমি করিতেছ স্নান,
সে দিন হয়েছে গাঙে বেতর তুফান;
ঝড়ের ঝাপটে এক নৌকা ডুবে গেল,
এক জন ডুবে ডুবে তীরে বেঁচে এল।
জল থেকে উঠিবার কি হবে উপায়;
বস্ত্র নাই, কিন্তু কার কাছে গিয়ে চায়!

থর থর কাঁপিতেছে শীতেতে শরীর,
দর দর বহিতেছে দুই চক্ষে নীর।
দুর্দ্দশা দেখিয়ে কেঁদে উঠিল পরান,
পরিধান বস্ত্র তার করে করি দান;
ছেঁড়া গামছাখানি খুলে আপনি পরিয়ে,
হাসিতে হাসিতে এলে বাটীতে চলিয়ে।
আব্‌রুর প্রতি ছিল বিলক্ষণ বোধ,
গ্রাহ্য কর নাই তবু তার অনুরোধ।
সেই দিন চিরদিন রয়েছে স্মরণ;
যে দিনেতে নেয়ে এলে উলঙ্গ মতন!
বিজয়! তোমার ছিল অপূর্ব্ব নম্রতা;
শ্রবণ জড়াত শুনে সে মুখের কথা।
যার ঘরে গেছে, "কুইনের মাথা কাটা,"
সেই যেন হয়ে আছে গর্ব্বে ফুটিফাটা।
মিটিঙে বসিলে এসে আর কেবা পায়,
যেন উঠে বসিলেন ইন্দ্রের মাথায়।
ঠেলিয়ে উঠেছে বুক আকাশের দিকে,
ঘাড় গেছে ঠিক যেন পক্ষাঘাতে বেঁকে।
চড়িয়ে বসেছে গেড়ে মাথার উপর
ঘোড়ার বায়ুর গন্ধ ওড়ে ভর ভর।
রুমাল নাকেতে দিয়ে রসের ছোকরা,
বারান্দার পানে চেয়ে করেন ন্যাকরা।
'সুখের পায়রা বসি পাপোশের কাছে,
কত ক্ষণে হাই ওঠে, তুড়ি ধোরে আছে।
মরে যাই বাবুজীর লইয়ে বালাই,
এমন সরেস শোভা আর দেখি নাই!'
ধনে মানে রূপে গুণে তোমার সমান,
আজো আছে অল্প যুবা বঙ্গে বর্ত্তমান।
তথাপি বিনয় ফুল তরেতে নমিয়ে,
লতার মতন ছিলে মাটিতে মিশিয়ে।

বিনয়ের অতিশয় দেখিয়ে সম্মান,
অহঙ্কার কখন বিনয় হতে চান।
এ বিনয় অন্তরের সে বিনয় নয়,
উপাদানে ছিল তব বিনয় নিশ্চয়।
আহা সেই মুখ মনে পড়ে বুক ফাটে,
কি যেন হৃদয়ে ঢুকে মর্ম্মগ্রন্থি কাটে!
ওহে ভাই বিজয় বিনয় বিভূষণ!
সেইদিন মম মনে জাগে অনুক্ষণ;
যার পূর্ব্ব রজনীতে তোমার ভবনে;
ছাতে বসি হাসি খেলি সুখে চারিজনে।
যামিনী দ্বিযাম গত; নিস্তব্ধ ভুবন;
মুখের উপরে শোভে চাঁদের কিরণ।
সম দুখসুখ কয় বান্ধবে বসিয়ে,
প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের কবাট খুলিয়ে,
করিতে করিতে যেন সুধা আস্বাদন;
কহিতেছি মন কথা হয়ে নিমগণ।
কথায় কথায় কত সময় অতীত,
তোমার শত্রুর নাম হল উপস্থিত।
তোমারও শত্রু ছিল? হায় কি বালাই!
তবে নাকি বোবার কেহই শত্রু নাই?
মনে নাড়া দেয় হিংসার খর্পরে;
গায়ে পড়ে এসে তারা শত্রুতাই করে।
তুমি তো শত্রুকে "সে সে" বলনি কখন,
হৃদয়ের গুণে "তিনি" বলিলে তখন।
"তিনি" শুনে চোটে গিয়ে বলিল কৈলেস,
আরম্ভ করিলি বিজে জেঠামির শেষ।
তাকে আবার "তিনি তিনি" কি ভালোমানুষি!
ওকে কিরে সার বলে, অপদার্থ ভুসি!
প্রত্যুত্তর দিলে তুমি মৃদু মৃদু হেসে,
মান্য কোরে বলিনিতো অভ্যাসেতে এসে।

কথায় কথায় বহুক্ষণ হয় নাই,
এক ছিলিম্ আমি ভাই তামাক খাওয়াই।
তামাক সাজিয়ে দেখ হুঁকা গেছে খুঁজে,
ছাতময় বেড়াতে লাগিলে কাঠি খুঁজে।
আমি বলিলেম বিজু কাঠি খোঁজা থাক,
খানসামা ডেকে, বল আনুক্ তামাক্।
যাহার যে কর্ম্ম তাহা তাহাকেই সাজে,
অন্যেরে করিতে হলে যেন লাঠি বাজে।
আমারে বলিলে তুমি "খেটে সারাদিন,
নিদ্রার সাগরে ওরা হয়েছে বিলীন।
আমারে ঘুমের ঘোরে যদি কেহ তোলে,
বড়ই বিরক্ত হই, দেহ যায় জ্বলে,
আরো ভাই, নাহি হেন, যাহা আমি নারি,
এর চেয়ে বেশি বল, এই দণ্ডে পারি।
কি হুকুম বল; দাস আছে উপস্থিত,
শিরে ধোরে করি আমি হয়ে প্রফুল্লিত।"
আমি বলিলেম এই নম্র ব্যবহারে,
করিলে বড়ই খুসি বিজয় আমারে।
দযা আর নম্রভাবে খুসি হইলাম,
রাখিলাম তোমার "বিনয়ী মিত্র" নাম।
আজি হতে এই নামে ডাকিব তোমায়
পাঠাব এ নাম আমি পত্রের মাথায়।

কহিতে হইলে কথা উমি লোক নিয়ে,
ভাবিয়ে কহিতে হয় বানিয়ে বানিয়ে।
বন্ধুর সঙ্গেতে কিন্তু সামান্য কথায়
কত কথা হয়, যেন স্রোত বোয়ে যায়।
এমনি ভাবেতে কথা চলেছে তখন
আরো ধিক্ নাই তাহা ফুরাবে কখন।
দুখের সময় যেন বেড়ি পরে পায়
লাঠালাঠি করিলেও নড়িতে না চায়।

সুখের সময় কিন্তু পাখা যেন পায়,
তীরের মতন বেগে উড়ে চোলে যায়।
সকল সময় গেছে কথায় কথায়,
ঠিক নাই; এই যেন বসেছি হেথায়।
আমাদের অপেক্ষায় সময় কি রয়,
ক্রমে উপস্থিত হল প্রভাত সময়।
গুড়ুম আওয়াজ এসে প্রবেশিল কানে
টেকা ভেঙ্গে পরস্পরে চাই মুখপানে।
কৈলাস কহিল, সুখে পোহাল যামিনী,
কিন্তু দায় হবে ঘরে লইয়ে মানিনী।
আলুথালু কেশ, বেশ, আরক্ত নয়ন,
ঘন ঘন বহিতেছে নিশ্বাস পবন।
বিকট ভুজঙ্গ যেন গহ্বর ভিতরে;
ফোঁপায়ে ফোঁপায়ে উঠে ফোঁস ফোঁস করে।
কার সাধ্য কাছে যায়, হাত দেয় গায়,
ছোবল থামিবে কিসে ভাব সে উপায়।
মহা সত্য বল, সে কি কান দেয় তায়,
সেইটাই সত্য, সেটা তার মনে গায়।
সখ্য কি অমূল্য ধন এতিন ভুবনে,
অহৃদয়া রমণী তা বুঝিবে কেমনে।
টাকা আনা ছাড়া আর কিছু কোরো নাক,
সারাদিন সারারাত কোলে করে থাক।
যাহা কবে, সায় দিবে; ধোনা খেয়ে হাস:
তবে তো বুঝিবে তুমি তারে ভালবাস।
যেমন আপন মন, ভাবিছে তেমন,
ব্যভিচারে তোমারে হেরিছে সর্ব্বক্ষণ।
একবার একদণ্ড যদি খোলা পায়;
কি কাণ্ড করিয়ে বসে, বলা নাহি যায়।
যে পুরুষ একবার ঠেকিল নজরে,
সেই যেন আঁকা হয়ে রহিল অন্তরে।

এইরূপ যাহাদের মন চমৎকার,
আরোপন করিবে না কেন ব্যভিচার?
পূর্ণচন্দ্র বলিল "কি বলিলে কৈলেস?
সুহৃদের মত কথা কয়েছ তো বেশ!
নিতান্ত নির্ব্বোধ মত একগুঁয়ে হয়ে,
কেবল নারীর দোষ যাওয়া নয় কয়ে।
পুরুষ এমন আছে বলহে ক জন,
না করে বেশ্যার টোলে যামিনী যাপন?
কেন্নুই খেলিছে দুই চোখের কোটরে
উগরে বিট্‌কেল গন্ধ মুখের গহ্বরে,
চোপ্‌সান গাল দুটো বিশ্রী বেহাকার,
কালিঢালা ঠোঁট দুটো লোহার দুয়ার,
দাঁতেতে বসিয়ে পাপ হিহি কোরে হাসে,
দেখিলে বিকট ভঙ্গি গায়ে জ্বর আসে।
আস্ত নরকের কুণ্ড বেশ্যার বদন,
কজন না করে তায় বদন অর্পণ?
কেহ যেথা মলমূত্র ত্যাগ কোরে যায়;
ছি ছি অন্যে সেথা পাত পেড়ে ভাত খায়!
যা হোক্ সোচ্চার নাই তত্টা চাতুরী,
মারে না পরের বুকে বিষ মানা ছুরী।
কিন্তু যাঁরা দৃশ্যে যেন নিতান্ত সুবোধ,
যেন জয় কোরেছেন লোভ কাম ক্রোধ।
কিছুমাত্র নাই যেন মনেতে বিকার,
চাপল্য মাত্রই নাই, গম্ভীর আকার।
তামাকটি পর্য্যন্ত কভু, ভুলেও না খান্,
ভুলেও কুপথে যেতে কখন না চান্।
ধর্ম্মের কথায় হয় সদাই বড়াই,
কথায় কথায় দেন সত্যের দোহাই।
তাঁহাদের অকাজের ভিতরে পশিলে;
অবাক্ হইবে, যেন কোথায় আইলে।

বালির ভিতরে নদী বিষম কার্খানা;
তরঙ্গের রঙ্গ ভঙ্গ হয় না ঠিকানা!
মিটমিটে ভিৎভিতে, নাটের গোসাঁই,
অন্তরে পর্ব্বতে যা, মুখে রা নাই!"
আমি বলিলেম এ কথাও ভাল নয়,
সহৃদয় দ্বয়! আজি কেন নিরদয়!
সরলা বঙ্গের বালা ছলা নাহি জানে,
পতিপ্রাণা বলে তাই মজে অভিমানে।
পতিই সর্ব্বস্ব ধন, পতি ধ্যান জ্ঞান,
পতির বিরাগে যায় বিদরিয়ে প্রাণ।
নাহি শাস্ত্র-আলোচনা; শাস্ত্র বিনোদন,
বোসে থাকে গৃহকর্ম্ম করি সমাপন।
চাতকীর প্রায় পথ তাকাইয়ে রয়,
যেখানে যতন, থাকে সেই খানে ভয়।
কি লয়ে তখন, বল কি লয়ে তখন,
সুদীর্ঘ সময় তারা করিবে যাপন?
নিকটে থাকিলে পতি মনসুখে থাকে,
তাই সদা আলয়ে রাখিতে চায় তাকে।
আপনার অন্য বন্ধু দেখিতে না পায়,
অন্য বন্ধু পতিরো, দেখিতে নাহি চায়।
স্বচ্ছন্দে পুরিয়ে রেখে তাদের গারোদে,
বন্ধু লয়ে মাতি মোরা বাহিরে আমোদে।
বিরূপ ব্যাভরে হেন নাহিবেক কেন,
তুমি কি সহিতে পার অবিচার হেন?
আপনার বেলা যাহা সহা নাহি যায়,
অনাসে সহিবে তাহা পরের বেলায়।
হয় ছেড়ে দাও, তারা বেড়াক্ সমাজে,
বাছিয়া নিযুক্ত হোক মনোমত কাজে,
নয় কোলে কোরে তুমি ঘরে বসে থাক;
দু দিকের যাহা ইচ্ছা এক দিক্ রাখ।

কেবল গায়ের জোরে সব নাহি চলে;
না- জোরে চলেছে কিন্তু পুরুষ সকলে।
তোমার দয়ার কাজ সদা দেখি তাই.
অবলার প্রতি কেন দয়া মায়া নাই!
পূর্ণ হে, দিও না গালি বারবণিতায়,
ভাবিলে তাদের দুখ বুক ফেটে যায়।
কেহ নাই তাহাদের এই ধরাধামে;
সকলেই ঘৃণা করে তাহাদের নামে।
গৃহসুখ. মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ;
জনমের মত তারা সে সুখে বিমুখ।
যার তরে দিয়েছিল কুলে জলাঞ্জলি;
উড়ে গেছে বাসি ফুল ফেলে সেই অলি।
কি করিবে অভাগিনী চারা নাই আর,
করিছে পেটের দায়ে প্রেমের পসার।
সকের সামগ্রী লয়ে পেশাদারি কষা.
বাধ্য হয়ে বেগানা লোকের গলাধরা!
হয়েছে তাদের যেন ভাগ্যের লিখন,
ভেবে দেখ সেই ভাগ্য সৌভাগ্য কেমন!
রাত্রিকাল সকলেরি শান্তির সময়;
সুখে শুয়ে নিদ্রা যায় প্রাণী সমুদয়।
কিন্তু হায় শান্তি নাই তাদের হৃদয়ে
বোসে আছে জেগে কারো আসার আশয়ে।
যে লাবণ্য পাপে তাপে গেছে একেবারে,
অঙ্গরাগ রঙ্গ মাখে ফিরাইতে তারে।
মনে সুখ নাই মুখে হাসি আসে নাই,
তবুও জোগাতে মন হাসি আসা চাই।
ওরম্বা, মাতাল, চোর, ছেঁড়ে, নচ্ছার;
দয়া কোরে যে আসিবে হতে হবে তার।
তাহাদের হাতে প্রাণ থাকিবে কি যাবে,
কে জানে সে কালরাত্রি কেমনে পোহাবে।

হয় আজি ঘুমাইবে জন্মের মতন,
নয় শেষে ভিক্ষা জেগে করিবে ভ্রমণ।
এমন কৃপার পাত্র যাহারা সবাই,
তাহাদের গালি তুমি কেন দাও ভাই!
বটে তারা সমাজের নরকের দ্বার,
সমাজ করে না কেন তাহা পরিষ্কার?
তাদের কি উদ্ধারের প্রয়োজন নাই?
কেবল উদ্ধার হবে পুরুষ সবাই?
ছেলেরা বেশ্যার সঙ্গে খেয়ে মদে-ভাতে
সারা রাত পোড়ে থাকে মুখ দিয়ে পাতে।
প্রাতে ঘরে এলে, আর দোষ নাহি রয়,
খেয়ে কিছু করিলেই সর্ব্বনাশ হয়।
একেবারে কোরে দেয় গৃহের বাহির
যেথা ইচ্ছা চোলে যাক্ হইয়ে ফকির।
এত বড় দুনিয়ায় অতটুকু মেয়ে,
অকূলে বেড়ায় ভেসে কূল চেয়ে চেয়ে।
নীড়ভ্রষ্ট নিরাশ্রয় শাবক মতন
চারিদিকে শূন্যময় হেরে ত্রিভুবন!
কেহ নাই যে তাহারে ডাকিয়ে সুধায়,
ভাল পথ দেখাইয়ে বিপদে বাঁচায়।
কাজে কাজে পড়ে এসে অসতের হাতে,
ক্রমে ক্রমে অবশেষে যায় অধঃপাতে।
বল পূর্ণ, এ পাপের কে হইবে ভাগী,
পরিত্যক্ত কন্যা, কিম্বা পিতা পরিত্যাগী।
অনাসে দুরাত্মা পুণ্য গৃহে স্থান পায়ঃ
পাপ স্পর্শ মাত্রে কিন্তু কন্যা ভেসে যায়!
কতদিন আর, হায় কতদিন আর,
অবাধে চলিবে এই ঘোর অবিচার!
মান নিয়ে ধুয়ে খাও, বৃথা মান কেন?
ও মানের অনেকাংশ কাপুরুষি জেন।

স্বভাবে দুর্ব্বল ভাই মানুষের মন;
অনাসেই হতে পারে তাহার পতন।
অগ্রে চেষ্টা কর সেই পতন থামাতে,
কিছুই হবে না কিন্তু কেবল কথাতে।
সকলে একত্র হয়ে ছাতি পেতে থাক,
যে পড়িছে তাহাকেই বুক দিয়ে রাখ।
পড়িয়ে গিয়েছে যারা তাহাদের তরে;
নরকে নামেয়ে দাও সিঁড়ি থরে থরে।
উদার অন্তরে গিয়ে স্নেহে হাত ধরি
আস্তে আস্তে তুলে আন উপরি উপরি।
তা হইলে তেজোমান চরিতার্থ হবে;
যথার্থ বীরের ন্যায় মনসুখে রবে।
যে দিন এমন হবে সমাজ, সংস্থান,
সেইদিন মুক্তি পাবে মানব সন্তান!
কামান পড়ার পর মোরা তিনজনে;
এই মত কত কথা কই একমনে।
তোমার মুখেতে কিন্তু নাহিক বচন,
আর কি ভাবিছ যেন এতে নাই মন।
বিদায় হইতে চাই, নিকটে তোমার,
নিরখিয়ে দেখিলেম সম্পূর্ণ বিকার।
আকার লাবণ্যহীন মলিন বদন
অবিরল অশ্রুজলে ভাসে দু নয়ন।
সুধালেম, বল কেন সহসা বিজয়
নিতান্ত নিস্প্রভ ভাব হইল উদয়!
কি হোলো ইহার মধ্যে, কেনই এমন
কাতর নয়নে তুমি করিছ ক্রন্দন!
দাও হে বিদায় ভাই হাসিখুসি মনে;
হেসেখুসে চলে যাই যে যার ভবনে।
ওই দেখ হইয়াছে অরুণ উদয়!
প্রশান্ত আরক্ত আভা শোভে মেঘময়।

ওই দেখ সরোবরে প্রফুল্ল কমল,
অরুণের আলো হেরে হর্ষে ঢল ঢল।
তীর ভূমে বিকসিছে কুসুম কানন।
ধীরে ধীরে বহিতেছে প্রভাত পবন।
লোলুপ ভ্রমর সব গুন্ গুন্ স্বরে,
ফুলে ফুলে ফিরি ফিরি সুখে গান করে।
গাছে গাছে পাখী সব হয়ে একতান,
আনন্দে ললিত সুরে ধরিয়াছে গান।
তোমার ময়ূর ওই পাকম ধরিয়ে
নাচিছে বাগানে দেখ হরষে ডাকিয়ে।
ওই দেখ মাথার উপরে গান গায়,
ওই সব কি পাখী ভাই, শ্রেণী বেঁধে যায়?
আলোময় হইয়াছে সকল ভুবন;
কেমন সেজেছে দেখ বিহঙ্গনাগণ।
বড় সুখময় সখা প্রভাত সময়,
এ সময়ে সকলেরি মনে সুখ হয়।
হেথা হতে যার সুখ গেছে একেবারে,
এ সময়ে তারো মনে সুখ হতে পারে।
কলা ভঙ্গ কোরে তুমি বলিবে আমারে,
"না, না, দাদা তাহা কভু হতে নাহি পারে।
হেথা থেকে সব সুখ উঠেছে আমার,
তাই ভাই প্রাণ কেঁদে ওঠে বার বার।
আর আমি বাঁচিব না; বুঝেছি নিশ্চয়,
ভেবে ভেবে এই ভাব হয়েছে উদয়।
কদিন ধরিয়ে মনে হতেছে সদাই,
যেন ভাই আপনারে হারাই হারাই।
তুমি তো বলিছ দাদা সব দেখ সুখ,
আমি কিন্তু যাহা দেখি, সব দেখ দুখ।
বড় সুখ পাই আমি দেখিলে যে মুখ,
এখন সে মুখ দেখে ফাটিতেছে বুক।

আজ অবধি হলো হায় জনমের শোধ!
আজ অবধি প্রণয়ের পঙ্কজিনী রোধ!
আলিঙ্গন দাও ভাই সকলে আমায়,
বিজয় জন্মের মত হইল বিদায়।
এক এক বার ভাই করো সবে মনে,
একজন স্নেহদাস ছিল ও চরণে,
পদধূলি দাও দাদা আমার মাথায়,
ভিক্ষা চাই ভাই মনে রেখহে আমায়!
এই বোলে আমাদের জড়িয়ে ধরিলে,
দর দর নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিলে।
সহসা হেরিয়ে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার,
কি কর্ত্তব্য কিছু স্থির হল না আমার।
যাহা হোক দিয়ে সেই গাঢ় আলিঙ্গন,
স্নেহ ভরে করিলেন বদন চুম্বন।
"ওই ভাই দেখ চন্দ্র অস্তাচলে যায়,
আমারো প্রাকার আলো নেবো নেবো প্রায়।
সকাতরে এই কথা বলিতে বলিতে,
বিকৃত নয়নে ফিরে দেখিতে দেখিতে,
মাতালের মত ভাব স্খলিত চরণ,
শেষ দেখা দিয়ে সেই করেছ গমন।
ওহে ভাই বিজয় বিনয়-বিভূষণ!
সেইদিন মম মনে জাগে অনুক্ষণ।

ইতি বন্ধু বিয়োগ কাব্যে পূর্ণবিজয় নামক প্রথম সর্গ।

## দ্বিতীয় সর্গ

কৈলাস হে, তুমি ছিলে সর্ব্ব গুণময়,
বীর্য্যবান বুদ্ধিমান সরল হৃদয়।
এ দিকে যেমন ছিল সুকোমল ভাব,
উদিকে তেমনি ছিল অধৃষ্য প্রভাব।

এ দিকে স্বচ্ছন্দে বসি ছেলেদের সনে,
হাসিখেলি করিতেছ প্রফুল্ল বদনে।
উদিকে বিজ্ঞের মধ্যে রয়েছ যখন;
গম্ভীর হ্রদের সম গম্ভীর বদন।
সকলে করিতে তুমি অভেদ সম্মান,
ধনী লোক, দুখী লোক, ছিল না এ জ্ঞান।
খোসামোদ নাহি লতে পরান থাকিতে,
পরান থাকিতে তাহা কারো না করিতে।
যে তোমারে আগে এসে করিত আদর,
যথেষ্ট করিতে তুমি তার সমাদর!
তুমি যার সম্মানার্থে করিতে গমন,
যদি নাহি সে করিত যোগ্য সম্ভাষণ;
তা হলে কে পায়, ক্রোধ হতে কম্পমান;
ছুটিতে কাটিতে যেন তাহার গর্দ্দান।
যে কেন হউন যাঁর চরিত্র যেমন,
মুখের উপরে তাঁর করিতে বর্ণন।
কার সাধ্য তোমারে আসিয়ে কটু কয়,
পৃথিবীতে কার নাই মরণের ভয়?
কহিতে হইলে মন্দ, প্রকাশিতে শোক,
পাইলে কহিতে ভাল, পাইতে পুলক।
আপনার দোষগুণ যেন তুলা কারে।
প্রকাশিতে যথাযথ লোকের গোচরে।
এ সকলে কিছু মাত্র হতে না কুণ্ঠিত।
সত্যের প্রভাবে মন সদা প্রজ্বলিত।
মনের ভিতরে এক, মুখে বলা আর;
কখন দেখিনে তব এমন ব্যাভার।
না জানিতে খুঁৎ খুঁৎ খুঁৎ খুঁৎ করা,
না জানিতে লুকাইতে উঁকি ঝুঁকি মারা।
যা করিতে সকেলর সমক্ষে করিতে,
যা বলিতে সকলের সমক্ষে বলিতে।

একবার যা বলিতে না করিতে আন;
যাইতে যদ্যপি চায় যাক তায় প্রাণ।
পরমন্দ মনেতেও ভাবনি কখন,
করেছ পরের ভাল করি প্রাণপণ।
কোন আত্মীয়ের যদি বিপদ শুনিতে,
তখনি অমনি গিয়ে ছুটিয়ে পড়িতে।
বিপদ ঘটেছে যেন কত আপনার,
খুঁজিতে বিব্রত হয়ে প্রতীকার তাব।
বিনা দোষে যে করেছে ঘোর অপকার,
হয়েছে মনেতে ঘোর ক্রোধের সঞ্চার;
যারে খুন না করিলে নাবে না খাবে না,
হৃদয় রুধির হবে মিছিরির পানা;
সেও যদি কাছে এসে পড়িত গড়িয়ে
তখনি অমনি সব যাইতে ভুলিয়ে।
ভাল কোরে বুঝেছিলে মানুষের মান,
প্রাণান্তে করনি আগে কারো অপমান।
পুরুষ রমণী বোলে ছিল না বিচার,
বয়োজ্যেষ্ঠ হইলে করিতে নমস্কার।
সমোবয় বন্ধু যদি তোমায় পাইল,
সব তুলে একেবারে আমোদে মাতিল।
চলিতে লাগিলে কত হাসিখুশি খেলা
পড়ে গেল কত মত খাতিরের মেলা।
শীলতা মাধুরী ছিল বেপিয়ে ভাষায়
ক্ষরিত অমৃত ধারা তামাসা কথায়।
কাহার সঙ্গেতে হবে কি ভাবে চলিতে,
কখন বা কোন্ কথা হইবে কহিতে,
এ সকল বুঝেছিলে অতি নিরমল,
সকলি সহজ হয় হইলে সরল।
কহিতে হইলে কথা যুবতীর মনে,
চাহিয়ে কহিতে স্থির সরল নয়নে।

গুরুজন কাছে অধ হইত বদন,
ফল ভবে অবনত তরুর মতন।
এমনি মাধুরী ছিল আকারে ব্যাহারে,
যে দেখিত সে ভুলিত, রাখিত অন্তরে।
কর্ত্তব্য সাধন করা কিরূপ পদার্থ,
অনুভব করেছিলে তুমিই যথার্থ!
সুবৃত্তি কুবৃত্তি মনে আড়াআড়ি কোরে
যখন করিত ঘোর যুদ্ধ পরস্পরে।
তখন লইয়ে তুমি জ্ঞান অনুমতি,
করিয়া কর্ত্তব্য স্থির হতে দৃঢ়মতি।
চলে যেতে গম্য পথে এমনি সজোরে,
কার সাধ্য বাধা দিয়ে রাখে তোমা ধোরে
কোমল পরুষ গুণ উভয়ে শোভন;
কদাচ দেখেছি লোক তোমার মতন।
হঠাৎ ঔদ্ধত্য কভু হঠাৎ বা রোষ,
সে দোষ তোমার নয়, বয়সের দোষ।
দেশের উপরে ছিল আন্তরিক টান,
কামনা করিতে সদা তাহার কল্যাণ।
দেখিলে তাহার কোন হিত অনুষ্ঠান,
সাহায্য করিতে যথাসাধ্য ধন জ্ঞান।
স্বদেশের ভ্রাতাদের অতি নিবীর্য্যতা,
দৌর্বল্য, ক্ষীণতা, সৌখীনতা, আসারতা।
পরস্পর স্নেহভাব নিতান্ত শুন্যতা,
গৌরব মাহাত্ম্য সম্পাদনে কাতরতা।
নারীদের পশুভাব, চাষিদের ক্লেশ,
গৃহস্থের দরিদ্রতা, দাসত্বে আবেশ।
যত কিছু উন্নতির পথ অবরোধ,
পশ্চিমের খোট্টাদের ঘৃণা দ্বেষ ক্রোধ।
বিদেশীয় রাজাদের মিষ্টি উৎপীড়ন,
জন্মভূমি জননীর নিগড় বন্ধন।

এ সকল ভেবে মন হত শূন্য প্রায়,
করিতে ক্রন্দন শুধু না পেয়ে উপায়।
পরিবার ছিল যেন দেহ আপনার,
প্রতিবাসী ছিল যেন নিজ পরিবার।
কি প্রকারে তাহাদের হইবে মঙ্গল,
কি প্রকারে বুদ্ধি বিদ্যা হইবে প্রবল;
কি প্রকারে ধন মান হবে বর্দ্ধমান,
কিসে হবে শরীরের স্বাস্থ্যের বিধান।
কি উপায়ে তাহাদের কন্যা পুত্রগণ,
করিবে উৎকৃষ্টতর বিদ্যা উপার্জ্জন।
কি উপায়ে পরস্পরে হবে ভ্রাতৃভাব,
কি উপায়ে হিংসাদির হবে তিরোভাব।
ভাই বন্ধু মত সবে হাসিয়া খেলিয়া,
সম্ভ্রম সহিত যাবে দিন কাটাইয়া।
এ সকল চিন্তা ছিল অতি সুখকর,
করিতে এ সব চিন্তা তুমি নিরন্তর।
শুনিতে যখন যার কার্য্য নিরমল;
প্রশংসা করিয়ে দিতে উৎসাহ প্রবল।
কেহ যদি করিত অপথে পদার্পণ,
খেদের সহিত তারে করিতে লাঞ্ছন!
আপনরা বন্ধুদের নফরীনফরে,
কখন ডাকনি তুমি তুই মুই করে।
যখন নূতন খাদ্য সামগ্রী কিনিতে,
সকলের হাতে দিয়ে আপনি খাইতে।
বন্ধুরা তোমার ছিল প্রাণের মতন,
সেধেছ তাঁদের হিত যাবত জীবন।
আমি কি মানুষ, তুমি বেশ চিনেছিলে,
একেবারে মন প্রাণ সমর্পিয়ে ছিলে।
পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল সম্পূর্ণ প্রত্যয়,
পরস্পরে কভু তার ঘটেনি ব্যত্যয়।

স্বরূপ বুঝিয়েছিলে প্রেম আস্বাদন,
প্রণয়ের উপযুক্ত ছিল খোলা মন।
কিন্তু হায় বিধাতার লীলা চমৎকার,
প্রেম কভু ঘটিল না অদৃষ্টে তোমার!
প্রথম পক্ষের তব প্রেয়সী ভামিনী;
বুঝিত হৃদয়, ছিল হৃদয় গ্রাহিনী।
সুশীলতা, কোমলতা, ধীরতা, নম্রতা,
শালীনতা, সরলতা সত্য, পবিত্রতা।
যে সকল গুণ হয় প্রেমের আকর,
সে সকলে পূর্ণ ছিল তাহার অন্তর।
কিছুদিন সে যদি বাঁচিত আর প্রাণে,
অবশ্য হইতে তৃপ্ত প্রেমসুধা পানে।
দ্বিতীয়া তেমন নয়, বিষম কারখানা,
রূপগর্ব্বে ডরগা ছুঁড়ী ফেটে আটখানা।
চাপল্য, চাঞ্চল্য, ছল, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা,
যে সকলে ঘটে প্রেমে বিষম ঘটনা।
সে সকলে মালা গেঁথে পরেছে গলায়;
ভাবিবে দেখিলে মনে খোদ হাসি পায়।
এমন নারীর সঙ্গে তোমার মতন,
লোকের কি হয় প্রেম? অঘট ঘটন!
দেখে দেখে একেবারে চটে গেল প্রাণ,
হয়ে গেলে অন্তরে অন্তরে ম্রিয়মাণ।
মুখে কিন্তু কোন কথা না করে প্রচার,
মনে মনে করিলে উদ্দেশ্যে নমস্কার।
কতক্ষণ কুজ্ঝটিকা করি আচ্ছাদন,
ডুবায়ে রাখিতে পারে প্রদীপ্ত তপন?
সে দুখ তিমির শীঘ্র হল দূরগত,
উজ্জ্বল হইল মন পুন পূর্ব্ব মত।
সে অবধি প্রেম নাম করনি কখন
হয়েছিলে প্রকৃতির প্রেমে নিমগণ।

গরবিনী গরবের করি পরিহার,
পরেতে যাচিল এসে প্রণয় তোমার।
কিন্তু আর তা হবার ছিল না সময়;
পবিত্র প্রেমের রসে রসিত হৃদয়।
স্বর্গের সুধায় যার সুতৃপ্ত রসনা,
মৌচাকের মধুতে কি সে করে বাসনা?
(এখন কি আর হয় গায়ে পড়ে এলে,
ঠেলেছ মাথার মণি পায়ে কোরে ঠেলে!)
তেমন সরস মন আর নাহি হয়!
ছিলে তুমি, লোকে যারে সহৃদয় কয়।
কাব্যের অমৃত রস কিরূপ সুরস,
সত্য স্বাদ পেয়েছিল তোমার মানস।
জঞ্জাল দেখিলে তায় তুলিতে ন্যাকার,
করিতে প্রসন্ন হলে প্রাণের আধার।
বড়ই জটিল হয় কুটিলের লেখা,
বৃথা পরিশ্রম কোরে মাথামুণ্ড দেখা।
প্রাঞ্জল পবিত্র কাব্য করতলে এলে,
অম্নি যেন কত নিধি ঘরে বসে পেলে।
আনন্দেতে গদ গদ পড়িতে পড়িতে,
আদরে চুম্বিতে কভু প্রণাম করিতে।
আহা কি চরিত্র ছিল পবিত্র নির্ম্মল,
চন্দ্রের চন্দ্রিকা সম কোমল উজ্জ্বল!
রজত, সুবর্ণরাশি, রমণী, রতন,
জগতের যাহা কিছু মহা প্রলোভন,
কিছুতেই প্রলোভিত মানস তোমার
হয় নাই, ঘটে নাই ইন্দ্রিয় বিকার।
সদাই সন্তুষ্ট ছিলে হৃদয়ের গুণে,
হইতে পরম সুখী পরসুখ শুনে।
ওহে ভাই কৈলাস মিত্রের চূড়ামণি,
সদয় হৃদয়, সর্ব্ব গুণে গুণমণি!

সেইদিন কি কুদিন হইল উদয়,
যে দিন স্মরণে হয় বিদীর্ণ হৃদয়!
বসে আছি সন্ধ্যাকালে বাহিরের ঘরে,
খামকা কিছুই ভাল লাগে না অন্তরে।
যাহা করি, তাই করে বিরক্তি বিধান
আপনা আপনি ওঠে কাঁদিয়া পরাণ।
সহসা উঠিল ঝড় সোঁ সোঁ বোঁ বোঁ কোরে,
ঝড়াঝড় জানালার বাল গেল পোড়ে।
প্রদীপ গিয়েছে নিবে, তাহে তাই মন,
ভাবিতেছি কেন মন হইল এমন।
হঠাৎ হইল দ্বারে জোরে করাঘাত,
দ্বারখুলে হল যেন শিরে বজ্রপাত।
লণ্ঠন হাতেতে "গোরা" কাঁদে উভরায়,
কহিতে না সরে কথা বেধে বেধে যায়।
(শৈশবে তোমার হয় মাতার নিধন,
এই গোরা পেলেছিল মায়ের মতন।)
"হা কি হল, কি করিলি, মজালি কৈলাস,
একেবারে বাবুর হল গো সর্ব্বনাশ!
বিকরি হয়েছে তার ডাকিছে মশাই,
সকলে বলিছে হায় নাড়ী আর নাই।"
যে বেশে ছিলেম তাড়াতাড়ি সেই বেশে,
বাটী হতে পরিলেম ছুটে পথে এসে।
বহিছে প্রচণ্ড ঝড়, ঘোর অন্ধকার,
পড়িছে বিষম বৃষ্টি মুষলের ধার।
কক্‌কড় কক্‌কড় ডাকিছে আকাশ,
দপদপ্ ধপ্‌ধপ্ বিদ্যুৎ বিলাস।
আচম্বিতে ক্ষণে ক্ষণে বজ্রের বিস্ফার।
গগন ফাটায়ে করে শ্রবণ বিদার।
হুড়হুড় জল ভাঙ্গে পথের উপরে,
ডুবে যায় উরু, যাই ধরাধরি করে।

বিষম দুর্যোগে, কষ্টে, অতি ভগ্ন মনে,
উত্তীর্ণ হলেম গিয়ে তোমার ভবনে।
দেখিলেন সবে বসে স্তম্ভিতের প্রায়,
কথা নাই মুখে কারো, ইতস্তত চায়।
ঘরের ভিতরে তুমি শেষের উপর
পড়ে আছ, বিবর্ণ হয়েছে কলেবর।
ঘোলা মেয়ে চক্ষু গেছে বসিযে কোটরে
পড়েছে কালীর রেখা নিরস অধরে।
হয়েছে ললাট ত্বক্ ত্রিবদী কুঞ্চিত,
নাসিকার অগ্রভাগ আধ কণ্টকিত।
কপোল গিয়েছে ঢুকে, উঠিযাছে হাড়,
শিথিল ঈষৎ ভগ্ন হইয়াছে ঘাড়।
হস্ত পদ এলাইয়ে লুটায়ে পড়েছে;
আনাভি কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঘন নড়িতেছে।
পাশে বসি মুক্তকেশী পাগলিনী প্রায়,
কাতর নয়নে চেয়ে দেখিছে তোমায়।
শিশু সুকুমার দূরে গড়াগড়ি যায়,
থেকে থেকে ধরে এসে মায়ের গলায়।
হেরে সে বিষম দশা বুক ফেটে গেল,
হু হু কোরে চক্ষু ফেটে অশ্রুধারা এল।
আমারে দেখিয়ে মুক্ত উঠিল কাঁদিয়ে,
ছেলেটিকে কোলে করি বসিল সরিয়ে।
কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়ে হাত দিনু গায়,
একেবারে পাঁক, আর বস্তু নাই তায়।
হস্তস্পর্শে যেন ফিরে আইল চেতন,
যেন কোন নবোৎসাহে পূর্ণ হল মন।
চাপিয়া আমার হস্ত হৃদয় উপরে,
একবার চাহিয়ে দেখিলে ভাল করে।
মুক্তকেশী কর লয়ে, অর্পি মম করে;
বলিলে সুস্থির ভাবে মৃদু ভগ্নস্বরে।

"দেখিও এদের: মনে রাখিও আমায়,
দাও ভাই, জন্মশোধ চাই হে বিদায়।"
সুকুমারে বুকে করি করিনু চুম্বন
ছল ছল হয়ে এল তোমার নয়ন।
তোমার হৃদয়ে তারে স্থাপন করিয়ে,
প্রাণ যেন ফেটে যায়, উঠিনু কাঁদিয়ে।
"মাগ ছেলে আমারে করিলি সমর্পণ,
আমারে কাহারে দিলি ভাইরে এখন!"
ওহে ভাই কৈলাস মিত্রের চূড়ামণি,
সদয় হৃদয়, সর্ব্ব গুণে গুণমণি!
সেইদিন কি কুদিন হইল উদয়;
যে দিন স্মরণে হয় বিদীর্ণ হৃদয়!

ইতি বন্ধু বিয়োগ কাব্যে পূর্ণবিজয় নামক দ্বিতীয় সর্গ।

## তৃতীয় সর্গ

কোথা বন্ধুগণ, দেখা দাও একবার,
দেখ এসে কি দুর্দ্দশা ঘটেছে আমার।
একা হাসি, একা কাঁদি, একা হই হই,
কেহ নাই যাহারে মনে কথা কই!
যার করে আমারে করিয়ে সমর্পণ;
একে একে করেছিলে সকলে গমন;
তোমাদের সেই সখী সরলাসুন্দরী,
তোমাদের সঙ্গে গেছে মোরে ত্যাগ করি।
যে গুণ থাকিলে স্বামী চির সুখে রয়,
সে সকলে পূর্ণ ছিল তাহার হৃদয়।
না জানিত সৌখীনতা নবাবি চলন,
না বুঝিত রঙ্গভঙ্গ রসের ধরন।
শঠতা, বঞ্চনা, ছল, বৃথা অভিমান,
এক দিনও তার কাছে পায় নাই স্থান।

মন, মুখ সম ছিল সকল সময়,
বলিত সুস্পষ্ট, যাহা হইত উদয়।
আন্তরিক পতিভক্তি, আন্তরিক টান,
অন্তরে বাহিরে মম চাহিত কল্যাণ।
এমনি চিনিয়াছিল সতীত্ব রতন,
এমনি বুঝিয়াছিল মান ধনে ধন;
এমনি সুদৃঢ় ছিল নারীর আচারে,
সকলেই স্নেহ ভক্তি করিত তাহারে।
আলস্যে অশ্রদ্ধা ছিল শ্রমে অনুরাগ,
কোরে লয়েছিল নিজ সময় বিভাগ,
যে সময়ে যাহা তারে হইবে করিতে,
আগেতে করিয়ে আছে কেহ না বলিতে।
এমনি ধীরতা ছিল মনের ভিতর,
কখন দেখিনে তারে হইতে কাতর।
প্রথমেতে ছিল কিছু ভ্রান্ত সংস্কার,
ঘোচে নাই ভাল কোরে মনের বিকার।
পড়িতে বলিলে বহি মনে পেত ভয়,
ভাবিত পড়িলে হব বিধবা নিশ্চয়।
খদ্যোৎ পড়িলে দীপে হ'ত চমকিত,
শুনিলে পেচক রব ভাবিত অহিত।
বুঝিত কিঞ্চিত অল্প প্রেম আস্বাদন,
অল্পই চিনিত আমি মানুষ কেমন।
শুষ্ক পত্রে ফুল্ল ফুল আচ্ছন্ন হইলে,
শীঘ্র স্বীয় শোভা ধরে পবন বহিলে।
সে দোষের ক্রমে হোয়ে গেল পরিবার,
গর্ভের সঞ্চার সহ প্রেমের সঞ্চার।
কতই আনন্দ মনে; হাসি দুই জনে,
ধরেছে মুকুল আজি প্রণয় কাননে।
ফুটিবে হাসিবে কত আমোদ ছুটিবে,
মনোহর ফল ফলি চক্ষু জড়াইবে।

হেরিয়ে সুচারু তরু ভুলে যাবে মন,
চিরদিন হয়ে রব আনন্দে মগন।
অকস্মাৎ ভূকম্পে সে সাধের কানন;
ভূমি শুদ্ধ উবে গেল নাই নিদর্শন!
একদিন প্রাতে যদি শয্যার উপরি,
'অভিজ্ঞান শকুন্তল' অধ্যয়ন করি;
সহসা কুটুম্ব এক এলেন ভবনে,
হর্ষবিষাদের চিহ্ন তাঁহার বদনে।
বড় ঘরে সেইদিন তাঁহার বিবাহ,
উদিকে মরেছে জ্ঞাতি, দমেছে আগ্রহ।
যাহোক সে দিন তাঁর বিয়া করা চাই,
এসেছেন তাই, যেন শুনা হয় নাই।
ওষুধ ফষুধ এবে বল কে ধরায়,
জালেতে পড়েছে মাছ, যদি ছিঁড়ে যায়।
কাজে কাজে রাত্রে হল বর লয়ে যেতে,
বিবাহ নির্ব্বাহ হল বসিয়াছি খেতে।
সম্মুখে উদয় এক উজ্জ্বল রতন,
আভায় আলোকময় হয়েছে ভবন।
(কে এ মুক্তাময়ী লতা? অন্য কেহ নন,
শেষে মম অঙ্কলক্ষ্মী ইনিই বা হন।)
ক্ষণপরে সেই জ্যোতি গেল গৃহান্তরে,
কিন্তু এসে প্রবেশিয়ে, বসিল অন্তরে।
যে দিকে যখন চাই ফিরায়ে নয়ন,
সেই দিকে সেই ছবি দেয় দরশন।
নয়ন মুদিয়ে দেখি রয়েছে অন্তরে,
উর্দ্ধে চাই, আঁকা তাই চন্দ্রের উপরে।
যেথা যাই, সঙ্গে যায়, সেথা বসি বসে,
কহিলে রসের কথা চলে পড়ে রসে,
কে মানে কেমন তর হয়ে গেল মন,
জানিনে সুখে কি দুখে মজেছি তখন।

মম আর্য্যতম মনে,
কেন কেন কি কারণে,
স্বভাব বিরুদ্ধ ভাব হয়েছে উদয়?
লীলা খেলা বিধাতার,
বুঝে ওঠে সাধ্য কার,
অবশ্যই আছে কোন কারণ নিশ্চয়।
যাহা হোক শূন্য মনে ব'য়ে দেহ ভার
বাড়ীতে এলেম প্রবেশিতে যাই দ্বার;
সহসা কে এসে যেন সম্মুখে আমার,
বলিল "সরলা, ভাব বুঝেছে তোমার।
ছি ছি রে নিদয়, তোরে যে সঁপেছে প্রাণ,
হানিতে উদ্যত তুই তারি বুকে বাণ।
সঙ্গে লয়ে এই এক নবীনা ললনা,
কোন মুখে তার কাছে যাইছ বল না?"
অমনি চমকে কেঁপে উঠিনু অন্তরে,
কষ্টেতে সম্বরি ভাব প্রবেশিনু ঘরে।
নিদ্রা যায় 'সর' শুয়ে শয্যার উপরে,
গায়ের উপরে বায়ু ঝুর ঝুর করে।
শোভিছে চন্দ্রের করে নীরব বদন,
নিমীলিত হয়ে আছে কমল নয়ন।
সুদীর্ঘ অরাল পক্ষ্ম পবন হিল্লোলে,
অল্প অল্প হেলে হেলে কেঁপে কেঁপে দোলে
কপোল গোলাপ ফুল গোলাপি আভায়;
অধর পল্লব নব কিবা শোভা পায়।
পাশে গিয়ে বসিলেম স্নেহার্দ্র পরাণে,
রহিলেম স্থির চক্ষে চেয়ে মুখপানে।
বায়ুবশে পদ্মদল করে থর থর,
তেমনি উঠিল কেঁপে প্রিয়ার অধর।
কলস্বরে ধীরে ধীরে ফুটিল বচন,
"আমি যত বাসি, তুমি বাসনা তেমন!"

অমনি আদরে ধোরে করিয়ে চুম্বন,
কোলেতে বসায়ে, তুলে ধরিনু নয়ন।
"ফিরিয়ে আসিবে তুমি ছিল না তো মনে,
তার হাত এড়াইয়ে আসিলে কেমনে?"
ও কি প্রিয়ে, একি নাকি দেখিছ স্বপন,
প্রলাপের মত কথা এ আর কেমন!
"তাই তো, সত্যই এই হেরিনু স্বপনে,"—
আর কথা সরিল না হাসি এল মনে।
মৃদু মধু হাসে হ'ল অধর শোভন,
কপোল কুঞ্চিত, নত কমল আনন!
বল বল তার পর মোর মাথা খাও,
কেন ভাই আধকপাল ধরাইয়ে দাও?
"আচম্বিতে পরী এক কোথা থেকে এল,
তোমারে হৃদয় থেকে কেড়ে লয়ে গেল।
হাসে পূর্ণিমার চাঁদ, কুমুদিনী হাসে,
কোথা থেকে এসে রাহু সেই চাঁদে গ্রাসে!
কথায় কথায় কত রসের তামাসা,
প্রেমময় স্নেহময় কত ভালবাসা।
কত হাসি খেলি, কত প্রেম-গান-গাই,
মুখে মুখে কাড়াকাড়ি কোরে পান খাই।
আমোদে আমোদে হয়ে রয়েছি মগন,
ক্রমে ক্রমে হয়ে এল নিদ্রা আকর্ষণ।
অল্পে অল্পে ভোর এল নয়নের পাতা
ঢুলে ঢলে প'ড়ে গেল বালিশেতে মাথা।
প্রবেশিল সহসা শ্রবণে কলরব,
ধড়মড়ি উঠে দেখি শূন্যময় সব।
ঘোরতর সর্ব্বনাশ, বিষম বিপদ,
আমারি ভেঙ্গেছে ভাগ্য ঘটেছে আপদ।
যে পীড়ায় গর্ভবতী বাঁচে না কখন,
যে পীড়ায় রুধিরের বহে প্রস্রবন;

যে পীড়ায় যন্ত্রণার হয় একশেষ,
খাটে না কিছুতে কোন ঔষধি বিশেষ,
আমার দুর্ভাগ্য দোষে প্রিয়া সরলার,
জন্মেছে সে পীড়া, আর প্রাণে বাঁচা ভার!
উঃ! কি যন্ত্রণা, দেখে প্রাণ ফেটে যায়,
তবু ধারা কিছুই না প্রকাশে কথায়!
বুক করে খান্ খান্, ছট্‌ফট্ প্রাণ,
চক্ষে শূন্যময় দেখে, ভোঁ ভোঁ করে কান;
সহিতে সহিতে আর সহিতে পারে না,
যাইতে যাইতে প্রাণ যাইতে চাহে না;
অন্তরে নিতান্ত হয়ে পড়েছে অধীর,
তবু মুখে 'উঁহু' মাত্র রহিয়াছে স্থির।
ধন্য ধীরা ধৈর্য্যবতী দেখিনি কখন,
তেমন বয়েসে কারো ধীরতা তেমন!
কিবা দিবা, কিবা নিশি, সকলি সমান,
দিন গেল, রাত্রি এল, কিছু নাই জ্ঞান!
বসে আছি জড় প্রায় চেয়ে একদিকে,
এক এক বার উঠে দেখি প্রেয়সীকে,
আজ্ঞা করিলেন পিতা "রাত্র দ্বিপ্রহর,
অধিক জাগিলে, কল্য হবে ক্লেশকর।
এখান হইতে যাও উঠিয়া সত্বরে,
শয়ন করগে গিয়ে বার্ বাড়ীর ঘরে।"
তখন কি নিদ্রা হয়, কোথা তার মূল?
শয্যা নয় সুশাণিত শত কোটি শূল,
শুয়ে তায়, ছটফট্ ধড়ফড় মন,
চকিত তন্দ্রায় দেখি বিকট স্বপন।
শ্মশানে রয়েছি পড়ে হারায়ে জীবন,
পার্শ্বে মরে পড়ে আছে রমণী, নন্দন,-
অমনি কে যেন পৃষ্ঠে কশাঘাত করে,
দাঁড় করাইয়ে দিল শয্যার উপরে।

তাড়াতাড়ি দ্বার খুলে, দেখিলাম এসে,
ছেলে হয়ে, মরে, পড়ে আছে দ্বার দেশে।
বায়ু আদি বিকৃতির বিশেষ কারণে,
বকে, হাসে, ভয় পায় মানুষে স্বপনে।
অথবা মনের চিন্তা নানান প্রকার,
এই এক চিন্তা করি, পরক্ষণে আর।
না হতে প্রথম চিন্তা সব সমাপন,
দ্বিতীয় তৃতীয় আসি দেয় দরশন।
অর্দ্ধ-সমাপন সেই চিন্তা সমুদয়,
ফাঁক পেয়ে দেখা দেয় নিদ্রার সময়।
পরস্পরে একওরে গণ্ডগোল করে,
স্বপুরূপে অপরূপ নানা মূর্ত্তি ধরে।
দিবা, নিশা, সন্ধ্যা, সময়ের তিন ভাগ,
নিদ্রা, জাগরণ, স্বপ্ন, অবস্থা বিভাগ।
দিন নয়, রাত্রি নয়, মধ্যে সন্ধ্যা রয়,
নিদ্রা জাগরণ নয় মধ্যে স্বপ্ন হয়।
থাকিলে নিদ্রার ভাগ অধিক স্বপনে,
সে স্বপ্ন বৃত্তান্ত ভাল পড়ে নাক মনে।
'স্বপ্ন দেখেছিনু', এই মাত্র মনে রয়,
কি রূপ ব্যাপার তাহা, হয় না উদয়।
জাগরণ ভাগ বেশি স্বপনে থাকিলে,
পড়িবে সকলি মনে স্বপ্নে যা দেখিলে।
নিদ্রা, জাগরণ যদি থাকে সমভাগে,
কিছু বা ভুলিতে হয়, কিছু মনে জাগে।
কত কবি করেছেন সন্ধ্যার, বর্ণন,
কত কবি রচেছেন বিচিত্র স্বপন;
কবিদের কলমের শক্তি চমৎকার,
অসার পদার্থে করে সারের সঞ্চার।
যদিও স্বপন কাণ্ডে করিনি বিশ্বাস,
তার শুভাশুভ ফলে রাখিনি আশ্বাস,

তথাপি দেখিয়ে সেই বিষম ব্যাপার,
চমকিত হয়ে গেল হৃদয় আমার।
মৃত শিশু জননীর কথাই তো নাই,
প্রত্যুত আত্মারে যেন হারাই হারাই।
যাহা হোক সেরে গেল নিজ মৃত্যুভয়,
কিন্তু সরলার ভাগ্যে কখন্ কি হয়।
যত চেষ্টা করি হবে বলে প্রতীকার,
ততই বেগেতে বাড়ে বিষম বিকার।
পর্বতের শৃঙ্গ থেকে বেগে পড়ে জল,
তারে বাধা দেয় হেন আছে কোন্ বল?
হায় যে তুফান এই পড়েছে আসিয়ে,
নিশ্চয় যাইবে প্রিয়তমারে নাশিয়ে।
করুন ভূষিত বিধি হেন গুণে তারে,
না হয় কাঁদিতে যেন স্মরিয়ে আমারে!
হা হা রে হৃদয় ধন সরলা আমার,
কোথা গেলে ত্রিভুবন করি অন্ধকার!
উহু উহু বুক ফাটে হায় হায় হায়,
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল মাথায়!
কি করিব কোথা যাব, নাহি পাই ঠিক,
ঘোর অন্ধকারময় হেরি চারিদিক!
প্রাণ করে ছট্‌ফট্ শরীর বিকল,
সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপিয়ে জ্বলে প্রবল অনল।
সহেনা সহেনা আর যাতনা সহেনা,
রহেনা রহেনা প্রাণ দেহেতে রহেনা।
হা আমার নয়নের আনন্দ দায়িনী,
হা আমার হৃদয়ের প্রফুল্ল নলিনী,
হা সরলে শুদ্ধশীলে সত্য পরায়ণা,
হা মানিনী গৌরবিনী ধৈরষভূষণা,
হা আমার প্রিয় পত্নী মনমত ধন,
হা আমার ভরণের উজ্জ্বল ভূষণ,

হা তাত, হা মাত, ভ্রাত কোথা গো সকল,
হা কি হল, কোথা গিয়ে হই গো শীতল!
প্রণয় পরীক্ষা হেতু করিয়ে ছলনা,
সরলা লুকায়ে বুঝি দিতেছ যাতনা?
অয়ি প্রিয়ে দেখা দাও, পরাণ জুড়াও,
বৃথা কেন লুকাইয়ে আমারে কাঁদাও।
পরাণ কাঁদিয়ে উঠে না দেখে তোমারে,
তোমা বই কে আমার আছে এ সংসারে।
এই যে সরলা আহা সম্মুখে এয়েছে!
চাঁদ মুখ আধঢেকে দাঁড়ায়ে রয়েছে!
খামকা যাতনা দেওনা ভাল হয় নাই,
লজ্জায় পড়েছে, তাই মুখে কথা নাই!
মুকুলিত হইতেছে যুগল নয়ন,
বিন্দু বিন্দু ঘামিয়েছে কমল বদন।
মধুরে মৃদুল হাস্য রাজিছে অধরে,
অঙ্গযষ্টি অল্প অল্প থর থর করে।
মরি মরি কি মাধুরী হায় হায় হায়,
কাছে এস প্রিয়তমে কাজ কি লজ্জায়!
হৃদয়ের ধনে আজি, রাখিয়ে হৃদয়ে,
জীবন জুড়াই, থাকি সুশীতল হয়ে!
কই কই! কোথা গেল দেখিতে দেখিতে
সৌদামিনী লুকাইল খেলিতে খেলিতে,
দৃষ্টিপথে আবির্ভূত দ্বিগুণ আঁধার,
শ্রবণে বজ্রের ধ্বনি বাজে অনিবার।
হাহারে হৃদয় ধন সরলা আমার;
কোথা গেল ত্রিভুবন করি অন্ধকার!

### শোক সংগীত

(রাগিণী ললিত; তাল—আড়াঠেকা)

হায় কি হল, কোথায় গেল
আমার প্রিয় দুখিনী!
হৃদয় কেমন করে, কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণী।
এত সাধের ভালবাসা;
এত সাধের তত আশা,
সকলি ফুরায়ে গেল হায় হায় হায়!—
চরাচর সমুদয়
শূন্যময় তমোময়,
বিষাদ বিষণ বিষ দহে দিবস যামিনী!

ইতি বন্ধু বিয়োগ কাব্যে পূর্ণবিজয় নামক তৃতীয় সর্গ।

## চতুর্থ সর্গ

যখন সকলে ত্যজে গেল ক্রমে ক্রমে,
শোক নিবারিতে নাহি পারি কোন ক্রমে।
বিষাদ বারিদ জাল সুখ সুধাকরে
ডুবাইয়ে রেখেছিল তিমির সাগরে।
কেহ যেন যমালয়ে লইয়ে আমায়,
ফেলে দিয়েছিল তপ্ত তেলের কড়ায়।
মস্তক তুলিতে হয় সভয় অন্তর,
লম্বমান লৌহ গদা ঘোরে ঘর ঘর।
অহহ কি ভয়ানক নরক ব্যাপার!
বিষম জ্বলন জ্বালা নিতান্ত দুর্ব্বার।
কে করে সান্ত্বনা, রাম, তুমি রে তখন,
হয়েছিলে বহু অংশে মম বিনোদন।
সংস্কৃত কবিদের কি কাব্য মাধুরী,
সুধা-রস ধারাবাহী রচনা চাতুরী!

কে বলে গো দেবলোকে বীণা বাজে ভাল,
শচীর হৃদয়ে রাজে পারিজাত মাল।
সরলতা গুণে গাঁথা অমৃতের ফুল;
এ মালার ত্রিজগতে নাই সমতুল।
বায়ুভরে মধু ক্ষরে, গন্ধে ভর ভর,
কোকিল কুহরে, কিবে ঝঙ্কারে ভ্রমর।
দেখিলে শুনিলে এব কঠিন পাষাণ,
প্রফুল্ল হইয়ে ওঠে শোকাকুল প্রাণ।
তুমি সেই কাব্য লয়ে নিকটে বসিতে,
মধুর গম্ভীর স্বরে পড়িয়ে যাইতে।
শুনিয়া সন্তোষে পূর্ণ হইত হৃদয়,
দূরে যেত শোক তাপ, শান্তির উদয়।
বড় খুসি হই আমি, ছাত্র পেলে ভাল,
তুমি তাই ছিলে, ছিলে নয়নের আলো।
জননী, জনমভূমি, সবে মুখে বলে,
কাজে কিন্তু কটা লোক সেই পথে চলে?
জন্মভূমি থাক, জন্ম যাঁহার উদরে;
মানুষ হয়েছি যাঁর কোলে খেলা করে;
আমার ব্যারামে হয় যাঁর উপবাস;
হেরিলে মুখেতে হাসি যাঁর মুখে হ্লাস,
ক্রন্দন শুনিলে যাঁর কেঁদে ওঠে প্রাণ,
কি করেন, কোথা যান, কত হান্ ফান,
কোলে করি কত সুখ হয় যাঁর মনে,
কথা শুনি স্নেহ অশ্রু বহে দু'নয়নে;
কেলে কিষ্টি, বিশ্রী; ঘোর বিকট আকার,
গরবিনী ভামিনীর দু'চক্ষের বার,
সকলেই চটে যায় দেখিলেই ছাঁদ,
সেও হয় যাঁর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ;
রূপ গুণ ধন মান কিছু কাজ নাই,
প্রাণে বেঁচে থাক বাছা, শুধু এই চাই;

এমন পরম ধন, জগতের সার;
প্রাণ দিয়ে শোধা নাহি যায় যাঁর ধার,
তাঁহাকেই আজ কাল লোকে বড় মানে,
মানের বদলে স্ত্রীর বাঁদী কোরে আনে।
বাবু হয়েছেন রাজা, বিবি রাজরানী;
হুট্ ছুট্ দাসী হোক্ দুখিনী জননী।
আবেরে দুরাত্মা, মদে হয়েছ মাতাল,
বিবি কি রাখিবে তোর ইহ পরকাল?
অবশ্য আছেন বহু হেন ভাগ্য ধর
ধরেন জননী পদ মস্তক উপর।
অবশ্য স্বীকার করি দুই একজন,
ধরেন জীবন জন্মভূমির কারণ।
জননী জনমভূমি সম মাতৃভাষা,
যত কিছু মঙ্গলের তাঁর প্রতি আশা।
তাঁহার মঙ্গলে হবে দেশের মঙ্গল,
তাঁর অমঙ্গল হবে দেশের অমঙ্গল।
যত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হইবে সঞ্চার,
যত তাঁর আলোচনা হইবে প্রচার,
ততই প্রবোধ সূর্য্য হইবে উদয়,
ততই জনমভূমি হবে আলোময়।
এই তত্ত্ব সার তুমি বুঝেছিলে রাম,
মাতৃভাষা সাধনা করিতে অবিশ্রাম।
কৃত্তি, কাশী, ভারত, মুকুন্দ মহাকবি,
এঁকেছেন যে সকল মনোহর ছবি,
সেগুলি তোমার ছিল নয়নে নয়নে;
বাণী যেন বিহরেন কমল কাননে।
সাগর সম্ভূত রত্ন, অক্ষয় ভাণ্ডার,
কেহ বল অপরূপ, কেহ কদাকার;
কিন্তু তুমি কর নাই কভু অযতন;
বঙ্গের সকলি তব আদরের ধন।

বাঙ্গালা পুস্তকে ছিল অত্যন্ত মমতা,
দুর্দ্দশা দেখিলে তার বুকে পেতে ব্যথা।
ধূলা ঝেড়ে কোলে করে হতে হরষিত,
ছেলে কোলে করে যেন পিতা প্রফুল্লিত।
স্বদেশের নারীদের অদৃষ্টের দোষে,
পড়েছে তাহারা সবে বাগ্‌দেবীর রোষে।
মূর্খতা তিমিরে মন ঘোর অন্ধকার,
চারিদিকে ভ্রান্তি সিন্ধু অকূল পাথার,
দ্বেষ হিংসা কলহের তরঙ্গ ভীষণ,
উদ্বেগ সন্তাপ বহে প্রচণ্ড পবন,
ঘোরতর অস্তগত বিজ্ঞান মিহির,
কি কর্ত্তব্য, কি করিছে, কিছু নাই স্থির।
সে দিন, কি শুভদিন হইবে উদয়,
যে দিনে তাদের মন হবে আলোময়!
একেবারে নিবে যাবে কচকচি কলহ,
পরিবারে পরস্পরে হবে প্রীতি স্নেহ।
সকলেই সকলের দিতে দিবে মন,
অহিতের প্রতীকারে করিবে যতন।
সকলেরি মুখে হাসি, খুসি মন প্রাণ,
মহানন্দে সারদার গাবে গুণগান।
কোথাও লালন বালা অচল নয়নে,
নতমুখে শিল্প কর্ম্মে আছে এক মনে।
কোথাও জননী লয়ে কুমারী কুমার,
শিখান সহজে কত কথা সার সার।
কোথাও যুবতী সতী প্রাণপতি সনে,
আছেন কবিতামৃত রস আস্বাদনে।
বিনোদিনী বিদ্যার হইলে অধিষ্ঠান,
আহা সেই স্থান কিবে হয় শোভমান।
যে দিন কল্পনা পথে করি বিলোকণ,
পরম আনন্দে আমি হতেছি মগন;

সে দিনে তোমার ছিল সবিশেষ লক্ষ্য,
তবে অনুষ্ঠানে হতে সর্ব্বথা স্বপক্ষ।
যখন যা প্রয়োজন সেই বহি নিয়ে,
বেড়াইতে বামাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে।
ইহাতে সহিতে হত কতই লাঞ্ছনা,
ঘরে পরে পিতৃ-স্থানে বিবিধ গঞ্জনা।
তবু স্বদেশীয় ভগ্নীগণের শিক্ষায়,
কভু আমি ভগ্নোৎসাহ দেখিনি তোমায়।
যাদের তেজস্বী মন খাঁটি পথে ধায়,
তারা কি দৃক্‌পাত করে ও সব কথায়?
যাক মান, যাক প্রাণ, নাই প্রয়োজন,
অবশ্যই করা চাই কর্ত্তব্য সাধন।
মানিতে আমারে তুমি গুরুর মতন,
করিতে মিত্রের মত প্রীতি প্রদর্শন।
বিপদে সহায় ছিলে, দুখী ছিলে দুখে,
সম্পদে সন্তুষ্ট সখা, সুখী ছিলে সুখে।
দেখিলে ন্যায়ের কার্য্য প্রশংসা করিতে,
অন্যায় অঙ্কুর মাত্রে বিরক্ত হইতে।
ছেলেবেলা হয় নাই বিদ্যা আলোচন,
উদ্ধত ব্যাভার ছিল তোমার তখন।
কিন্তু কভু মজ নাই, অসৎ আচারে,
পরমন্দ পরদ্বেষ নেশা ব্যাভিচারে।
অবশ্যই মনে ছিল মহত্ত্বের মূল,
নহিলে সময়ে কভু ফোটে কি সে ফুল?
শুধু বিদ্যা শুধু নয় মহত্ত্ব সাধন,
যার যে প্রকৃতি, ঠিক সে হয় তেমন।
স্বভাব হইলে সৎ বিদ্যার প্রভায়
সকলের সুখকর শুভ শোভা পায়।
অসৎ হইলে, সৎ বলি বা কেমনে,
ভুজঙ্গ মস্তকমণি শোভে তো কিরণে।

চটকেতে ভুলে যারা কাছে যার তার,
ছোবলে ছোবলে শেষে প্রাণে বাঁচা ভার।
তোমার প্রকৃতি ছিল স্বভাব সুন্দর,
পড়েছিল বিদ্যালোক অতি মনোরম,
শীলতা নম্রতা দয়া ছিল অনুপম।
শেষে করি শৈশবের ঔদ্ধত্য সংহাব,
আহা কিবে হয়েছিল নম্র ব্যবহার।
পাদপে ধরিলে ফল,
নীরদে পূরিলে জল,
নত হয়ে রয় কিবে শোভা মনোহর,
গুণ বিদ্যা ভারভরে,
মানরে বিনম্র করে,
হেরে তারে সকলের জুড়ায় অন্তর।
বাঁচিয়ে থাকিলে তুমি বংশ হত আলো,
এ দেশের, এ জাতির ঢের হত ভাল!
হা হা প্রিয়গণ, অল্পক্ষণ সুখ দিয়ে,
প্রণয় পবিত্র প্রভা প্রকাশ করিয়ে,
অরুণ উদয়ে সবে হলে অদর্শন!
জগতের জ্বালা হতে পেয়ে অবসর,
নিদ্রিত রয়েছ মহা-নিদ্রার ভিতর।
তোমাদের পক্ষে এবে সম সমুদয়,
প্রণয়েতে বিশ্ব যেন হয়েছে বিলয়।
কিবা ঘোরতর বজ্র-নিনাদ ভীষণ,
কিবা সুমধুর তব বীণার বাদন,
কিবা প্রজ্বলিত দিনকর খব জ্যোতি,
কিবা পূর্ণশশধর নির্ম্মল-মালতি,
কিবা বিদ্যুতের খেলা নীরদ মণ্ডলে,
কিবা কমলের শোভা ঢল ঢল জলে;
কিবা সাধুদের মুখে প্রশংসার গান,
কিবা নিন্দুকের তৃণে বিষে শানা বাণ,

কিবা প্রিয় বান্ধবের শোক হাহাকার,
কিবা শত্রু শকুনির সানন্দ চীচকার;
কিছুই এখন আর অনুভূত নয়;
প্রলয়েতে বিশ্ব যেন হয়েছে বিলয়!
হায়রে মনের সাধ মনেই রহিল,
বসন্ত মুকুল জাল আতপে দহিল!

ইতি বন্ধু বিয়োগ কাব্যে পূর্ণবিজয় নামক চতুর্থ সর্গ।

## সমাপ্ত

# কবি পরিচিতি

**বিহারিলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫–১৮৯৪)** ঃ আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের জনক এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু। জন্ম ২১শে মে, ১৮৩৫ (৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)। পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্তী। পিতার আদরের সন্তান বিহারিলাল চার বছর বয়সে মাতৃহারা হন। বিদ্যালয়ে অধিক শিক্ষা প্রাপ্ত না হলেও বাইরে থেকে নানা বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি শ্রুতগীত নিজেই গাইবার চেষ্টা করতেন এবং কোন অংশ ভুলে গেলে নিজেই তার পাদপূরণ করতেন। এইভাবে স্বীয় কবিতা রচনার সূত্রপাত হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে কিছু ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের পাঠ নেন। তাঁর ধীশক্তি খুবই তীব্র ছিল এবং বায়রণ, সেক্সপীয়র প্রমুখের দু'চারটে নাটক পাঠ করেছিলেন এবং তৎকাল-প্রচলিত গ্রন্থরাজি উত্তররূপে পাঠ করেছিলেন। তিনি দীর্ঘাকৃতি, সবলকায়, তেজীয়ান ও অকুতোভয় ব্যক্তি ছিলেন যা বাঙ্গালীদের মধ্যে খুব কম দেখা যায়। উনিশ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম বিয়ে হয় দশম বর্ষীয়া এক পরিচিতা বালিকার সঙ্গে। ৪ বৎসর পরে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া প্রসূতিও প্রাণ ত্যাগ করেন। বিহারিলাল তাঁর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস তাঁর বন্ধুবিয়োগ কাব্যের 'সরলা' নামক সর্গে ব্যক্ত করেছেন। তার কিছুদিন পরে পিতা তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ সংঘটন করেন। তিনি 'পূর্ণিমা', 'অবোধবন্ধু', 'সাহিত্য সংক্রান্তি' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। অবোধবন্ধুতে প্রকাশিত বিহারিলালের কবিতা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আনন্দ দান করেছিল। জীবনের শেষ দিকে তিনি বহুমূত্র রোগে পড়েন এবং ৫৯ বৎসর বয়সে ১৮৯৪ সালের ২৪শে মে (বাংলা ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০১) তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচনাবলী—স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮); সঙ্গীতশতক (১৮৬২); বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০); নিসর্গসন্দর্শন (১৮৭০); বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০); প্রেম প্রবাহিনী (১৮৭০) ও সারদামঙ্গল (১৮৭৯)।

সূত্র 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'
বাংলা বিশ্বকোষ (ঢাকা)

# অশ্রু পুঞ্জ

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৮

স্বপ্ন সম মনে পড়ে ছিল নাকি হেন দিন
আমারে সৌভাগ্যবতী বলিত জগতজনে;
সুখের সাগর মাঝে করিতাম সন্তরণ
জগত কাঁপাত নাকি আমার সুপুত্রগণে॥

সকল(ই) ফুরা'য়ে গেছে আছে স্মৃতি মাত্র তার
জ্বালার উপরে শুধু জ্বালা'তে বিদগ্ধ প্রাণে;
এ জ্বালা যাবার নয় কি জীবনে— কি মরণে
পিছে পিছে যাবে জ্বালা এ দেহের অবসানে॥

সে সব ভাবিতে গেলে জগত ঘুরিয়া যায়
গাঢ় কুয়াসায় বিশ্ব আচ্ছাদে নয়ন 'পরে;
সাধ হয় মনে মনে কপাল ভাঙ্গিয়া দেখি
আর(ও) কত দুঃখ আছে সঞ্চিত অভাগী তরে॥

চলিলে রিপন? যাও যাও বৎস সুখে থাক
অনেক করেছ তুমি অভাগী ভারত লাগি;
সকলের সব আছে দুঃখিনীর কেহ নাই
সংসারের রীতি এই অনেকে সুখের ভাগী॥

বিপদে পাতিবে বুক কে আছে এমন মোর?
অনেক করেছ বাছা তুমি এ দুঃখিনী তরে:
কি আছে কি দিব বৎস! করিমাত্র আশীর্ব্বাদ
বিহর অবনী-বক্ষে নিয়ত প্রমোদ ভরে॥

৯

ভিখারিনী আমি এবে ভিখারি সন্তান মোর
অসহায়ে — অনাশ্রয়ে পালিয়াছ যে যতনে;
দীর্ণ করি বক্ষঃস্থল শোণিত করিলে দান
অনুমাত্র কৃতজ্ঞতা লাগেনা লাগেনা মনে॥

ভারত ভিখারি বটে অকৃতজ্ঞ নয় কভু
তোমার কিরীতি হৃদে বিদ্ধ র'বে স্তরে স্তরে
যাও বৎস সুখে থাক জীবন বন্দিত হ'ক
দেবতা করুক তব পুষ্পবৃষ্টি শির'পরে॥

(উভয়ের শূন্যে অন্তর্ধান)

জনৈক ভারতকুমার। কোথা জীবনের সন্তোষ-সুষমা
কোথা হিল্লোলিত হাসির হার?
কেন হৃদয়ের প্রতি কক্ষ আজ
নীরবে বহি'ছে জড়তা ভার?
শূন্যময় প্রাণ — শূন্য চারিধার
অনন্ত শূন্যেতে ভাসি'ছে সংসার
নীরধি নিকুঞ্জ — কানন কান্তার
শূন্য গ্রাসে আজ কেন রে লীন?

প্রভাত অরুণে কালিমা ছাইল
তরুণ ঊষায় নিশা প্রকাশিল
বাসন্তী প্রকৃতি মরুতা মাখিল
কেন কেন আজ প্রতিভাহীন?

১০ কাঁদ সদা উদ্বেলিত প্রাণ
সদা জ্বলে হৃদে বিষাদের বাণ
মানব দুর্জ্ঞেয় বিধাতা বিধান
কাঁদনই বুঝি প্রমোদ তাঁর?

কে ভেবেছে কাল কাঁদিব আজিকে?
শত বজ্র শিখা — ধরিব মস্তকে?
জীবন্ত যন্ত্রণা পলকে পলকে
নাচিবে হৃদয়ে ভীষণাকার?

কাঁদাইব শেষে সাধ ছিল যদি
পুত্র নির্বিশেষে কেন নিরবধি
বিপুল আগ্রহ — করুণা জলধি
বরষিলে দেব! অভাগাগণে?

কেন পিতা সম করিয়া যতন
স্বরগীয় স্নেহে ভিজাইলে মন?
কেন বাঁধি ঋণে যাবত জীবন
ভাসা'লে কাঁদা'লে ব্যথিত প্রাণে?

তব ঋণরাশি শুধিবার নয়
তব স্নেহ প্রীতি ভুলিবার নয়
আমরা কাঁদিব বাঁধিব হৃদয়
যা' আছে কপালে তাহাই হবে॥

১১ যাও দেব! যাও -- দৃঢ় কর মন
সহর্ষে করগে -- স্বকার্য্য-সাধন
মাগি কায় মনে -- বিভু নিকেতন
তোমার কুশল - অচল র'বে॥

আয় ভাই সব আয় গলা ধরে
আয় প্রাণ খুলে কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে
আজ হ'তে মোরা অবনী ভিতরে
অযত্ন-রক্ষিত অনাথ দল॥

মানসের সুখ কিছু নাহি আর
যত্নের জীবন জ্বলন্ত অঙ্গার
নিকরুণ বিধি করিয়া আঁধার
হরি'ছে মোদের সুখের স্থল॥

কি আছে কি দিব সাজা'ব চরণ
কি দিয়ে জুড়াব উদাস প্রাণ?
নাহি কোকনদ কুঙ্কুম চন্দন
অনাথ আমরা কি দিব দান?

সাধ নিজ নিজ জীবন ছিঁড়িয়া
বিঁনা সুতে দিব! মালা বিনাইয়া
রাজীব চরণে অঞ্জলি ভরিয়া
সাজাইয়া দেখি কি শোভা কবে?

১২ হ'ল নাত তাহা -- কি আছে রে আর!
কি আছে চরণে দিব উপহার?
ফোটা অশ্রুফুলে গাঁথা এই হার
লও দেব! দিনু চরণ 'পরে॥

ভবানীপুর "ভ্রাতৃ সমাজ"

সম্পূর্ণ।

*(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)*

# বিরহ-বিলাপ

নামহীন / প্রকাশক — অরুণোদয় প্রেস

বিরহ বিষম বাণ পসিল হৃদয়
"হৃদয়ের নিধি বিধি যদি কেড়ে লয়"।
যাতনা জানাব কায় বিনে সে গোবিন্দ,
ধরেছেন কত, রাধা পদ অরবিন্দ।
একদিন তব সনে গঙ্গার তীরেতে,
গিছিলাম মোরা দুয়ে বায়ু সেবনেতে।
তখন হে সূর্য্য দেব ডোবো ডোবো হ'য়ে
আরক্ত করেছে শোভা পৃথ্বী সমুদয়ে।
অপূর্ব্ব ধরেছে শোভা অট্টালিকা গায়,
সুবর্ণে খচিত যেন মনে এই লয়।
ঝিক্‌মিক্ করে জল চিক্ চিক্ করে,
সোনার থালের মত জলের ভিতরে।
কল কল্ রবে বহে জাহ্নবী জননী,
তুলার সমান ঢেউ বহে অগণনী।
ভাসিতেছে নৌকা কত জাহাজ বিস্তর,
বড় বড় বজরা যার গভীর ভিতর।
দেখিতে দেখিতে এলো যামিনী অমনি,
নিলাম্বরী পড়ি সাড়ি বেরোলো সজনী।
নীল রঙ্গে আভা পেয়ে পৃথ্বী সমুদয়,
হইল সকলি যেন অন্ধকারময়।
আকাশে উদিত শশী মৃগ লয়ে কোলে,
তারা সবে মালা হ'লো পরিল হে গলে।
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা শোভা মনোহর,
আলো করে সমুদয় জগৎ ভিতর।
তখন যাইনু মোরা ঘাটের উপরে
বসিনু হে মোরা দুয়ে পাশাপাশি করে।

তখনি বলিলে তুমি জানি হে তোমায়।
কবিত্বেতে অধিকার আছে আপনায়।
বলনা আমায় শুনি কবিতা তোমার,
এমন সময় নাথ পাবে নাকো আর।
আমি হে তখনি প্রিয়ে তোমায় বর্ণিয়া,
এই রূপে তব রূপ বলি বিনাইয়া।
আহা মরি একি হেরি নবীন যুবতী,
কেশ পাশ লম্বমান দিকে বসুমতি।
বিষধরী বিষধরি হেরিয়া উহায়,
মনোদুখে তারা সবে বিবরে লুকায়।
তাহার ভ্র'র শোভা হেরে শচিপতি,
উহারে পাইতে তাঁর হইল হে মতি।
দেবের অসাধ্য পেতে পাইবে কেমনে,
মনোদুখে রামধনু গড়িল যতনে।
তাহার চক্ষের শোভা দেখিয়া হরিণী,
কেমতি হয়েছে হায় মাঠেতে মলিনি।
হেরিয়ে সবলা নাশা খগপতি মনে,
পাইল নানা ক্রোধ বলিব কেমনে।
বিষ্ণুর বাহন আমি আমারে জিনিল,
এ দুখ রাখিব কোথা সকলে জানিল।
কি কাজ দেখিতে আর মুকুতার হারে,
যে দেখেছে একবার ও মুখ ভিতরে।
যেবা না দেখিল তারা চেয়ে আকাশেতে।
যে শুনেছে মধু মাখা ও মুখের বাণি,
অমর হইবে সেই বলে শূলপাণি।
কি দিব ওষ্ঠের শোভা না পারি বর্ণিতে,
যেন বিম্ব পক্ক হ'য়ে রয়েছে লতাতে।
ভুজ দেখি বিধি বুঝি পদ্মানলে কয়,
ডুবে থাক্ জলে, লয়ে কাঁটা সমুদয়।
উহার বক্ষের শোভা কে পারে কহিতে।
শ্রীফল দাড়িম্ব কিম্বা বহেছে বৃক্ষেতে।

মনে হয় সরোবর নাভি মনোহর,
ত্রিবলি তরঙ্গ তার খেলে নিরন্তর।
কটিদেশ পশুপতি হেরিয়া তাহার.
মনোদুখে বন বাস করিল হে সার।
কদলি বৃক্ষের ন্যায় উরুত যুগল,
শিরীষ পুষ্পের ন্যায় চরণ কোমল।
যে করে আমার মন কাহারে কহিব,
বলিতে বিদরে বুক কেমনে সহিব।
বল বল প্রাণধন কোথায় রহিলে.
আমারে ছলনা করি কোথায় লুকালে.
পূর্ণিমার শশী সম ছিলে এতক্ষণ.
অমাবশ্যা ভয়ে প্রিয়ে ঢাকিলে বয়ান ?
তোমার বিরহে আমি জলে ঝাঁপ দিব.
তোমার বিরহে আমি অনলে পুড়িব।
তোমার বিরহে আমি দেশ ছাড়ি যাব.
তোমার বিরহে আমি চিতা সাজাইব।
অঙ্গেতে মাখায়ে ঘৃত তথা প্রবেশিব.
যাহাতে পুড়িব শীঘ্র উপায় করিব।
এত যে বাসিতে ভাল মোরে প্রাণধন.
কোথায় সে ভালবাসা রহিল এখন।
মান করে যদি থাক বল প্রাণেশ্বরী,
ভাঙ্গিব তোমার মান ও চরণ ধরি।
অয়ি প্রিয়ে! কোথা গেলে দেখা দাও মোরে
পরাণ জুড়াক্ মোর দেখিয়া তোমারে।
ব্যাকুলিত হ'লো প্রাণ না দেখে তোমারে.
তুমি বিনা কে আমার আছে এ সংসারে।
নলীনি মলিনী যথা রবির বিহনে,
নিরাঁনন্দ জীবনান্ত তোমার কারণে।
ত্রিজগৎ অন্ধকার আমার নয়নে।
সে আঁধার দেখি আমি তোমার বিহনে।

দিবাকার অন্ধকার নাশে দীনমণি,
তেমতি আঁধার মম নাশ সুবদনী।
থাকিয়া থাকিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিছে,
তোমা ছাড়া এ জগৎ সকলি হে মিছে।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান তুমি আদি অন্ত,
আমি জানি আর কেবা জানেন অনন্ত।
সে সব সুখের দিন হইল বিলীন,
সে দিন কি দিন হায় এ দিন কি দিন।
এই ছিলে কোথা গেলে মজাইয়া মোরে,
বল বল শীঘ্র বল আসিয়া সত্বরে।
ভালবাসা জানিবারে কারয়ে ছলনা,
কি কারণ মিছে আর দিতেছ যাতনা?
এই যে দাঁড়ায়ে ছিলে বৃক্ষের আড়ালে
আমাকে কাঁদাতে প্রিয়ে তুমি কি লুকালে?
অর্দ্ধ আবরিত মুখ কিসের কারণ,
পূর্ণিমার শশী যেন ঘনে আবরণ॥
নলীনি বদন ঢাকে যদি আভবনে,
গন্ধ কি ছোটেনা তার মক্ষিকা আঘ্রাণে?
কোথা আমি কোথা তুমি সকলি ভরম্,
বিধাতার বিধি আর দৈবের করম।
সহে না বহে না দুঃখ সহে না সহে না,
রহে না বহে না প্রাণ দেহেতে রহে না।
প্রাণাধিকে প্রিয়তমে! কোথা গো রহিলে,
রহিলে, একবার দেখা দাও মরণের কালে।
দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অস্তাচলে যায়,
কাল রূপ সন্ধ্যাকাল আগত হে প্রায়।
যেমন তেমন করে কাটাইনু দিন,
যত হে বাড়িছে রাত তত তনুক্ষীণ।
দিবা হ'লো অবসান আইল যামিনী।
স্নিগ্ধ করে ভূমণ্ডল শশাঙ্ক অমনি।

জীবজন্তু আদি করি নিদ্রায় কাতর,
সুধু নাহি অভাগার নিদ্রায় আদর।
শয্যায় কন্টক বোধ নিদ্রা হবে কোথা,
দুখানল জ্বলে হৃদে বিরহের ব্যথা।
আকাশে প্রকাশে ইন্দু দেখিয়া আমার,
উথলিছে শোক সিন্ধু কিসে হ'বো পার।
কেন চাঁদ কাম বাণ দিতেছরে শান,
বধিতে কি এত ইচ্ছা আমার এ প্রাণ।
নিশাকর সুধাকর সকলে বলায়,
তবে কেন বিষাকর বলাও আমায়।
তোমার ও শীত রশ্মি পারি না সহিতে,
পরশেতে শেল যেন বিঁধে হৃদযেতে।
তোমার মণ্ডল হয় যেন মীন কেতু,
সৃষ্টি কি উহার, মোরে বধিবার হেতু?
করহ বিকল যদি সরলার মন
বন্ধু বলি ত্যজি রোষ ক্ষমিব এখন।
আহা! সরলার সনে রাকা-বিভাবরী,
পোহায়েছি জাগি কত তার গলে ধরী।
বিনে সে নবীনা বালা কেমনে বাঁচিব,
দুঃসহ বিরহ ব্যথা কতই সহিব।
জাতি যুতি ফুল নানা ফুটেছে কামিনী,
হ'য়ে অনুকূল অলি পোহায় যামিনী।
উহাদের জাগরণ সুখ-প্রকরণ,
আমি হে কেবল জাগি দুখের কারণ।
হ'য়ে আছি মৃয়মান তোমার লাগিয়া,
আশার আশ্রিত তাই আছি হে বাঁচিয়া।
বহিতেছে মন্দ মন্দ মলয় সমীর,
স্পর্শমাত্র সুশীতল করে হে শরীর,
কিন্তু হে কপাল দোষে হেন সমীরণ,
জলন্ত আগুন লাগে আমারে এখন।

ক্ষণেক ভূতলে শুয়ে ক্ষণেক বসিয়া,
এইরূপে কাটি নিশা জাগিয়া জাগিয়া,
থাকিয়া থাকিয়া স্বপ্ন আসিয়া আমায়,
কত রূপ লীলা খেলা তখন দেখায়।
মনে হয় প্রাণাধিকে সরলা সুন্দরী,
শুইয়া ছিলাম মোরা পালঙ্গ উপরি।
আবার যখন সুখ স্বপ্ন যায় চলে,
দুখের সাগর যেন আবার উথলে।
আবার বহিতে থাকে দুনয়নে নীর,
আছাড় পিছাড় খাই হইয়া অস্থির,
হা সরলে প্রাণাধিকে উজ্জ্বল রতন,
হা আমার জীবনের তুমিই জীবন।
হা সরলে কি করিলে বলহ এখন।
কোথায় আছহ প্রিয়ে দেহ দরশন।
হা কি হ'লো কোথা গেল মনমত ধন,
যার জন্যে করিতেছি সদত রোদন।
কোথায় প্রাণের বন্ধু তোমরা এখন।
দেখা দাও একবার বিদরে জীবন।
যেথা থাক সেথা থাক বলিহে তোমায়,
ভুলনা আমায় প্রিয়ে ভুলনা আমায়।
যাহা ইচ্ছা তাই কর তোমার এখন,
যদিও বিদরে বুক ঝরে দুনয়ন।
কেমনে নিদয়া তুমি হইলে এখন,
আগেতেত অনুকূল ছিলে সর্ব্বক্ষণ।
সাধের প্রেমেতে এবে ঘটিল বিষাদ,
কেন পোড়া বিধি তুই সাধিলি এ বাদ।
তীরেতে লাগিয়া মোর ডুবিল তরণী,
ঝড়েতে ফলন্ত তরু ভাঙ্গিল সজনী।
শরদের পূর্ণশশী নিরমল অতি,
গ্রাসিলি আসিয়া রাহু ওরে দুষ্টমতি।

প্রণয় ফাঁদেতে আমি ধরিলাম পাখি,
আবার উড়িল তাহা পালটিতে আঁখি।
হবে কি এমন দিন প্রাণের প্রেয়সী,
পার্শ্বেতে দেখিব আর তব মুখশশী।
হায়! আমি সে সুখের আশা মিছে করি,
এ শোক-সাগরে মোরে কে মিলাবে তরি।
কতই সহিব আর যাতনা বিষম।
মৃত্যুতেই একমাত্র হবে উপশম।
জীবন নিধন হ'লে দেহ নাহি রয়,
বাঁচেনা মীনেরা সবে বিনে জলাশয়।
তেমতি বিহনে তব আমার শরীর,
ক্ষণমাত্র নাহি রহে হইয়ে সুস্থির।
একই নামেতে আছে সুহৃদ দুজন।
যাদের কথায় প্রিয়ে মজেছ এখন।
না জানি কি গুণ ধরে তাহাদের ঘর,
যাতায়াত কর প্রিয়ে যথা নিরন্তর।
কেমনে ভুলিলে আগে কার ভালবাসা,
এখন করালে মোরে শ্মশানেতে বাসা।
তবে কি তোমার প্রেম নাম মাত্র প্রেম,
"পিতলে গিল্টীর কাজ নাম মাত্র হেম"।
তবে কি তোমার প্রেম জোয়ারের জল,
কিছুকাল ভরাট্ থাকে হইয়ে কবল॥
তবে কি তোমার প্রেম বিজলীর প্রায়,
ইচ্ছা হ'লে দেখা দিয়ে অমনি লুকায়॥
তবে কি তোমার প্রেম ডুম্বুরের ফুল,
নামে আছে দেখা নাই জানিবে হে মূল।
হায় প্রেম তুমি প্রেম ধন্য এ ধরায়,
কত মত লীলা খেলা দেখাও সবায়।

## চাঁদের প্রতি

— ১ —

কে তুমি বিমানে আসি দেখা মোরে দিলে রে।
আচম্বিতে দেখা দিয়ে মন প্রাণ নিলে রে॥
কি নাম ধরহ বল দেখাতে তোমার বল
হানিলি এ অভাগার প্রাণ।
যাহা ইচ্ছা তাইকর কিছু ক্ষতি নাইরে।
সরলা কোথায় বল এই ভিক্ষা চাই রে॥

— ২ —

সুধাংশু তোমার নাম সকলেতে বলে রে।
তবে কেন অংশুমালা বিষসম লাগে রে॥
দারুণ অনলাকার সুশীতল তব কর.
হানে যেন বিচ্ছেদের বাণ।
যাহা ইচ্ছা তাই কর কিছু ক্ষতি নাই রে।
সরলা কোথায় বল এই ভিক্ষা চাই রে॥

— ৩ —

কলঙ্ক থাকিয়া তবু এত জোর কর রে।
অকলঙ্গ হ'লে তুমি আরো কত হত রে॥
লইয়া মোদের প্রাণ, করিতে হে খান খান,
দিতে আনি লুন মাঝে মাঝে।
যাহা ইচ্ছা তাই কর কিছু ক্ষতি নাই রে।
সরলা কোথায় বল এই ভিক্ষা চাই রে॥

— ৪ —

পেয়ে কুমুদিনী সতী করিছ বিহার রে।
অভাগার দুঃখ তুমি কেমনে বুঝিবে রে॥
যার দুঃখ সেই জানে, আব কত সব প্রাণে,
হান কেন আর তব বাণ।
যাহা ইচ্ছ তাই কর কিছু ক্ষতি নাই রে।
সরলা কোথায় বল এই ভিক্ষা চাই রে॥

— ৫ —

কেবলে তোমার কর অতি সুশীতল রে।
এর চেয়ে ভাল ছিল সূর্য্য তীক্ষ্ণকর রে॥
তার করে দেহ পোড়ে, তোর করে মন পোড়ে,
অভাগার প্রাণে বাঁচা ভার।
যাহা ইচ্ছা তাই কর কিছু ক্ষতি নাই রে।
সরলা কোথায় বল এই ভিক্ষা চাই রে॥

## কোকিলের প্রতি

— ১ —

কে তুমি শাখিতে বসি ডাক পঞ্চ স্বরে হে।
কোথায় বসতি ওরে, সত্য করে বল মোরে,
তোর ডাকে দেহ জ্বরে, কি করি উপায় হে,
বল বল শীঘ্র বল প্রাণ বিদবয় হে॥

— ২ —

দেখিতে সুঠাম কিন্তু ডাকে প্রাণ ফাটে হে।
এ দারুণ ডাক তব, আর কত প্রাণে সব,
এ দুখ কাহারে কর, সহিতে পারিনি হে।
সরলা বিচ্ছেদ তাহে কি কায জীবনে হে॥
ডাক ডাক যত পার নাম বলে দাও হে।
কে তুমি শাখিতে বসি ডাক পঞ্চস্বরে হে।

— ৩ —

ওকে তব কাছে বসি ডাকিছে তোমায় হে।
বল বল মোরে বল, তব ডাকে নাহি বল।
কি তুমি জানহ কল, আমারে বলনা হে।
বুঝি "প্রিয়ে" হবে তব করনা ছলনা হে॥
ডাক ডাক যত পার নাম বলে দাও হে।
কে তুমি শাখিতে বসি ডাক পঞ্চস্বের হে॥

— ৪ —

শ্রবণ-রঞ্জক তুমি সকলেতে বলে হে।
তারা কহে মধুস্বরে, ডাক তুমি পঞ্চস্বরে,
কিন্তু বিষ লাগে মোরে, বিছা তাই বলি হে।
তব ডাকে দিন দিন দেহ হ'লো কালি হে॥
ডাক ডাক যত পার নাম বলে দাও হে।
কে তুমি শাখিতে বসি ডাক পঞ্চস্বরে হে॥

— ৫ —

মনে হয় কুঞ্জবনে রাধিকারমণ হে,
লইয়া রাধিকা বামে, মজিয়া সে নব কামে
রাধাও বরিয়া শ্যামে করিছে বিহার হে।
তবে কি বধিতে মোরে ডাক বার বার হে॥
ডাক ডাক যত পার নাম বলে দাও হে।
কে তুমি শাখিতে বসি ডাক পঞ্চস্বরে হে॥

## গঙ্গার প্রতি

— ১ —

কে তুমি ডাকহ মোরে কল কল রবে লো।
জান কি সরলা কথা, যার জন্যে এত ব্যথা,
পাইতেছি প্রাণে।
জান যদি বল মোরে নতুবা কি হবে লো॥

— ২ —

বল সখি ত্বরা করি সরলা কোথায় লো
যার জন্যে প্রাণ মোর, সতত করিছে জোর,
বেরোবার তরে।
মাতা খাও কোথা পাব বলহ আমায় লো॥

— ৩ —

চল সখি মোর সাথে দেখাইতে তারে লো।
যার লাগি দিন দিন দেহ মোর হয় ক্ষীণ,
কি করি উপায়।
মিলাতে পারহ যদি বাঁধাবর করে লো॥

---

বিশ্রাম করহ হেথা পাঠক সুজন,
শুনাব অপর কাব্য মনের মতন।

**সম্পূর্ণ।**

*(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)*

# অশ্রুকানন
# বা
# ভারত-বিলাপী

(উপহার পত্র)

দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণসম্পন্না, স্বদেশ-সাহিত্যানুরাগিনী
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী করকমলেষু।

মহোদয়া,

আপনার অসীম দানশক্তির প্রভাবে জগৎমুগ্ধ, একথা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। যেহেতু দীন-দুঃখী অনাথগণের দুঃখমোচন ও সাহিত্যানুরাগী জনগণের উৎসাহ বর্দ্ধনে আপনার সমধিক যত্ন ও আহ্লাদ, এই সকল গুণে কৃতজ্ঞ হইয়া আপনার শ্রীকরে এই ক্ষুদ্র অশ্রুকানন বা ভারত-বিলাপীখানি অর্পণ করিলাম। এক্ষণে আপনি ইহাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধনে যত্নশীলা হউন। আমার সাধ্যমত বিনয়তা প্রকাশ করিলাম। কোন দোষ হইয়া থাকে ক্ষমা করিবেন ইতি—

বিনয়াবত
শ্রী সাতকড়ি দে।

# ভূমিকা

প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কি দূরবস্থাই ছিল? বিশেষতঃ বঙ্গের অবস্থা আরও শোচনীয়; তখনকার কথা মনে হইলে বঙ্গবাসী মাত্রেরই হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। তখনকার সমস্ত কথা লিখিতে হইলে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে স্থান অভাব হইয়া পড়ে। অতএব আজি আমি কমল বিলাসিনী ভারতীয় প্রসাদে সেই সময়ের দুরবস্থার কিয়দংশ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে প্রকাশ করিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম। এক্ষণে পাঠকবৃন্দ ইহার প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি করিলেই আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা

১০ই মাঘ, ১২৮৬

শ্রী সাতকড়ি দে।

# অশ্রুকানন

# বা

# ভারত-বিলাপী

গাও গাও গাও, গাও সবে গাও;
গাও আনন্দেতে গাও, গাও বঙ্গবাসী গাও,
ভারতের সদা গুণ সঙ্কীর্ত্তন।

১

দুঃখিনী ভারতমাতা যেন অনাথিনী,
রোদন করিছে বসি দিবস যামিনী।
নয়ন পূরিয়া জল, করিতেছে টল টল,
ক্ষণেক থাকিয়া যেন ভূতলে ফেলিছে;
আবার অঞ্চল দিয়া নয়ন মুছিছে।

২

ক্ষণেক কাঁদিছে যেন করি হায় হায়!
ক্ষণেক হাসিছে যেন উন্মাদিনী প্রায়,
বিপন্না হইয়াক্ষণ, বসিয়া আছেন যেন,
অকূল দুঃখ সাগরে হইয়া মগন।
আবার ভূতলে অশ্রু ফেলিতেছে ক্ষণ।

৩

কখন কহিছে যেন হতাশ হইয়া
আপন সন্তানগণে নিকটে ডাকিয়া;
শুন শুন পুত্রগণ, এবে বুঝি যায় প্রাণ,
বাহির হইয়া হায়! মম দেহ হতে।
পর অধীনতা আর না পারি সহিতে।

৪

যাও সবে মিলে যত মম পুত্রগণ;
পার যদি দুঃখ অশ্রু করিতে মোচন।
জীবন্ত থাকিব তবে, নতুবা মরিব এব।
কম্প দিয়া স্রোতবতী গাঙ্গিনীর জলে;
নিবাইতে দুখানল যাহা সদা জ্বলে।

৫

জননীর দুঃখ দেখি ভারত সন্তান
হতাশ হইয়া সবে করিছে রোদন।
উপায় নাহিক কোন, এবে তারা বলহীন,
জীর্ণ শীর্ণ হয়ে আছে কেবল বাঁচিয়া;
দেখিয়া তাদের দুঃখ বিদরিছে হিয়া;

৬

ভারতী সন্তানগণে বলহীন দেখি
বসিয়া রহিছে যেন মুদি দুই আঁখি।
মনে মনে কত শত, ভাবিতেছে অবিরত,
কখন রোদন করি ভূতলে পড়িছে;
আবার ক্ষণেক পরে উঠিয়া বসিছে।

৭

এইরূপে কত শত ভাবি মনে মন;
পরিধান করিলেন রক্তিম বসন।
গাঙ্গিনী নদীর তীরে, যাইতেছে ধীরে ধীরে
ঝম্প দিয়া জলে প্রাণ তেজিবার তরে;
(হায়) উন্মাদিনী হয়ে পুনঃ আসিতেছে ফিরে।

৮

জননীর এবম্বিধ দেখি এবে দুঃখ
একেবারে সবাকার ফাটিতেছে বুক।
কিন্তু হায়! বলহীন, বুদ্ধিহীন জ্ঞানহীন,
হইয়াছে এবে সব ভারত তনয়,
জননীর দুঃখে কিছু না পায় উপায়।

৯

ভারতীর দুঃখ দেখি যত দেবগণে,
বসিয়া আছেন সবে বিষন্ন বদনে।
তাঁদের নয়নধারা, যেন স্রো‌ত জলধারা,
ক্ষণে ক্ষণে অবনীতে হইছে পতন;
উপায় না দেখি পুনঃ করে সন্তরণ।

১০

(দেখ) উজ্জ্বল আকাশ ওই মস্তক উপরে,
ভারতীর দুঃখ দেখি আর্ত্তনাদ করে;
ক্ষণে ক্ষণে মেঘাচ্ছন্ন, কখন বা ছিন্ন ভিন্ন,
কখন ক্রোধেতে বাণ ভূতলে ফেলিছে,
(হায়) না পারি বধিতে অরি তুলিয়া লইছে।

১১

শর্ব্বরী হইলে শেষ ঊষা বিনোদিনী,
আসিয়া দিলেন দেখা সাজিয়া মোহিনী।
প্রত্যূষ ধরা উদ্যানে, দেখিতেছে ক্ষণে ক্ষণে।
মনোহর শোভা যত ভরিয়া নয়ন,
ভারতীর দুঃখ দেখি করিল রোদন।

১২

মৃদু মৃদু সমীরণ বহে অবিরত,
কাননেতে বৃক্ষাবলি হয় পুলকিত।
পাইয়া ঊষার আভা, পত্র কুল দেয় প্রভা
নিশির শিশির তারা মাখিয়া অঙ্গেতে
(আহা) ভারতীর দুঃখে তাহা লাগিল মুছিতে॥

১৩

কুসুম কানন মাঝে ফুল নানাজাতি।
মল্লিকা বকুল বেল টগর মালতী।
অশোক কিংশুক কত, ফুটিয়াছে শত শত,
ঊষারে দেখিয়া তারা সৌরভ দিতেছে,
(আহা) ভারতীর দুঃখ দেখি যেন কাঁদিতেছে॥

১৪

তাদের সৌরভ পেয়ে অলিগণ সবে।
ছুটিল আনন্দে তারা গুন গুন রবে।
কানন ভিতরে আসি, পুষ্পের অঙ্কেতে বসি;
তাহাদের রম্য মধু পান করিতেছে,
ভারতীর দুঃখ দেখি অশ্রু ফেলিতেছে॥

১৫

ভ্রমিতেছে চারিদিকে শিখীগণ সবে,
ডাকিতেছে পিকবর কুহু কুহু রবে।
যত নদী সরোবরে, শীতল সলিল পরে,
হংস হংসী জলচর ভ্রমণ করিছে,
ভারতীর দুঃখ দেখি সলিলে ডুবিছে॥

১৬

নিশানাথে অস্ত যেতে কুমুদী দেখিয়া
বিষণ্ণ হইয়া যেন রহেছে বসিয়া।
কাঁদিতেছে ক্ষণে ক্ষণে, চাহিয়া গগন পানে,
কখন কাতর হয়ে উঠিতে যাইছে।
ভারতীর দুঃখ দেখি ভূতলে পড়িছে॥

১৭

উঠিলেন প্রভাকর পূর্ব্ব গিরি পরে।
ঊষাকালে ধরাধামে শোভা দেখিবারে।
লোহিত বরণ হয়ে, রশ্মিজাল বিস্তারিয়ে,
ক্রমে ক্রমে ধীরে উপরে উঠিছে,
ভারতীর দুঃখ দেখি যেন কাঁপিতেছে॥

১৮

ক্ষণ পরে দিনমণি উপরে উঠিয়ে,
যাবতীয় রশ্মিজাল লইল গুড়ায়ে।
সরোবরে কমলিনী, রহিয়াছে একাকিনী
দেখিয়া তাহার সনে কহিতেছে কথা,
ভারতীর দুঃখ দেখে মনে পেয়ে ব্যথা॥

১৯

পাইয়া নাথের দেখা কমলী সুন্দরী,
আনন্দে ভাসিছে যেন সলিল উপরি
হেলায়ে দুলায়ে মাথা, কহিতেছে কত কথা,
বিগত যামিনী যোগে যাহা হয়েছিল।
(হায়) ভারতীর দুঃখ দেখি কাঁদিতে লাগিল॥

২০

আহা কিবা মন রম্য সময় এখন,
দেখিলে ধরার শোভা জুড়ায় নয়ন।
কিন্তু ভারতীর দুঃখে, সকলে আছে অসুখে,
দেখিয়া প্রকৃতি-দেবী রোদন করিছে।
ভূমিকম্প ছলে যেন সদত কাঁপিছে॥

২১

ভানুর কিরণ পেয়ে গাঙ্গিনীর জলে
হীরকের সম যত ঊর্ম্মি কূল জলে
কেহ বা লহরি সঙ্গে, আসিতেছে নানারঙ্গে,
ভারতীর দুখে পুনঃ করিছে গমন
সাগরের জলে গিয়া ত্যজিছে জীবন॥

২২

ধরণী উদ্যান পরি যত গিরি কূল।
ভারতীর দুঃখে সবে হতেছে ব্যাকুল,
হিন্দুকুশ হিমালয়, বিন্ধ্য ধবলা মলয়,
করিছে রোদন তারা যেন অবিরত,
নদী সম অশ্রুধারা হয় প্রবাহিত॥

২৩

ক্রমে ক্রমে দিনমণি মধ্য গিরি পরে,
উঠিলেন ভারতীর দুঃখ দেখিবারে।
দেখিয়া ভারতী সতী, কহিছে তপন প্রতি,
দয়াময় করি কৃপা নাশ এ যাতনা।
পর অধীনতা এবে আরতো সহে না॥

২৪

ভারতীর দুঃখ আর না পারি সহিতে।
গেলেন তপন দেব পশ্চিমাচলেতে।
রশ্মিজাল বিস্তারিল, ক্ষণপরে গুড়াইল,
ভারতীর দুঃখে ক্ষণ করিয়া রোদন,
বিমানেতে আরোহিয়া করিল গমন॥

২৫

দিনমণি অস্ত গেলে অসুখ অন্তরে।
ভাসিতেছে কমলিনী সলিল উপরে।
আসিতেছে অলিগণ, করিবারে মধুপান,
মাথা নেড়ে তাহাদের তাড়ায়ে দিতেছে,
(আহা) ভারতীর দুঃখ দেখি সলিলে ডুবিছে।

২৬

তাহা দেখি সূর্য্যমুখী কাতরা হইয়ে,
ছিন্না ভিন্না হয়ে যেন রহেছে দাঁড়ায়ে,
যাইতেছে ক্ষণে ক্ষণে, সপত্নীর অন্বেষণে,
না পেয়ে দেখিতে কর হানিছে কপালে,
(আহা) ভারতীর দুঃখ দেখি পড়িল ভূতলে॥

২৭

ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরি তিমির আসিয়া
প্রকৃতি সতীরে যেন ফেলিল ঘেরিয়া।
পিকবর ডালে ছিল, তারে দেখে পলাইল
ভয়ে ভীত হয়ে সবে বসিয়া রহিল,
ভারতীর দুঃখ দেখি কাঁদিতে লাগিল॥

২৮

ক্রমে ক্রমে নিশানাথ দিল দরশন,
আনন্দেতে কুমিদিনী খুলিল নয়ন।
পরে মৃদু মৃদু হাসি, মুকুল অঙ্কেতে বসি,
নিশানাথ সনে কথা লাগিল কহিতে,
ভারতীর দুঃখ দেখি অসুখ মনেতে॥

২৯

উঠিলেন নিশানাথ মধ্য গিরিপরে
যামিনীতে ধরণীর শোভা দেখিবারে ;
দ্বিতীয় প্রহর নিশি, দেখিলেন দশদিশি
নিদ্রিত হয়েছে তথা যত জীবগণ,
কেবল ভারতী সতী করিছে রোদন ॥

৩০

ভারতীর দুঃখ শশী করি দরশন
কাতর হইয়া ক্ষণ করিল রোদন।
হাসিতে না পারি আর, ভাবিলেন বারম্বার
উপায় না দেখি কোন হইয়া নিরাশা,
লাগিল খুঁজিতে সদা নিত্য অমানিশা ॥

৩১

যত জীব আছে এবে ভারতমণ্ডলে,
ভারতীর দুঃখে অশ্রু ফেলিছে ভূতলে।
কেহ না পারি সহিতে, তেজিছে প্রাণ দুঃখেতে,
কিন্তু সেই অরিগণ (কি) পাষাণ হৃদয়,
নাহি হয় তাহাদের মায়ার উদয় ॥

৩২

ভারতীর দুঃখ অশ্রু করিতে মোচন
অকাতরে সবে এবে মিলি দেহ প্রাণ,
সহা নাহি যায় আর, শোধ জননীর ধার,
যথাযথ সাধ্যমত করিয়া সাধনা,
উদ্ধারিতে জননীরে হতে এ যন্ত্রণা ॥

সম্পূর্ণ।

*(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)*

# বঙ্গকামিনী

১

বিকাশ উন্মুখ বরাঙ্গ লীলা।
প্রফুল্লিত চারু পীযূষ রাশি॥
চারুস্ফিত কুচ নবেন্দু আভা।
অবিন্যস্ত কেশ নিতম্বস্পর্শী॥

২

চারু নীলাম্বরী চম্পক বর্ণ।
বিকশিত নিম্নে শশাঙ্ক ভাতি॥
ঘন সুশোভিনী প্রমত্ত চিত্তে।
খুলিত সুবর্ণ মেঘান্তরালে॥

৩

অধর রঞ্জিত তাম্বুল রাগে।
সদা অস্ফুরিত নিবদ্ধ হাঁসি॥
দেহ অলঙ্কার মৃদু নিনাদে।
মানুষ বিমুগ্ধ মোহিত মোহে॥

৪

চির সাধ বেশ বিন্যাস ত্যেজি।
কভু শূন্য মনা বৈধব্য ক্লেশে॥
সুখ প্রদীপ নির্ব্বাপিত শিখা।
কাল দুর্নীবার ভীম অনিলে॥

৫

নিরাশ ব্যঞ্জক চঞ্চল আঁখি।
দুঃখ নীরে পূর্ণ হৃতানু রাগে॥
সদা স্নেহ সিক্ত সলজ্জ আস্য।
ঊষাস্ফুট পুষ্পে নীহার বিন্দু॥

৬

বিরহে বিচ্যুতা ব্রততী সমা।
বিষাদে বিশীর্ণা পতিতা ভূমে॥

৪০

প্রিয় প্রেম পবিত্র সুধা বিনে।
দহে শিমন্তিনী পাপ নিদাঘে॥

৭

৪১ যত কুলাঙ্গার মূঢ় সমাজে
করিছে বিদগ্ধ রমণীগণে,
ছলনা বন্ধনে ক্রমে ক্লিষ্ট ধর্ম্ম,
পারিজাত নন্দন হীন ভাতি॥

৮

ওহে সর্ব্বময় অচিন্ত নাথ
কেন সৃজ নারী বাঙ্গালি গৃহে।
জ্বলিতে অনন্ত জীবন ভরিয়ে,
হতাশ বৈধব্য নিরাশ প্রণয়ে॥

## দাম্পত্য প্রণয়

১

জীবন কাননে দুটি প্রফুল্ল প্রসূন।
এক বৃন্তে, হৃদে পূরি পূত পরিমলে,
বাসনা বিমল আশা উভয়ে সমান;
পরস্পর তুষিবারে সতত ব্যাকুল।
৪২ এক প্রস্রবিনী হোতে দুই প্রেমনদী।
প্রথমে সঙ্কোচ গতি ক্রমে পরিশর।
অনঙ্গ আবেশে অঙ্গ শ্লথ নব ভাবে—
অনন্ত তৃষিত চিত অনন্ত সলিলে ;
সাগর উদ্দেশে তাই করিছে গমন॥
ভালবাসা পারাবার পাইয়ে করেতে --
উথলে বিষাদ ক্লেশ চিন্তা দুঃখ আদি;
যতই পেতেছে করে বাড়ে তত আশা।
নিরাশ কাহার নাম জানে না কখন,
সম্মুখে অনন্ত নীর প্রণয় সাগরে।
পীযূষ আধার চারু যামিনী-ভূষণ,

লইয়ে একটি তারা অমূল্য রতনে।
হেসে হেসে প্রেমাবেশে করে অভিনয়,
বিমান প্রাঙ্গণে ধরি সোহাগের করে॥
সমীরণ কুসুমের সুবাস গ্রহণে
মোহিত করিয়ে মন বহে অনুক্ষণ
সতীত্ব সৌরভে ফুল্ল প্রেম সরোজিনী;
না রহে গোপন কভু নিরমল গুণে।
উদ্বাহ কালিকা, কালে হয়ে প্রস্ফুটিত,
৪৩ হৃদয়ে বাসনা, চাহি প্রাণ-পতি মুখ —
রত আজীবন দানে প্রেম সুধারসে।
শরমে মাখান হাসি স্ফুরিত অধর
কামিনী কোমলকান্তি প্রেমের প্রতিমা,
চারু রূপ সৌদামিনী আবরি অম্বরে;
মন্মথ বিলাস দেহ করিতে রক্ষিত।
অন্য পক্ষে, বিনে সেই প্রিয় প্রাণাধার।
মানস কর্ক্কশ স্থল নীচ বৃত্তিবয়ে।
যাদের গঠিত কভু তাহাদের মাঝে;
নাহি উপজয়ে প্রেম সুধারস-খনি।
অনন্ত জীবনে ভালবাসা নিরমল।
পূরীতে নবীন রসে হৃদয় ভাণ্ডার —
বালু পূর্ণ মরুভূমে কখন কি বহে,
স্বাদুনীর ধারা তৃপ্তি তৃষা নিবারণে;
সহ নব সোহাগিনী নব কমলিনী,
বিমল অমৃতে মাখা সলাজ বদন।
অস্ফুট উষায় নব ভানুর আদরে
প্রস্ফুটিত প্রেমনীরে, অনল শিখায়,
বিষম উত্তাপ সহি কলিকা কালেতে;
অকালে সুখায় প্রাণে অমনি তখনি,
৪৪ সুধা প্রবাহিনী গন্ধ কেমনে বহিবে।
মোহিতে মোহিলা মন প্রণয় আধারে

স্নেহ-নীরে করি দ্রব নিরেট পাষাণ,
যাহাতে কোনই চিহ্ন না হয় অঙ্কিত;
তীক্ষ্ণ লৌহ অস্ত্র বিনে কি করি তাহাতে,
কোমল কুসুমে গড়া কুসমেশু বাণ।
কুটীল দুর্ভেদ্য বক্ষ করিবে মন্থন॥
বিফল প্রযত্ন চেষ্টা বিফল প্রয়াস
তুষিতে হৃদয় মন পবিত্র পীযূষে,
উপর সুগন্ধ বায়ে মধু প্রমোদিনী।
বাহ্যিক সৌন্দর্য্যময়ী সুচারু কুসুমে
অন্তর মাঝারে যার দুষ্ট কীট পোরা,
স্বভাবতঃ গোলাপের যদিও কন্টক,
দেখিতে সুদৃশ্য, সুধা বাসে অনুপম;
কোমল চারুতা মাখা পরিপূর্ণ মধু॥
কাঁটা দেখি যত্ন করি লইলে করেতে
মোহিত করিবে মন নবরস দানে;
কিন্তু সেই গোলাপের মোহিনী মাধুরী
হেরিয়ে ব্যাকুল মনে লভিতে ত্বরায়;
ফুটিবে কন্টক, জ্বালা হইবে বিষম॥
৪৫ সেইরূপ কামিনীর সরস প্রণয়ে
যদি চ বিষাদ-কাঁটা খেরা চারিধার,
তৃণবত তুচ্ছ জ্ঞান করি সেই দুঃখ,
হৃদি পূরি লভিবারে নব পরিমল;
বাড়ে আশা ক্রমে আরো নব নব ভাবে।
উভয় মাঝারে যদি উপজে বিষাদ,
উভয়ে সমান দুঃখী উভয় কারণ;
প্রিয়া প্রিয় সমরূপ উভয় সমীপে।
কিছুতেই ভিন্ন ভাব নহে ক্ষণকাল
উভয়ে উভয় চিন্তা কেবল সম্বল॥

## ভারতের দুঃখ

১

হে জলদ কেন আজ হইলে উদয়
নিবিড় তমিশ্রা মাখি দুঃখিনী ভারতে॥
চিরতম অন্ধকারে,
মনান্তরে মতান্তরে,
সয়েছি অশেষ দুঃখ না পারি সহিতে॥

২

৪৬ ভীষণ দুর্ব্বার বেগে কত স্রোতস্বতী
হইয়াছে প্রবাহিত হোতেছে এখন।
উরস বিদীণ করি,
বিষাদ লহরী পুরি,
মস্তকে হিমাদ্রী ভার দাসত্ব জীবন॥

৩

নাহি আর সুখসাধ গিয়েছে মিটিয়ে।
জীবনে জীবনী শক্তি নহে বহমান॥
এবে কাপুরুষ যত,
নারী হয়ে নারী রত,
কি ভাবিছে কি করিছে নাহি অপমান॥

৪

কম্পিত কি ভয়ে যেন সতত মানস।
তোষামোদ অশ্রুপূর্ণ বীর্য্যে পরিণত॥
নাহি সে ঐশ্বর্য্য খনি
সতত দুর্ভিক্ষ্য ধ্বনি,
পদে পদে ম্লেচ্ছপদ আঘাতে দলিত।

৫

৪৭ সুন্দর স্মরণ কোথা সেই আর্য্যজাতি,
যাহাদের পাঞ্চজন্য পৃথিবী ত্রাসিত,
অকালে বিলীন হায়,
অমানুষি কার্য্যচয়,
অমর অক্ষরে সব রয়েছে চিত্রিত॥

৬

দেখিয়ে কি ফল তাহা বাজিবে হৃদয়ে,
বরং জন্মান্ধ হওয়া সৌভাগ্য দর্শন,
মনের সকল আশা,
কেবল জীবন নাশা,
হেরি ভয়ে ভাবি সুখ সকলি স্বপন॥

৭

এততেও মনক্ষেত্র রয়েছে উর্ব্বরা,
চিন্তিছি কিরূপে তাহা হইবে বিনাশ,
গিয়েছে সে বীর্য্যবল,
কেবল জ্ঞান কৌশল,
হরিলে তাহায় রবে চিরাপদে দাস॥

৮

৪৮ উন্নতি কুসুম কভু শূন্যে মুকুলিত
কাল্পনিক দুরাশায় সুফল ফলিয়ে,
কে যেন কোথায় হ'তে,
বিষবারি ঢেলে তাতে,
সমূলেতে একেবারে দেয় বিনাশিয়ে॥

৯

তথাপিও নাহি তাতে ঘৃণার উদয়
জঘন্য কেরানীগিরি আছে যত দিন।
হংসপুচ্ছ বলবান,
জিহ্বা দুর্জ্জয় কামান
স্বেদসহ মসী যুদ্ধে হবে সমাশিল॥

১০

সর্ব্ব শক্তিমান্ নাথ বল কি কারণে
চারুতম অলঙ্কারে করিলে ভূষিত,
দুর্নিবার দুঃখ দাহে,
সতত অন্তর দহে,
অনন্ত তুহিন পাতে করিলে আবৃত॥

১১

৪৯ মরিচীকা ছলনায় তৃষিত না হয়,
চৌষট্টী রৌরব করে করি প্রপীড়িত,
দুর্ব্বল পতঙ্গ জাতি
রবে কি আমোদে মাতি,
সৃজিয়াছ অনলে কি করিতে পতিত।

১২

ফাটিছে হৃদয় দুঃখ বলিতে আমার।
না পারি কহিতে ভয়ে মনের বেদন,
অতিক্রমি সিন্ধুবারী,
জননী ভারতেশ্বরী!
না যায় লণ্ডনে, মিছে ভারত রোদন।

## কেন রে সেথায়

১

কেন রে সেথায় হেন সর সোহাগিনী,
প্রপূরিত পরিমল -
লাজমাখা অবিরল,
সদা ত্যক্ত ভেক-রবে পঙ্কজ-শায়িনী।
কন্টক মৃণালে বাঁধা,
বৃথা তৃষা আশা সুধা
অযত্নে মলীনা তবু ভুবন-মোহিনী।
শৈবালে আকির্ণা, ভীতা দিবস যামিনী।

২

৫০ কেন রে সেথায়, হায় সেই বিহঙ্গিনী,
নির্দ্দয়ের অবরোধে, —
পিঞ্জরে বসিয়া কাঁদে,
পাপিষ্ঠ মার্জ্জার ভয়ে আকুল পরাণী!
সতৃষ্ণ নয়নে চায়
না মিটেও মেটে তায়,

আছে পক্ষ, আছে মন তথাপি বন্দিনী!
কি বুলি বলিবে আর নাহি কিছু শুনি॥

৩

কেন রে সেথায় হেন স্থির সৌদামিনী।
হেমপ্রভা অচপল,
তমদীপ্তি সমুজ্জ্বল --
চকিতে নেহারে ভয়ে পাছে বা অস্বনি,
করি অগ্নি উদ্গীরণ,
জ্বলাইবে আজীবন;
ভয়ঙ্কর রবে ঘন করে ঘন ধ্বনি।
নিরাশ অনলে জ্বলি লুকায় অমনি॥

৪

৫১ কেন রে সেথায় হেন বাসন্তী প্রসূন-
নধর যৌবন কালে,
প্রেমমুগ্ধা অন্তরালে;
অবীরা কন্টকাসনে বিহীন যতন,
মৃদু স্নিগ্ধ গন্ধবয়,
অন্তর অন্তরে লয়;
বৃথা সুধা উৎস, হায় কন্টকী কানন।
চাহিলে উপরে শূন্য, শূন্য দরশন॥

৫

কেন রে সেথায় মম দুর্ল্লভ রতন,
বিরলে নির্জ্জনে বসি,
আকরে সৌন্দর্য্য বাসী,
জ্বলিছে তমিশ্রা মাঝে বেড়া প্রহরণ॥
কভু আসি আসি বিষ,
করে দৃষ্টি, ঢালে বিষ;
কঠোর শাসন সহ করিছে রক্ষণ.
বিদরে তাড়ণে হৃদি কে বোঝে বেদন।

৬

৫২ কেন রে সেথায় হেন গগন সুন্দরী।
জলদ কুঞ্চিন বেণী,
অনন্ত পীযূষ খনি,
অবগুণ্ঠাবৃতা হায় অম্বরে আবরি॥
কোমল সরল মতি
সোহাগের প্রতিকৃতি;
বিধাতার কারুকার্য্য ভাসে শূন্যোপরি।
রয়েছে ভীষণ রাহু দুরন্ত প্রহরী॥

৭

কেন রে সেথায় মম প্রেমের প্রতিমা।
বসিয়ে মলিন মুখে,
দহিছে বিষম দুঃখে;
সুখল লতিকা যেন হুতাশে নীলিমা,
বাসনা সরসে দুটী
নলিনী রয়েছে ফুটি,
কেমনে হেরিবে পূর্ণ প্রণয় চন্দ্রিমা॥
দূরে থাক সুধাকর,
যে দুরন্ত ভয়ঙ্কর;
মেঘে আবরিত চির, শারদী পূর্ণিমা।

৮

৫৩ হেরিলাম কেন, চিত আকর্ষিল হায় --
হইলাম প্রেমাবীণ,
হৃদয়ে হৃদয়ে লীন;
ধন, মান, যশ লিপ্সা অরপিনু তায়,
সুখ স্বপ্ন, ভালবাসা,
কত কি বলিব আশা,
পুলকে সতৃষ্ণ আঁখি যেন কিবা চায়,
চঞ্চল হৃদয়ে যন্ত্র, কেন রে সেথায়॥

## এখন কোথায়

১

জীবনের সহচরি হৃদয়বাসিনী —
সরলতা দিয়ে মাখা,
প্রণয় তুলিতে আঁকা,
সুঠামা নয়ন মরি নবীনা নলিনী;
সোনার তবকে গাঁথা,
কুসুমিতা নব লতা,
এলাইত বায়ুভরে মানস-তোষিণী।
কোথায় এখন সেই বিনোদ কামিনী॥

২

৫৪

প্রাসাদ উপরে—
ধরিলে সরোজ নাথ একান্ত কিরণ,
বসিয়ে মুকুরে লয়ে।
নিজ রূপ নিরখিয়ে;
তরল বিদ্যুৎ হাসি, ভাসিত বদন।
গোপনে মোহিয়ে যেন,
হইত রে বিস্ফুরণ,
এখন কোথায়, সেই মধুর স্বপন॥

৩

লইয়ে চিরুণী—
রঞ্জিয়ে চাঁচর কেশ গাঁথিতে বিনান।
পরচুলা মুখে লয়ে।
সুবর্ণ অঙ্গুলিচয়ে;
নাচাইয়ে ধীরে, কাড়ি লইতে পরাণ।
সু-ক্ষীণ বিনাশ কুটি,
হীরক ফলকে দুটি;
কুসুমেষু সম্মোহন কুসুমে সাজান —
চারু পয়োধর হেরি আবার অজ্ঞান॥

৪

৫৫ গবাক্ষ নিকটে
দাঁড়াইয়ে প্রতিদিন হেরিতাম হায়
মুখশশী সুবিমল
রচিত চারু কুন্তল;
নব কিশলয় দাম নিতম্ব নিলয়।
পরিমল সুবাসিত,
নব রস প্রপূরিত;
তনুকোলে শর সহ অনঙ্গ ঘামায়
প্রতি পদবিক্ষেপেতে আস্ফালে হৃদয়॥

৫

কখন বসিয়ে —
লইয়ে প্রসূনরাজি করে একত্রিত,
গুরুজন পূজাতরে,
সাজাইতে থরে থরে;
এক দৃষ্টে রহি চেয়ে হইয়ে মোহিত।
ঈষদ আমার পানে,
চাহিয়ে ঘোমটা টেনে;
রহিতে ক্ষণেক পুনঃ যেন রে চকিত।
আন ছলে দৃষ্টি মরি প্রণয় পূরিত॥

৬

৫৬ ঘষিতে চন্দন —
প্রমোদিত লতাকুঞ্জ শারদী প্রদোষে —
বিমুদিত কলিকারে,
ফুটাইয়ে ধীরে ধীরে;
নাচে যথা দোলাইয়া সমীর পরশে।
নাচে কলি নাচে লতা,
নাচে ফুল নাচে পাতা;
বিস্তারি সৌরভ প্রেম বাসনা আবেশে।
হরষিত কভু ছাড়ি দুঃখ দীর্ঘশ্বাসে —

৭

নাচাইতে মরি।
লাজমাখা ক্ষীণতনু, প্রতি সঞ্চালনে,
কত কথা উঠে মনে—
কল্পনা আশার সনে;
যৌবন মুকুল নব রূপের কিরণে,
হেরি হয়ে বিমোহন,
প্রণয়ের সম্মিলন;
প্রত্যক্ষ দেখি রে যেন মানস নয়নে—
কেন সুখ ভগ্ন পুন আঁখির মিলনে॥

৮

৫৭ যখন হেরেছি,
যে কাজে তোমায় প্রাণ, যে ভাবে যেখানে।
নন্দনের স্বপ্নসুখ,
আনন্দে নাচিত বুক;
বলিব হৃদয়াবেগ, সনম্র বদনে—
অমনি যাইতে আড়ে
আবার আসিতে ফিরে,
নিরবে পীযূষ স্রোত ছুটাতে জীবনে।
অন্তরালে পরকাশি, এবে কোন স্থানে॥

৫৮

## কেমনে অঙ্কিত

১

কেমনে অঙ্কিত
কিশোর কোমল সেই হৃদয় দর্পণে।
গভীর স্মৃতি রেখায়,
অজ্ঞাত, অজ্ঞাতে হায়,
এক ভাবে এক মত
রহিয়াছে অবিরত
সলাজ বাসনা মাখা বিনোদবদন।
আদরেতে ভাসা দুটি সুটানা নয়ন॥

২

কিসের অঙ্কুর
জানিনে কি হবে তাতে প্রণয় ক্ষেত্রেতে।
কিবা ফল কিবা ফুল
কি ভাবে কোথায় মূল।
হেরি নব পল্লবিত
আশায় মোহিত চিত
কুসুমিতা সুধা উৎস ছুটাবে যেমনি;
বিষাদ পবন ভরে ভাঙ্গিলে অমনি॥

৩

৫৯ কি আর বলিব,
দহিয়া দহিয়া নব রূপের কিরণে
দুর্ব্বল পতঙ্গ মন
সইচ্ছায় নিমগন
নিরাশ অনলোপরে
সতত জ্বলে অন্তরে
রয়েছে দাহিকা-শক্তি নাহি জানি তায়।
নির্ব্বাপিতে আঁখিনীরে, বিফল চেষ্টায়॥

৪

প্রেম রঙ্গভূমি,
প্রথমে আবৃত ছিল লাজ আবরণে।
কি হইব অভিনয়
সুধা কি গরলময়
সর্গীয় সঙ্গীত কানে
বাজিল মধুর তানে
একবার আশা মনে করি বিমোচন।
স্বপ্ন সুখে হেরি চারু নন্দনকানন॥

৫

৬০ নয়ন ভরিয়ে
হেরিতে কতই স্রোত উঠিল হৃদয়ে।
এই ভাসে জায় জায়

লাজ পরিণাম ভয়
আবার সে ভয় লাজ
আশা বিজলীর মাঝ
ক্ষণে পুনঃ প্রকাশিয়ে মানসে মিশায়।
যেমনি বাসনা তুলি অমনি উদয়॥

৬

ক্রমে ধীরে ধীরে
উন্মুক্ত হইল সুখ সবগ দুয়ার।
হাসি হাসি পরকাশি
সুরবালা সুধারাশি
উছলি উছলি পরে
পারিজাত নব থরে
অনঙ্গ আবেশে ভাসে অনঙ্গ মোহিনী।
রয়েছে বশস্ত, চির-লতা সুশোভিনী॥

৭

৬১ সুবাস লহরী,
ছাড়াইয়ে চারি ধারে মলয় পবন।
পিক বধূ মন খুলে
অমিয় মাধুরী তুলে
বসি কুঞ্জ নিরজনে
বিমুগ্ধ করিছে গানে
কুসুমের ধনু ধরে আপনি মদন।
ষড়রাগ ঋতু সহ সদা অধিষ্ঠান॥

৮

লোলুপ মধুপ।
নিরমল নব প্রেম, বসন্তের ফুল।
কচি কচি পাতা ধারে
নবীন কলিকাপরে
একবার মুগ্ধান্তরে
আবার যাইছে উড়ে
প্রণয় সঙ্গীত স্বরে তুষি কভু মন।
নীরব সগীয় ভাবে বিভোর কখন॥

৯

৬২ দেখিতে দেখিতে
অকস্মাৎ যবনিকা হইল পতিত
ছিন্নভিন্ন অন্ধকার
ভগ্ন গীত যন্ত্র তার
লুকাইল সুরবালা
ছিন্ন প্রেম-ফুলমালা
জানে না একি হইল ভাবিয়ে না পাই।
হুতাশে আকুল চিত চারিধার চাই॥

১০

সম্মুখে আবার
সর্গীয় কলঙ্ক যত দৈত্য কুলাঙ্গার!
পিচাশ রাক্ষসী দল
করে কত কোলাহল
নব নব সুখাগার
ভাঙ্গি করে চুরমার
উপড়িয়ে পারিজাতে, নন্দন-কানন।
ভাঙ্গি শোভা করিল রে বিকট দশন॥

১১

৬৩ সেই প্রেতভূমে
জীয়ন্তে মৃতের প্রায় রহিয়াছি হায়।
সর্ব্বদায় পিচাশিনী
বহুরূপ মায়াবিনী
করিছে চিৎকার কত
দহি দুঃখে নানামত
একি ব্যবহার রীতি না পাই ভাবিয়ে।
শুনিছি হতাশ প্রেমে নিরব হইয়ে॥

১২

একি রে নেহারি
এখন সে সুখময় প্রমোদ কাননে।
কোথা বীণা বেণুধ্বনি
কোথা সুর-সীমন্তিনী

কোথা পারিজাত সুধা
কোথা সেই আশা ক্ষুধা
কোথা সে সরস হৃদি বিষাদে বিরস।
কোথা পিক-বধূ ডাকে কর্কশ বায়স॥

১৩

৬৪ শুনিতে শুনিতে
বধিব হইল কর্ণ দুঃখে দগ্ধচিত।
তথাপি সুখের আশা
তথাপি সে ভালবাসা
তথাপি কল্পনাবলে
ধরি শশী করতলে
গাঁথিতে তারার মালা প্রণয়ের হার।
পরাইতে চাহি সুখে গলায় তাহার॥

১৪

আমি আছি কোথা।
কত দূরে কোথা শশী কলঙ্কে ভাসিছে।
প্রতিবিম্ব হেরি তার
ডুবি নিরে অন্ধকার,
চাহিলে নাহিক শশী
চারিধারে জলরাশি
আরোও আবর্ত্ত কত উঠিল তাহায়।
পরিণামে কি হইবে কোথা হবে লয়॥

১৫

৬৫ কি ভয় কুটিলে।
কখনই একবার নাহি ভাবি মনে
দেখাত গিয়েছে তীর
হবেনা ছাড়ি বাহির
নাহি ক্ষতি হয় হোক্
কি করিবে দেখা যাক্
মিথ্যা ঊর্ণানাভ সম খল প্রতারণা
কি সাধ্য আবরি রাখে সত্য অগ্নিকণা।

১৬

দোষ নাই কিছু
আমিও নাহিক দোষি ওলো প্রিয়তমে।
বুঝিতে নাহিক পারি
কিরূপে কেমন করি
যত কেন কষ্ট দুঃখে
ভাবি তোরে ভাসি সুখে
অস্থি, মজ্জা রক্ত সঙ্গে রয়েছ চিত্রিত।
বিষাদে বিরামস্থল, না জানি অঙ্কিত॥

## ৬৬ চেন কি এখন

১

মনে আছে কি লো আর,
বসি বসি নিরজনে
কত ভাব মনে মনে
সোহাগে গলিয়ে নব প্রীতি উপহার
করিতাম বিনিময়
উচ্ছ্বসিত এ হৃদয়
চাহিয়া চাহিয়া প্রাণ নিরবে আবার
মনে আছে কি লো আর।

২

অই আকাশের ন্যায়
অনন্ত, অসীম হৃদি
তায় চাঁদ নীরবধি,
ভাসিতি ভাসাতে সুখে আশা তারাহার
আঁখি মুদি একবার
ভাব প্রাণ সেই হার
পরগলে, দেখিবে লো কেমন বাহার
মনে আছে কি লো আর॥

৩

এই প্রেম সরোবরে
অনুনয় করে বলি
চাও প্রাণ মুখতুলি
আছে যত মলিনতা দূর কর তার
সেই তব নব করে
সেই পূর্ণ সুধাকরে
নাচুক সরসী লয়ে ঘুচুক আঁধার
মনে আছে কি লো আর

৪

ত্যজি আশা তারাহার
কোথায় গিয়েছে চলে
ছিঁড়িয়ে আকাশ তলে
কি বিবাদে ছাড়াযেছ সব চারিধার
বুঝি লো মানসে আর
নাহি ভাবো সেই হার
ভেবেছ ফুটেছে ফুল নীহারে নিশার
মনে আছে কি লো আর

৫

৬৮

দেখ সুখাইয়া যায়
দুদিনে ঝরেছ দল
নিশা স্বপ্নে সবি ছল
কি ছার তুলনা বল হইবে উহার
দেখ লো আকাশ গায়
সেই রূপে শোভা পায়
যেমনি ছড়ান ছিল যেমন আকার
মনে আছে কি লো আর॥

৬

কিন্তু এবে প্রতিদিন
নিরাশার মেঘে ঢাকে
শূন্য বঁধু হৃদে রাখে

তেমতি আশয়ে তম বাহিরে তাহার
যেই হয় অন্তরিত
অমনি মোহে মোহিত
কিবা সুখে বল, এত অনুতাপ যার
মনে আছে কি লো আর॥

৭

৬৯ নিন্দারবি তীব্র করে
বাঁধে লো মানস আঁখি
তথাপি যথনে রাখি
তুলিয়ে ছড়ান মালা হৃদয় মাঝার
নিশা শেষে ঘোর দায়
চেয়ে চেয়ে প্রাণ যায়
এক চক্রি সহ হায় মিলন ঊষার
মনে আছে কি লো আর॥

৮

পাষাণ হৃদয়ে হাসি
হাসিয়ে, সে রাগ করে,
জ্বলিতেছ দিবাভরে
একচক্র পতি দর্শে ভয়ের সঞ্চার
তাই লো পলাও পুনঃ
ভবিতব্যে সম্মিলন
কি করিব সাধ্য নাই তোমার আমার
মনে আছে কি লো আর॥

৯

৭০ পূর্ণ ঋতু বসন্তকাননে,
যে কাঁটায় আছে ঘেরা
মাঝেতে কামিনী চারা
আশামাত্র, আশা যাওয়া পথশ্রম সার
কি করি যন্ত্রণা যায়
বিষম নিদাম দায়
কোথা জল মৃগ তৃষ্ণা রবি আবিষ্কার
মনে আছে কি লো আর ?

১০

যত অন্যান্য কুসুম
বিপিনে বাগানে আছে
যাইলে যাহার কাছে
সমীরণ পরশনে পুনঃ আর বার
না ছোটে তেমন ঘ্রাণ
ভুলতে তুষিতে প্রাণ
ছিল বসন্তের সখা অরাতি সবার
মনে আছে কি লো আর॥

১০

৭১

তব অবিদিত নাই
এখন তাহাই বলে
কি কর্কশ সুর তুলে
যে করিছে সাধ্য নাই কথা শুনিবার
নীচমনা ক্ষুদ্র প্রাণি
ভেক কুলে করে গ্লানি
দেশ কাল বিবেচিয়ে নীরবে আবার
থাকাই উচিত হয়
জান রীতি সমদয়.
আশার সুসার নাই হয়েছে আসাঢ়
মনে আছে কি লো আর॥

১২

যাক্ ও সকল কথা.
যাহার হৃদয়ে শশী
সমুদিত দিবা নিশি
ব্যাপিয়াছে শূন্য বধূ এ জড় সংসার
তোমার পাবার তরে
দেখ আহা আঁখি ঝরে
শূন্যেতে করিছে দুখে করুণ চিৎকার
মনে আছে কি লো আর ?

১৩

৭২ চাঁদ চেন কি এখন?
সেই যে চলিয়ে গেলে
আর নাহি দেখা দিলে
একমাত্র তুমি এই হৃদি অলঙ্কার
তোমায় না হেরি হৃদে
যায় বিভাবরি খেদে
ভালবাসা বিরহেতে বাড়ে অনিবার
হ্রাস বৃদ্ধি স্বভাব তোমার॥

১৪

পূর্ণতায় পূর্ণাবেশে
নব প্রেম পূর্ণিমায়
সে পূর্ণ মাধুরি হায়
নবীন যৌবন রুচি আভাস মায়ার
মাখা সেই সরলতা
এখন দেখির কোথা
তরল চঞ্চল হৃদে কলঙ্ক প্রচার
মনে আছে কি লো আর?

১৫

৭৩ তাই কি লো পূর্ণিমায়
হইলি যে অন্তরিত
শুনিতে অমিয় গীত
অমর সদনে নাহি ফিরিলে আবার;
যাইলাম পাছে পাছে,
গেলে প্রাণ কার কাছে,
নাহি হেরি অন্তে, সীমা ভীম পারাবার,
মনে আছে কি লো আর?

১৬

হয়ে রাহু হস্তগত
আছে কি লো বরাননে

সে কৌমুদী হাসি সনে
ভালবাসা প্রপূরিত সুধার আধার;
চিনস্ কি? ওলো
শূন্যে শূন্যে শূন্য বধূ
কতকাল রবে প্রাণ বল একবার
মনে আছে কি লো আর?

৭৪

## এত দিন পর

১

এত দিন পর
আসি দেখা দিলে শশী বিমল বিমানে,
কোথা কচি মুখে হাসি
সরল কৌমুদি রাশি,
তরল প্রণয়ময় কোমল অন্তর
কোথা সুধার আকর॥

২

রয়েছে সকলি,
সময় অভাবে আমি পাই না দেখিতে,
ঢাকি তনু নীলাম্বরে
অবরোধে থাক ঘরে
বাসনা আছে কি নাই কি দেখে ভুলিলি
গেলে হেথা হতে চলি॥

৩

দেখায়ে আমায়
অনন্ত আঁধার সেই ঘোরা নিশিথিনী;
হলে হলে অদর্শন
অস্থির করিলে মম
জেনেছি থাকিবে, থেকে আশার আশায়।
সুধু মরি দুজনায়॥

৪

৭৫ যত দিন ছিলে
নিদয় ভানুর ভয়ে সদা ম্রিয়মানা;
খুলিতে না সুধাকর—
মধুর কুসুম থর
এক বৃন্তে মরি দুটি সৌরভ উথলে
কলি হৃদয় বিরলে॥

৫

আপনা আপনি
ফুটিত তোমার কর না গিয়ে সেখানে
আবেশে পূরিত মন
করে কর সম্মিলন
ভাবিতে, দেখিতে, ভাবি সেই দিনমণি,
আশা মিটিত অমনি।

৬

সম্মুখে যখন
কেমনে করেতে কলি হবে বিকশিত
বরং রবির করে
সুখাবে দুদিন পরে
তনুকান্তি কিশলয় নবীন চিকণ
বিনে জীবনে জীবন॥

৭

৭৬ অদৃশ্যে তাহার
সুখের সাগরে ভাস হাসি হাসি মুখে
কখন লুকাও পুনঃ
লাজে, সাধে দরশন
কর করি, উচ্ছ্বসিত প্রেম পারাবার
কেন, কি দুখে আবার॥

৮

বিমান সুন্দরী
শূন্যে শূন্যে আছ বলি বিষণ্ন অন্তরে

সতত অস্থির মতি
চঞ্চল অস্থির গতি
মনে যেন কত শত চিন্তার লহরী
ভাসে বদন উপরি॥

৯

ভাবিতে ভাবিতে
অচঞ্চল স্থিরভাবে পড়েছে নীলিমা
তথাপি রূপের জ্যোতি
কোটি কোহিনূর ভাতি।
নিয়তি নিয়মে বাঁধা সবাই জগতে
হয় হাসিতে কাঁদিতে॥

১০

৭৭ তব প্রিয় সখি
সহৃদয়া স্বর্ণময়ী নলিনী রূপসী,
ভ্রমরে আকুল করে
রেখেছে হৃদয়ে ধরে
প্রেমে বাঁধা সদা অলি নয়নে নিরখি
কেন কিসে অধোমুখি?

১১

বুঝিয়াছি প্রাণ
স্ত্রীজন স্বভাব ঈর্ষাবশ হেতু মনে;
ভেবেছ বিফল আশা
বৃথা আর ভালবাসা
হিতে হবে বিপরীত এই অনুমান
নহে উচিত বিধান॥

১২

যদিও তোমায় —
অলির মিলনকালে হেরিলে তাহার
হয় বটে শুষ্ক হাসি,
কি ভাবে, যেন উদাসী

স্ফারিত নলিনী আঁখি, ঈষদ চিন্তায়
ম্লান হৃদয়ে জানায়॥

১৩

৭৮ বিরাগে কি হবে,
অনন্ত যৌবন তব পূর্ণ চিরসুধা
ঝরেছে নলিনীদল
হীনকান্তি পরিমল,
অলির তো আছে পাখা ইচ্ছায় উড়িবে,
পুনঃ গোপনে ফিরিবে॥

১৪

অচল নলিনী
মৃণালে রয়েছে বাঁধা, বৃথা সে ভাবনা
দিবসেই রবি রবি
নিশাতে প্রণয়ছবি
হেরিতে কে দৃষ্টিপথ রোধিবে না জানি
থাক্ দেখিবো তখনি॥

১৫

শুননাই কানে
অনন্ত সৌরভী মনমোহিনী লতায়
আনি এত যত্ন করে
বাগানে রোপিয়ে পরে
অনাদরে নাহি রুক্ষ গোপাল তাড়নে
শুষ্ক হয়েছে জীবনে॥

১৬

৭৯ নাহি দিল জল,
এ কথার প্রত্যক্ষতা তুমিও দেখেছ
নাহি গেল একবার
ফুরাইল অন্ধকার
নীরব রসনা বন্ধ বহিয়ে কপোল
নীর পড়িছে কেবল॥

১৭

হেরি সে মিহিরে
এখন তোমার চারু রূপের কিরণ,
নাহি হয় প্রতিভাত
যেন কিসে সচকিত
বুঝিয়াছি আমি, সবি জেনেছ অন্তরে
দগ্ধ হলে পড়ে করে॥

১৮

সেইরূপ ছলি
নাহি করি প্রতিদান ইন্দু নিভাননে
পূর্ণ হবে মন আশে
কিম্বা লো চির নিরাশে
যাইবে জীবন, তব ইচ্ছায় সকলি
যদি ভুলিলি ভুলালি
নতুবা কিছুই নয় সব অন্ধকার
সেই ঘোর অমানিশা অকুল পাথার॥

## কোন দ্বীপান্তরিতের বিলাপ

১

৮২
শুন ওহে মহাকায় গভীর সাগর,
কি অনলে অভাগার জ্বলিছে হৃদয়,
স্বহৃদয় মম দুঃখে হইবে কাতর।
তাতেই সাহস হৃদে হতেছে উদয়
তুমি বিনে কে শুনিবে কে কাঁদিবে আর;
নাই সে সুখের দীপ গিয়েছে নিবিয়ে
সাধের কুসুমে কীট একি চমৎকার,
দহিছে সতত মন স্মৃতি ঘ্রাণ লয়ে—

২

অয়ি স্মৃতি! কাজ নাই বিদূষিত ঘ্রাণে,
নাশারন্ধ্রে প্রবেশিবে দুষ্ট কীটচয়;
মনে নাই সেই দিন ভুলিলে কেমনে

ঘটেছিল একেবারে জীবন সংশয়
প্রণয়ে প্রণয় ছাই প্রণয় প্রণয়
দিবা নিশি কেন চিন্তি কেন ভাবি আর?
ভাবিয়ে অমৃত হায় হলো বিষময়
সকলি অলিক মাখা সংসার সংসার॥

৩

৮২ উথলিল বিরাগের প্রবল জোয়ার
ভালবাসা তৃণসম ভাসিল প্রবাহে;
স্থির ভাবে ধরে রাখি, স্থির নাহি রহে
প্রবাহে ঢালিয়া অঙ্গ যায় ভালবাসা,
বাসনা আয়ত্তাধীন বহ দূর নয়
বিগত সুখের স্বপ্ন ভবিষ্যত আশা
মানসে অঙ্কিত সবি হয় নাই নয়॥

৪

অনন্ত গগনে যেন অনন্ত অক্ষরে
চিত্রিয়াছে উজ্জ্বলিয়া কহ কি বিধাতা-
মোহকর প্রতিকৃতি অন্তরে কহিরে
দহে অগ্নি সম তারা, হয়ে পরিণেতা
হলেম হলেম তায় নাহি ছিল ক্ষতি,
পরগৃহে কেন করিলাম অবস্থান,
রাখিবে মারিবে তার ইচ্ছাই নিযতি.
ইচ্ছাই আদর সুখ মান অপমান॥

৫

৮৩ তারে আমি বৃথা দুষি, দুষি এ কপাল
নতুবা কেনই হায় হইবে এমন;
ছিঁড়িলাম কেন সেই সোণার মৃণাল
ভেবে অলিগতা, হায় সুখাতে জীবন
কেনই সন্দেহ ঘৃণা হইল উদয়,
স্নেহ, দয়া, সুখ আশা হলো অন্তরিত
যখনি প্রবল যেই মনোবৃত্তিচয়
করিলাম তাই কিছু না হয়ে কুণ্ঠিত॥

৬

হয়েছিল হয়েছিল পর প্রেমগত,
এতই কি ছিল ক্ষতি আমার তাহায়,
আছিল আমারি পুনঃ আমারি হইত
শুখালে নদী কি নাহি বাড়ে বরষায়?
রাহুগ্রস্ত সুধাকর যতক্ষণ রবে
ততক্ষণ থাকিতাম না হয় নিরাশে,
শশী-প্রেমরূপ দৃশ্য হেরি অন্যভাবে
বিমল প্রণয় জ্যোতি কেবা ভালবাসে॥

৭

৮৪ ক্ষণকাল না হউক মেদিনি থাকিল,
কালে কালে ক্রমশই ক্ষয় ভিন্ন নহে,
আমি ভাল বাসিলাম সে নাহি বাসিল
অন্য বাসনার স্রোত সদা মনে বহে,
আবার প্রণয়-শশী মাধুরী মাখান
ক্ষয় পেয়ে এসে অমা শুক্লেতে বাড়িবে,
তার আশা না হইলে আমার সমান
জানিনা কিসেতে আর সে স্রোত ফিরিবে

৮

সেই যে ক্ষণেক মোহে মোহিনী মায়ায়
সে ত নহে ভালবাসা করুক আদর,
থাকিতে মানসে দেয় হৃদয়ে হৃদয়
দেখাক্ বলুক যত ছলনা আকর,
কি সাধ্য বুঝিবো মন আঁধার সেখনি
পথের ঠিকানা নাই, যাব পাব কি সে,
গেলেম পেলেম বটে কি হবে সেমনি
উজ্জ্বল হীরক মাত্র প্রাণ যাবে বিষে॥

৯

৮৫ কি হইবে সেই প্রেমে কায় কি কামিনী
তবু কেন মনে হায় মানেনা সে কথা;

নিথর বদনশশী সুকুঞ্চিত বেণী
ঈষদ হাসিতে মরি সৌদামিনী গাঁথা
অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের উচিত তুফান:
কত আশা হত মনে প্রতি পদক্ষেপে
কোমল ললিতকায় কুসুমে সাজান
তোলে অন্যে, এ পরাণ কাঁদেরে আক্ষেপে।

১০

কুসুমের যত্ন হায় সকলে কি জানে
কোমনীয় দল ছিন্ন হইয়াছে করে:
যদিও সুবাল বক স্নেহ-মধু বিনে
তুষিবে না এ হৃদয় বান্ধবে অন্তরে
পরিণয়-বাগানেতে হয়ে বিকশিত
স্বর্গীয় অমিয়ে মাখা দেবতা দুর্ল্লভ
আছিল যে ফুল হায় হইল পতিত
ঘৃণিত নরকে পর হৃদয়বল্লভ॥

৮৬

১১

একি লজ্জা একি ঘৃণা বলিব কেমনে
আমারি হইয়া অন্যে বলে প্রাণাধার;
প্রত্যয় না হয়, তবে শুনিলাম কানে
আমারি ডেকেছে বুঝি আমি ত তাহার
বলুক করুক নিন্দা যত ইচ্ছা আর
পরদেষ্টা নিন্দুক সকলে,
সৌরভ পূরিত প্রেম কুসুমের হার
তুলিয়া পরিব পুন সাদরে এ গলে॥

১৭

কৈ সেই প্রেমহার কে ছিঁড়িল হায়
কৈ গন্ধ কৈ মধু নাই ত এখন;
ভুলিয়াছে একেবারে বুঝেছি আমায়
যারে ভালবাসে সেই করিছে গ্রহণ,
করিলাম নিবারণ দেখ ঐ পথে

যেওনা কণ্টকে ক্ষত হবে কলেবর;
নাহি শুনি কথা, কোথা যায় কার সাথে
বেড়ায় কি মনে বেঁধে পাষাণে অন্তর।

৮৭

১৩

সাংসারিক কাজকর্ম্ম নাহি কিছু আর,
কেবল কার্পেট সূঁচ লইয়া থাকিত,
পড়িত কতই কাব্য অন্যের তাহার
কত বা নোবেল কভু কত কি লিখিত,
কখন কখন আমি নিকটে বসিয়ে
পুস্তক লেখনি সূঁচ যা লইত করে
বুঝিতে চাহিত যাহা দিতাম দেখিয়ে
সর্গীয় স্বপনে ভাসি আশার সাগরে॥

১৪

চরিত্র আদর্শ চিত্র পুন উপদেশ
স্নেহসিক্ত ভালবাসা পূত মন্দাকিনী
তরল সরল গতি সতত মানসে;
চিরাঙ্কিত প্রেমহারে শোভে "এক মণি"
অয়স্কান্ত কোহিনূর কোথা পদ্মরাগ
কি হার তাহার কাছে তুলনা কি হয়,
ভোগ করে সুখ দুখ সদা সমভাগ
প্রণয়ির, আছে কত রমণী-নিয়ে,

৮৮

১৫

যাহাদের চরিত্রের হয়ে অনুগামী
অতুলা ভারত-নারী আজও জগতে,
তারাও জন্মেছে হেথা, মলে পরস্বামী
রাখিয়া অচল কীর্ত্তি হাসিতে হাসিতে
এক চিতানলে ভস্ম হয়েছে পুড়িয়ে;
জাননা কি, কত পুস্তকের কত স্থানে
পড়েছ শুনেছ, তবু দেখিয়ে শুনিয়ে
ছি ছি এত কুপ্রবৃত্তি ঘৃণা নাই মনে॥

১৬

এত বলিলাম হায় হইল বিফল,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমি যখন যে ভাবে
আনন্দে বিষাদে কিম্বা ঔদাস্যে চঞ্চল
সেও যেন ম্রিয়মানা কতই অভাবে.
কিসে বিষণ্ণতা দূর হইবে আমার.
সুখের সময়ে সুখ কি করি বা ভেবে
কতই অনন্ত যেন স্নেহ পারাবার
হাসিলে অমনি হাসি, কাঁদিলে কাঁদিব॥

৮৯

১৭

কি সুখের হত হায় অই কান্না হাসি
হৃদয়ে উদ্রেক হয়ে হইত প্রকাশ
বাহিরে সৌরভী ফুল অন্তরেতে বাসি
কাঁদুক ঊষার নীর নিশায় বিনাশ
দেখাক্ না সুধাকর অমিয় মাধুরী
হৃদয়ের কাল দাগ কিছুতে না যাবে
ধন্য বহুরূপী নারী তোমার চাতুরী
নিজে না বুঝিলে কেনা বুঝিবে বুঝাবে॥

১৮

কটির পেছন ধারে আমের বাগানে
কি যেন অস্পষ্ট স্বরে কহিছে দুজন
একবার ভাবি যাই যাইবো কেমনে
অবসন্ন ভাবনায় চলে না চরণ
টানিয়া উঠাতে পদ নাই উঠে আর
কাজ নাই শুনে ওরা কি কথা বলিছে
প্রবল বাসনা মনে হইল আবার
ধিরে ধিরে গিয়ে দেখি একেলা রয়েছে॥

৯০

১৯

নিকটে একটী লোক নাহিক তাহার
তব কার সহ কথা হলো এতক্ষণ

আর কার কথা কানে গিয়েছে আমার
দেখিতে ত কিছু কোন পাইনে কারণ
এই দেখি প্রিয়তমে গৃহ অভিমুখে
আসিতেছে আমি কেন এখনও এথায়
গেলেম তথাপি হায় হৃদি দহে দুখে,
না পাই ভাবিয়ে, এর করি কি উপায়॥

২০

একদিন ঘুমে আছি প্রভাতা যামিনী
হঠাৎ ভাঙ্গিল নিদ্রা চেয়ে দেখি পাশে
আছে মাত্র উপাধান নাই প্রণয়িনী
কি বলিবো নাহি হৃদি মন কে বিশ্বাসে
তারে ভাল বাসিবারে মনে সদা চায়
না থাকুক যত দোষ ভুলে একেবারে
নাহি করে আশা হৃদি জ্বলে সে চিন্তায়
তখনি সেরূপে মন অন্য ভাবে ফিরে॥

৯১

২১

ঘুরিছে মস্তক শুধু কত আলোচনা
থেকে থেকে করে মন হইয়ে চঞ্চল
প্রবোধিলে মনে হৃদি নাহি মানে মানা
আস্ফালি ধমনি সহ জ্বলিছে কেবল
শোক তাপ ক্রোধ ঘৃণা সন্তপ্ত সন্দেহ
একবারে সবগুলি উপচিল মনে
দেখাল কতই চিত্র শোকের আবহ
কতই বা ভাবি সুখ প্রণয় মিলনে॥

২২

ক্রমে গাঢ় ভাবনায় হইয়ে শিথিল
কোনই মীমাংসা মন না করিতে পেরে
নিস্তেজ উদ্ভিন্ন ভাবে নয়ন সলিল
ত্যেয়গিল বর্ত্তমান ভূত কালস্মরে
সুদীর্ঘ নিশ্বাস মন হইল পবন

হৃদের আগুনে ধুম বায়ুর আকারে
আঁখি নীর নিবাইতে করিতে যতন,
কভু শুষ্ক কণ্ঠ তালু শ্বাস রোধ করে॥

৯২

২৩

এইরূপে ক্ষণকাল থাকিয়ে সেথায়
চিন্তায় বিষণ্ণ মনে ত্যজিয়ে শয়ন
গেলেম বাহিরে মনে করিয়া নিশ্চয়
যা থাকে কপালে এথা রব না কখন
দেখিতেছি ক্রমশই স্বাধীন ইচ্ছায়
স্বাভিমত সাদরেতে সতত বাড়িছে
কিছুমাত্র নাই মনে ঘৃণা লজ্জা ভয়
উপায় কি! হায় আর বলি কার কাছে॥

২৪

মাতার নিকটে তার দেখেছি বলিয়া
উপরন্তু আমাকেই করেন ভর্ৎসনা
অকলঙ্ক কুলে মম না জেনে শুনিয়ে
বৃথায় কলঙ্ক তুমি করিছ কল্পনা
ইহা ভিন্ন কত কটূক্তির এক শেষ
করিলেন কি করিবো ভাবিয়ে কপাল
হলেম হতাশ হায় কারো দয়া লেশ
নাহিক সারাই ভাবে আমিই জঞ্জাল॥

৯৩

২৫

পিতাও তাহার কিছু না শুনেন কানে
আবার কি বলে ফল শুধু তিরস্কার
একবারি যথোচিত হলো অকারণে
আছিল যে স্নেহ শ্রদ্ধা নাহি আর তাঁর
দেখিলে সাদরে আগে মিষ্ট সম্ভাষণে
কত কথা করিতেন আমাকে জিজ্ঞাসা
এখন কখন নাহি চান মম পানে
আছি বলে অনিচ্ছায় আছে ভালবাসা॥

২৬

কি বলিবো কি করিবো যাই কার কাছে
আপন বলিয়ে হায় কে আছে জগতে
স্নেহ নেত্রে নিরখিবে সব আশা মিছে
কি ছিল কি দেখি হায় কি হবে দেখিতে
সতত যে আমাকেই জানাত আমার
সেই বিনশিবে, ইহা কখন সম্ভবে
কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে যা ইহার
সাধিতে আপন সার্থ শত্রুতা থাকিবে॥

৯৪

২৭

নতুবা এমন কথা কেন এই বলে
আমা চেয়ে ওদেরিই আত্মীয় অধিক
এও ও রমণী এরও মনপূর্ণ ছলে
কি বিশ্বাস এ কথায় নিতান্ত অলিক
তাই যদি তবে ইহা বলিয়ে কি ফল
ভাঙ্গিবে আমার মন, আগেই ভেঙ্গেছে
যন্ত্রণার বৃদ্ধি তাও ক্রমেই প্রবল
নিস্তেজ শিথিল হৃদি সতত কাঁদিছে॥

২৮

অনাহত একজন কেন এ জগতে
অসহায়ে মৃত্যুমুখে হইবে পতিত
কোনরূপে যদি রক্ষা পায় আমা হতে
অবশ্য বিহিত তার করাই উচিত
ইহাই ভাবিয়ে আগে জানাল আমায়
নহে প্রেমপূর্ণ উহা কালকূট বিষে
অয়স্কান্ত নাই আর আকর্ষে লোহায়
ভ্রম মোহে গলে যেন পরনা হরষে॥

৯৫

২৯

ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে ক্রমে অবশ হৃদয়
হইতে লাগিল আর কি কাজ তাহায়

এত করি আমি তবু আমাকে না চায়
নাহি চাক, মানসেও হয় না উদয়
বিগত প্রমোদ লীলা বিগত জীবন
পরিণামে এই হবে কে জানিত হায়
সুবিমল শান্তি নাহি পেলেম কখন
কিছুতেই মন তার পরিতৃপ্ত নয়॥

৩০

এখন কি এই হায় নাশিবে জীবন
হয়েছি কণ্টক আমি তার সুখ পথে
নাহি সুখ বৃথা তবে করিবো যতন
সাধ্য নাই রাখি সাধ্যে লয়ে এথা হতে
পর মুখাপেক্ষি যেই মৃত্যুই তাহার
শান্তির কোমল অঙ্ক বিরাম লভিতে
নাহি হয় কোন কালে আশার সুসার
জীবন বিষাদ সীমা চরম দেখিতে॥

৯৬

৩১

বড়ই নির্ব্বোধ আমি পরের কথায়
করেছি বিশ্বাস হায় কেন অকারণে
নাশিবে না জেনে সত্য প্রেম প্রতিমায়
স্নেহ সিংহাসন হতে দিব বিসর্জ্জনে
কখন হবে না ইহা এতকাল যারে
প্রণয় বিকচ নব কুসুমের দামে
বিলাস আবেশে সাজায়েছি এই করে
কত স্বপ্নে ভাবি আশে প্রতি নিশা-মাঝে।

৩২

এখন কি এথা হতে যাইবো চলিয়ে
যাইবোনা যাবো কোথা যাই তারি কাছে
দেখি গিয়ে কি হইবে কি কাজ ভাবিয়ে
সন্দেহ, সন্দেহ কেন আমারি সে আছে
কতক্ষণ পরে উঠে গেলাম সেথায়

নাই শব্দ প্রিয়তমে নিদ্রা-পরষণে
অলসিত বর বপু কুঞ্চিত শয্যায়
বিন্যস্ত কুন্তল বেণী পরেছে বদনে॥

৯৭

৩৩

কে যেন গোলাপরাজী করে আহরণ
সাজায়েছে অই মরি বসন্তরূপিনী
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের বাস সম্মোহন
অচঞ্চল নিলাম্বরে কনক দামিনী
সুটানা নয়ন দুটি নিদ্রায় মিলিত
অপরাজিতার কলি, রঙ্গীন অধর
পয়োধর সুধাকর বাহুতে বেষ্টিত
সকলি অচল ভাবে লাবণ্যের থর॥

৩৪

নন্দনকানন নব কুসুমের সার
পূরিত অমিয়, কোথা মলয় অচলে
লাগে কি চন্দন গন্ধ তুলনায় তার
অই সে বিশ্রান্ত দুটি শোভে উরুতলে
নিদ্রাঘোরে কেউ পাছে লইবে কাড়িয়ে
অত্যল্প নিতম্ব তলে রেখেছে পাতিয়ে
কনক কুসুমাসন বিলাসের স্থান॥

৯৮

৩৫

উরুর উপরে উরু গুরু ভার বহে
ক্লান্ত হয়ে সেও যেন শিথিল হয়েছে
ছাড়ি দিয়ে ফুল ধনু স্মর ঘুমে রহে
সেই আঁখি সেই পদ যে কটি রয়েছে
ওঠ গোটা দুই কথা শুন আদরিণী
জুড়াও এ অভাগার সন্তপ্ত হৃদয়
বলিবো কাহারে আর হৃদয়বাসিনী
এত করি তথাপিও কেন নিরদয়॥

৩৬

পাস ফিরে গিয়ে পুন করিলে শয়ন
এ কি! কটি-তটে রজ্জু রয়েছে জড়ান
এ স্থানে কি এ যে, ছুড়ি রাখিতে শরণ,
বলেছিলে যাহা এবে দেখি বিদ্যমান!
ওরে পাপিয়সী এত করিয়াও তোর
হইল না তৃপ্তি এবে বধিবি জীবনে
আর নাহি দেখিতাম কালনিশি ভোর
এখনি যাইত প্রাণ থাকিলে শয়নে॥

৩৭

বিরাগে বিরাগে ক্রমে রাগের প্রবল
হইয়া নাশিয়ে তারে এসেছি এথায়
সূক্ষ্ম রাজ বিচারের গুণেতে সকলে
বলিয়াছিলাম কেন কথায় কথায়
প্রাণদণ্ড আজ্ঞা কেন হল না আমায়
তাহা হলে আজীবন যাইত না দুখে
পিঞ্জরে নিবদ্ধ পাখি লৌহ শলাকায়
জর্জ্জরিতপ্রায় প্রাণ ফল নাই রেখে॥

## আর কেন

১

আর কেন—
প্রিয়তমে! কম্পনে আমার
ভাবের প্রবাহে নাহি সুরঞ্জিত বেশে
প্রেমময়ি চিত্র অনিবার।
কখন দহিছ দুঃখে কভু নবরসে
আন্দোলিয়ে হৃদয় আগার।
অকস্মাৎ ভূকম্পনে লতিকাসুন্দরী
আগ্নেয় উত্তাপে শুষ্ক ক্রমে দগ্ধ পুড়ি॥

১০০

২

সেই সহ—
সুখ আশা গিয়েছে মিটিয়ে
থেকে থেকে উঠি কেঁপে করে আনচান
না পারি রাখিতে প্রবোধিয়ে
কি করি বুঝাই সেই চঞ্চল পরাণ
অনল দাহিকা ধারাইয়ে
পুন পুন কেন কর প্রবল বাতাস
জেনেছি নিশ্চয় প্রিয়ে এবার নিরাশ॥

৩

হইলাম!
দেখ চেয়ে হৃদয় মুকুরে
রয়েছে কে, কার তরে এ দশা এখন।
হা! অদৃষ্ট জঘন্য কুকুরে
দেবতা দুর্ল্লভ সুধা করিছে গ্রহণ
নবভাবে নব অলঙ্কারে।
সুদীপ্ত কলঙ্কী চাঁদ নীর নিরমলে
প্রতারণা মাত্র শুধু পঙ্কিল সলিলে॥

পৃ:১০১

তাহাতেও!
ভাঙ্গিতেছে সদা উর্ম্মিচয়
চঞ্চল অতিষ্ঠ হায়! ব্যথিত তাড়নে
নাহি স্থির, কি ভাবে কি হয়
নাচায় খেলনা-সম নিদয় পবনে
হেন তবু, কেন মগ্ন রয়।
বিদ্যুৎ প্রতিমাবৎ পথিক নয়নে
সেই সুধাপূর্ণ শশী বিমল গগনে॥

৫

রহিয়াছে
মনসাধে ক্ষণেক নেহারি

মোহিনী প্রণয় হাসি হেরি আর বার
দেখায় কি করে হৃদি দেখাই বিদারি
দেখি চেয়ে, ভীম মেঘে ঢাকা অন্ধকার
আগে তার প্রতিভাসুন্দরী
আলোকিত করিয়াছে নিভান রেখায়
জানাইতে সেই মনে সেই প্রতিমায়॥

১০২ ৬

এক দৃষ্টে
কিছু পরে সে রেখাও গেল
আছে কি না আছে শশী নাহি জানা যায়
শুক্লা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী এল
অকালেতে বিপরীত ঘটে অবস্থায়
দুষিবো কাহায় কিসে হ'ল
আছে বটে আশা-তারা অসংখ্য সাজান
কত দূরে শূন্যে শূন্যে নাহি পরিমাণ।

৭

চিন্তা করে
দেখি চেয়ে কেহ নিরুপায়
সুতীব্র আভায় কেহ জ্বলিছে বিমানে
কেহ এক সহিত উদয়
হবে না বিনাশ এর বুঝি এ জীবনে
অই মেঘে নাহি লোপ পায়
কলঙ্কী চাঁদের ভাব নাহি ভাবে মনে
বিচ্যুত হইলে পুন মেশে অন্যস্থানে॥

১০৩ ৮

একি জ্বালা
রবিতাপে সলিল শুকায়
তথাপি প্রবাহ বয় পয়নিধি পানে
যাইয়াও নাহি কেন যায়
স্থানে স্থানে মৃদুগতি নিস্তেজ জীবনে

স্তূপাকার শুষ্ক মৃত্তিকায়
বরষা ভরসা মিছে জানিয়ে না জানি
সেই সুধাময় ভাবি প্রেম সুরধনী।

৯

বদ্ধ প্রায়
নাহি সেই মন্থর জোয়ার
ক্ষীণ কলেবরা নাহি স্রোত সুগভীর
ভাসায় কি নয়ন আমার
উথলিয়ে করি পূর্ণ এই দুই তীর
দুরাশা ছলনে বার বার
দীর্ঘকাল শুষ্ক ক্ষেত্র অন্তরে শুকায়
আঁখি নীরে ছাই বৃষ্টি কি করিবে তায়।

১০৪

১০

পারিজাত —
কালক্রমে হইল শিমূল
নাহি সেই কোমলতা নাহি পরিমল
হেরি বৃথা হৃদয় ব্যাকুল
যাক্ দূরে, এতদিনে ফলিবে সুফল
যায় দেখা নবীন মুকুল
পরেতে দুর্ম্মতি কাক চঞ্চুব আঘাতে
বাহির করেছে তুলা দেখিতে দেখিতে

১১

ঘন কোলে
সৌদামিনী বজ্র সহবাসে
বজ্রের সমান তার হয়েছে অন্তর
লুকাইছে দুখ দেখি হাসে
এত দিন দেখিতেছ, জানি ব্যবহার
কি আশায় আছ কি সাহসে
প্রণয় নন্দন এবে সমাধি ভবন
ভূতের দৌরাত্ম্য মিছে সহিতেছ কেন॥

১০৫

১২

কালি সহ
লয়ে করে সামান্য লেখনি
উত্তেজনা কর দুখ নিরেট পাষাণে
আঁকাইতে দেখ অনুমানি
কি দশা হইবে মুদ্রা যন্ত্রের পীড়নে
পরকরে কিছু নাহি জানি
ভালোও হইতে পার কালি যদি পড়ে
না যাবে কলঙ্ক শেষ জ্বলি বা অন্তরে।

১৩

প্রায় দিনে —
প্রত্যক্ষই দেখিতেছি কত
কতজনে কত মত করে আলোচনা
জেনে শুনে নও প্রবোধিত
অনুশোচনাই সার হইবে কল্পনা
নিবৃত্তিই উপযুক্ত পথ
এ জনমে ত্যজি আশা করিলা গমন
লভিতে বিরাম শান্তি সুখের সদন॥

১০৬

১৪

জানি আমি
যেই জন বারেক নয়নে
দেখেছ বিলাস-সরে সর সোহাগিনী
নিরজনে ভ্রমর মিলনে
হাসি হাসি মন খুলে কাননে কামিনী
বিকসিত গোলাপের সনে
রঙ্গন অপরাজিতা মরি একধারে
নীলিমা মাধুরী আঁখি নীরব অধরে॥

১৫

দেখিয়াছে
নাহি পারে ফিরাতে সেজন

আঁখি তার কিন্তু তাহে কিছু নাহি ফল
সে কামিনী সরসী ভূষণ
নাহি আর লো কল্পনে স্বপনের ছল
মিছে মোহে হও সম্মোহন
দৈবাৎ আবার সেই অয়স্কান্ত মণি
লৌহ আকর্ষণে পুন আসিবে আপনি॥

১০৭ ১৬

এই আশা

বৃথা তব দেখলো ভাবিয়ে
যে ভীষণ খনি মাঝে আছে অবরোধে
আকর্ষিবে কেমন করিয়ে
অন্ধকারে, নাহি হেরে বিঘোরে বিরোধে
পড়িবে এ জনম ভরিয়ে
জন্ম চারু অয়স্কান্ত হীরক আকরে
উপরে সৌন্দর্য্য, "স্বপ্ন" গরল অন্তরে॥

**সম্পূর্ণ।**

*(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)*